রূপ-হীনা।

(উপন্যাস)

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী।

মূল্য দুই টাকা মাত্র

১৩৪৪

১৩ এ, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভূদেব প্রিণ্টিং এণ্ড
পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩, এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বোধোদয় প্রেস হইতে
শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতা

শ্রীমান্ বিমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

চিরঞ্জীবেষু—

ভাই বিমল!

তোমার এ গরীব সেজদি সেই ছোট-বেলা থেকেই তোমাকে ভালমন্দ যখন যা' দিয়েছে, তুমি তাই খুসী মনে, হাসিমুখে গ্রহণ করেছ, সেই আশায় আমার এ 'রূপ-হীনা' আমি তোমাকে দিলাম।

তোমার শুভানুধ্যায়িনী

সেজদি।

রূপ-হীনা

এক

"বাবা এবেলা কেমন আছেন দিদি ?"

"ভাল নয়।" গরম জলের ছোট প্যানটা ষ্টোভ হইতে নামাইয়া একটা ছোট চা'য়ের পেয়ালায় চামচ দিয়া বিলাতী 'ফুড্'টুকু গুলিতে গুলিতে সাধনা বিমর্ষমুখে বলিল, "বাবার অবস্থা দিন দিন যে রকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাতে এ যাত্রা যে তিনি রক্ষে পান, তাতো বোধ হয় না ভাই !"

শুনিয়া কিশোরী শোভনার লাবণ্য ঢল ঢল সুন্দর মুখখানি সায়াহ্ন-কমলের মত বিষাদে ম্রিয়মান হইয়া উঠিল। হতাশভাবে সাধনার পাশে বসিয়া পড়িয়া সে শুষ্কস্বরে বলিল, "তা'হলে কি হবে দিদি ?—আমাদের যে আর কেউ নেই।"

এই চিন্তা ও উদ্বেগ আত্মীয় স্বজনহীনা সাধনাকে অহরহই পীড়িত করিতেছিল, কিন্তু ছোট বোনটীকে আশ্বাস দিবার জন্য সে সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "কেউ নেই, কিন্তু ভগবান্ তো আছেন বোন ! তুই এসব ভাবনা ছেড়ে দিয়ে ততক্ষণ বাবার কাছে গিয়ে বস্ দেখি, রোগা মানুষ একলাটী রয়েছেন, আমি এই ফুড্টা তয়ের করে নিয়ে আসছি।"

শোভনা আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে রুগ্ন পিতার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তুমি বাবার কাছে যাও দিদি।—দাও, ওটা আমি ঠাণ্ডা করে নিয়ে যাচ্ছি।"

সাধনা একটু অপ্রসন্ন ভাবে কহিল, "কেন বল্ দেখি ? দু'দণ্ড রুগীর কাছে বসলে কি ক্ষতি ছিল ?"

"ক্ষতি তো নেই দিদি!—কিন্তু রোগা মানুষকে অনর্থক উত্যক্ত করাও তো উচিত নয়। বাবা আমাকে দেখলেই যে কি রকম বিরক্ত হয়ে ওঠেন তাতো জানো তুমি!—জানি না আমি তাঁর কাছে কি অপরাধ করেছি!—"

বলিতে বলিতে শোভনার চক্ষুদুটী ছল ছল করিয়া আসিল। অভাগিনী ভগিনীর সেই ক্ষুব্ধ প্রাণের ব্যথাটুকু সাধনার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া সে তাড়াতাড়ি বোনটীকে কাছে টানিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে কহিল, "কিছু মনে করিসনি ভাই,—বাবা রোগে রোগে বড় খিট্‌খিটে হয়ে পড়েছেন, তাই এমন করেন।"

মৃদু শ্বাস ত্যাগ করিয়া শোভনা ম্লানমুখে বলিল, "রোগ যেন এখন হয়েছে, কিন্তু বাবা আমার পরে কবেই বা সদয় ছিলেন দিদি?—সেই ছোট বেলা হতে আজ পর্য্যন্ত বাবা যে কোনও দিন, আমাকে আদর করেছেন তা তো আমার মনেও পড়ে না।"

সাধনা ভগিনীকে সান্ত্বনা দিবার আর কোনও কথা খুঁজিয়া পাইল না। নিরপরাধিনী শোভনার প্রতি পিতার এই অপক্ষপাতিত্ব ও স্নেহহীন ব্যবহার তাহাকে চিরদিনই অন্তরে অন্তরে ব্যথিত করিত, কিন্তু আজও সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, যে শোভনার মত মেয়ে, যাহার অনিন্দ্য সুন্দর রূপে আকৃষ্ট হইয়া পথের পথিকও ফিরিয়া চায়, যার সরল ও সুনিষ্ঠ স্বভাব গুণে শত্রুও মুগ্ধ হয়, তাহারি প্রতি পিতার এই স্নেহাভাব ও বিরাগের হেতু কি?

ঝি আসিয়া বলিল "দিদিমণি, শীগ্‌গিরি যাও, তোমাকে কর্ত্তাবাবু ডাক দিচ্ছেন।"

"এই যে যাই, শোভনা! তুই ওসব কথা ভেবে মিছে মন খারাপ করিসনি বোন্ লক্ষীটী!—আমি বাবাকে দুধটুকু খাইয়ে আসি, ততক্ষণ তুই স্নান করে আয়।"

সাধনা চলিয়া গেল। কিন্তু শোভনা উঠিবার কোনই লক্ষণ প্রকাশ করিল না। সে একাকিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিল তাহাদের আশ্চর্য্য বিচিত্র জীবনের কথা। জননীকে মনেও পড়ে না, মাতৃস্নেহে তাহারা দুই ভগিনী আশৈশব বঞ্চিত। জ্ঞানোন্মেষের পরই তাহাদের বাল্য ও যৌবনের প্রারম্ভকাল গিরিডি ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে কাটিয়াছে, সুতরাং পিতার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় তাহাদের ভাগ্যে অল্পই ঘটিয়াছিল।

প্রায় দুই বৎসর হইল, তাহাদের পিতা প্রণবনাথ দত্ত, তাঁহার ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবনের শেষভাগ শান্তিতে অতিবাহিত করিবার মানসে পুরীধামে সমুদ্রের তীরে,—এই ছোটবাড়ীখানি কিনিয়া মেয়ে দুটীকে আনিয়া সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন। বাড়ীখানির নাম “সাগর কুটীর।”

সুশীলা বুদ্ধিমতী সাধনা অল্পদিনের মধ্যেই তাহার জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত বিশ্রামাকাঙ্ক্ষী পিতার নয়নের মণি, বার্দ্ধক্যের সম্বল হইয়া উঠিয়াছিল!

স্নেহময়ী জননী যেমন তাঁহার দুরন্ত অবোধ শিশুটীকে সদা সর্ব্বদা চোখে চোখে আগুলিয়া রাখেন, সাধনা তেমনি করিয়া সযত্নে তাহার উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি পিতাকে শাসন নিয়মের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। দত্তমহাশয় এই মেয়েটীকে বাস্তবিক বড় ভালবাসিতেন। কিন্তু শোভনা? দুর্ভাগ্যক্রমে পিতার স্নেহ মমতায় সে আবাল্যই বঞ্চিত ছিল! সে জন্য পিতাকে ভালবাসার চেয়ে ভয়ই করিত বেশী।

শোভনার অসামান্য নয়ন-বিমোহন রূপ, এবং মিষ্ট চপল স্বভাবটুকু দত্ত মহাশয়কে মনে মনে আনন্দিত করিলেও তিনি মেয়েটিকে কেন যে কখনও প্রাণ খুলিয়া আদর করিতে পারেন নাই, তাহার মধুর সঙ্গটুকু

কেন যে তাঁহার অপ্রীতিকর অসহ্য বোধ হইত, তাহার কারণ এখনও অজ্ঞাত।

সাধনা শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শোভনা তখনও সেইখানটীতে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে ব্যথিতভাবে সস্নেহে বলিল, "এখনও বসে আছিস্ শোভনা! স্নান করতে যাসনি? ওদিকে বেলা হয়ে যাচ্চে যে! আয় আমি চুলটা খুলে দিই—"

শোভনা লজ্জিত হইয়া বলিল, "না দিদি! আমি এখনি স্নান করে আসছি, তুমি বাবার কাছে যাও, তিনি একলা রয়েছেন—"

"না তাঁর কাছে নিখিল বসে আছে যে।"

এই নিখিল নামটী শুনিবামাত্র শোভনার সুন্দর সুগৌর মুখখানি বসন্তের নবোদ্ভিন্ন গোলাপকলির মত রক্তিম রাগে আরঞ্জিত হইয়া উঠিল। তাহার এই পরিবর্ত্তনটুকু সাধনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অগোচর রহিল না।

তাহার স্নেহ প্রফুল্ল মুখকান্তি গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। একটা ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে নীরবে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

দুই

"আপনি এরি মধ্যে একেবারে হাল ছেড়ে দিচ্ছেন কেন দত্তজা! আপনার জীবনের কি সত্যি আর কোনও আশা নেই?"

—"হাল কি আর সাধে ছেড়ে দিয়েছি নিখিল?—অতবড় একজন বিচক্ষণ ডাক্তার যখন স্পষ্ট কথায় জবাব দিয়ে গেলেন, তখন আর এ জীবনের ভরসা কি করে করি বল?"

"তাই বলে অমন হতাশ হয়ে পড়তে নেই; মানুষের যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশা জানেন তো?"

"তা জানি"—পীড়িত দত্ত মহাশয়ের রক্তহীন পাণ্ডুরমুখে অবিশ্বাসে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবকের পানে চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু শ্বাস যে আর বেশীক্ষণ চলছে না নিখিল! তুমি কি মনে করো আমি এ যাত্রা বেঁচে উঠব!"

"বেঁচে ওঠা কি আশ্চর্য্য? পরমায়ু থাকলে—"

"পরমায়ু আমার ফুরিয়েছে তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু তার জন্তে আমার কোনই আপশোষ নেই। এ জীবনে আমোদ প্রমোদ সুখ দুঃখ সমস্তই পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করে নিয়েছি, পাইনি শুধু শান্তি, তৃপ্তি—শেষের ক'টা দিন ভগবানের দয়ায় তা'ও পেয়ে গেলুম। এখন আমার ভাবনা শুধু ঐ মেয়ে দুটীর জন্তে, স্বর্গ, নরক, যেখানেই যেতে হ'ক, ডাকটা যেন আর দিনকতক পেছিয়ে এলেই ভাল হ'ত,—বড় তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে,—ওদের জন্তে কিছুই করতে পারলুম না।"

অতঃপর কিয়ৎক্ষণ দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

প্রণবনাথের বয়ঃক্রম পঞ্চাশের উর্দ্ধ হইবে না। দেখিতে বোধ হয় উহার শরীর এক সময়ে বেশী দৃঢ় ও সবল ছিল, কিন্তু যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা, অত্যাচার ও অনিয়মে স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া তাঁহাকে এত শীঘ্র মৃত্যুপথের পথিক করিয়াছিল।

নিখিলেশের বয়স ছাব্বিশ কি সাতাশ হইবে। বয়সে নিশ্চয় পার্থক্য থাকিলেও সে দত্ত মহাশয়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।

নিখিলের পরিপূর্ণ যৌবনের নিটোল স্বাস্থ্যপূর্ণ সুন্দর মনোহর লাবণ্য-ময় কান্তি, পুরুষোচিত উন্নত বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া পীড়িত দত্ত মহাশয়ের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইল। এক সময় তাহারও অবস্থা এমনই বরং উহার চেয়েও ভাল ছিল, কিন্তু এখন? হায় রে! দাঁত থাকিতে লোকে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না, এই শরীরের উপর তিনি একদিন কি অত্যাচারই না করিয়াছেন।

কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নিখিলেশ কহিল "শোভনার জন্যে আপনার কোনও ভাবনা নেই দত্তজা, তবে সাধনা,—তার—"

"কেন? শোভনাকে তুমি সত্যিই বিয়ে করতে চাও নাকি?"

উত্তর প্রত্যাশায় দত্তমহাশয় নিখিলের পানে নিরুদ্ধশ্বাসে চাহিয়া রহিলেন। সে স্থির দৃষ্টির সম্মুখে একটু সঙ্কুচিত হইয়া নিখিল উত্তর করিল "হ্যাঁ, শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষা। শোভনাকে দেখে পর্য্যন্তই আমি এই আশা মনে মনে পোষণ করছি, শুধু আমার আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল বলেই আপনাকে এতদিন একথা মুখ ফুটে বলিনি, কিন্তু আপনি তো জানেন এখন আমি নিজের চেষ্টায় অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিতে পেরেছি।"

"কিন্তু শোভনা, সে কি এ প্রস্তাবে রাজি হবে, মনে করো?"

"অবশ্য তাকে আমি এখনও এবিষয় জিজ্ঞাসা করিনি, তবে মনের ভাব যে রকম বুঝছি, তাতে বোধ হয় সে কখনই অসম্মত হবে না।"

"হুঁ! তাতো হবেই না! তোমার অমন সুন্দর চেহারা আর অমন মিছরির বুকনীর মত মন ভোলান মিষ্টি মিষ্টি কথা! বেচারি অল্প বুদ্ধি মেয়েরা ধরা না দিয়ে যায় কোথায় বল?"

দত্তমহাশয়ের শুষ্ক অধরে শ্লেষের কুটিল হাসি প্রকটিত হইল। কোটর-গত নিস্প্রভ চক্ষু দুটী ক্ষণেকের তরে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি অপ্রসন্ন রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "যাক্, শোভনা যদি রাজি থাকে, তাহলে আমি বাধা দিতে চাই না। তবে একটা কথা, তাকে গ্রহণ করবার পর তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের ধারাটা একেবারেই বদলে দিও, বুঝলে?"

নিখিলেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল "নিশ্চয়, আপনি সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার মেয়ে যাতে দুঃখ পায় এমন কোনও কাজ আমি কখনই করব না।"

দত্ত মহাশয় একটা স্বস্তির নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "এখন আমার ভাবনা রইল সাধনার জন্য। তার যদি শোভনার মত রূপ থাকৃত, তাহলে অবশ্য কোনও চিন্তার কারণ ছিল না, কিন্তু তাতো নেই, সংসারে সকলেই রূপ আর রূপোর কাঙ্গাল, অন্তরের দিকে চায় কে বল?"

"কিন্তু আপনার সাধনা তো কুরূপা নয়, তা'র গড়ন পিটন খাসা, আর, চক্ষু দুটী ভারি চমৎকার!"

"তা তো জানি, কিন্তু শোভনাকে যে দেখবে, সে সাধনাকে কখনই পছন্দ করবে না। আচ্ছা নিখিল! তুমি তো ওদের কতদিন দেখছ, সাধনার মনের ভাব কিছু বুঝতে পারো?"

"না দত্তজা!—সাধনাকে আমি আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তবে শোভনার মুখে শুনেছি, সে নাকি বিয়ে থাওয়া করবে না, আজীবন অবিবাহিতা থেকে—"

"চিরকুমারী? তা একরকম মন্দ নয়, অপাত্রে অর্পণ করার চেয়ে অবিবাহিতা রাখলে মেয়েগুলোর দুঃখ অনেক কমে যায়। কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? সমাজের ধার আমি ধারি না, তবে আমি চক্ষু বুজলে মেয়েটার কি দশা হবে?—তাকে—

দত্ত মহাশয় কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না। হঠাৎ একটা দমকা কাশি উঠিয়া তাঁহাকে ব্যস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। প্রবল কাশির ধমকে তাঁহার যেন শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল।

সাধনা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পিঠের দিকের তাকিয়াটা ঠিক করিয়া দিল, এবং বুকে পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া পিতাকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা পাইল।

কাশির উপশম হইলে দত্ত মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে যন্ত্রণাসূচক ক্লান্ত স্বরে বলিলেন, "কে সাধনা? আঃ! থাক্ মা! থাক্, এইবার সামলে গেছি।"

নিখিলেশ উঠিয়া বলিল "আচ্ছা তাহলে আপনি এখন বিশ্রাম করুন, আমি ওবেলা আবার আস্‌ব।"

নিখিল চলিয়া গেলে সাধনা একখানি ছোট পাখা লইয়া পিতার ঘর্ম্মাক্ত ললাটে ধীরে ধীরে বাতাস দিতে লাগিল। দত্ত মহাশয় নিষেধ করিয়া বলিলেন "থাক্ মা! বাতাসের দরকার নেই, তুমি আমার কাছে বসো একটু। শোভনা কোথায়?"

"সে ড্রয়িং রুমে বসে পড়ছে, ডেকে আন্‌ব তাকে?"

"নাঃ! ডাক্‌তে হবে না। আচ্ছা মা! আমাদের নিখিল ছেলেটিকে তোমার কেমন বোধ হয়?"

"চমৎকার! পুরুষের যেমন হওয়া উচিত।"

"শুন্‌লুম শোভনা নাকি তাকে ভালবাসে?"

সাধনার মুখের ভাব নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে নত নয়নে বলিল "তাতো আমি ঠিক জানি না বাবা! তবে আমি শোভনাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করে দেখব, আমার কাছে তার লুকোনো কিছুই নেই।"

দত্ত মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি মনে করো নিখিলের সঙ্গে বিবাহ হ'লে শোভনা সুখী হবে?"

সাধনা মৃদুকণ্ঠে যেন কতক আত্মগতভাবেই কহিল সুখী হওয়াই ত সম্ভব, নিখিলের মত স্বামী কোন মেয়ে না কামনা করে!"

তাহার কুণ্ঠানত মুখখানির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রণবনাথ সনিশ্বাসে কহিলেন "তুমি বড়, বিয়েটা তোমারই আগে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা আর হচ্ছে না দেখছি। শোভনার রূপটাই আগে সকলের চক্ষে পড়ে। তার কাছে তোমার—"

সাধনার মনে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথার আভাস জাগিয়া উঠিল,—প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলিল, "অনেকক্ষণ কিছু খাওনি, দুটী বেদানা ছাড়িয়ে দেব বাবা?"

"না, এখন থাক একটু পরে দিও। হ্যাঁ, কি বলছিলুম? তা সে জন্যে তোমার কোনই ভাবনা নেই সাধনা! তোমার এ অভাব আমি অন্য রকমে পূর্ণ করে দেব।"

পিতার কথার মর্ম্মগ্রহণ না করিতে পারিয়া সাধনা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া ব্যাকুল ভাবে কহিল, "আজ এ সব কি বলছ বাবা? তোমার দয়ায় আমার তো কোন কিছুরই অভাব নেই।"

দত্ত মহাশয় ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি যে আর দুটী দিনের অতিথি মা! শোভনার ভার নিখিল গ্রহণ করবে, বলেচে, কিন্তু তোমার জন্য একটা ব্যবস্থা না করে গেলে যে আমার মরণেও শান্তি হবে না—"

সাধনা ব্যথিত হইয়া আহত আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওকথা বলো না বাবা! তুমি আমাদের এত শীগ্‌গির ছেড়ে যাবেই বা কেন?"

ম্লান মুখে ক্ষীণ হাসি হাসিয়া প্রণবনাথ বলিলেন, "যাওয়া না যাওয়া কি আমার নিজের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে রে পাগলী! ডাক এলেই যেতে হবে। তাতে তো আর না করা চলবে না! কাল ডাক্তার কি বলে গেলেন, শুনলে তো?"

সাধনা আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার দীর্ঘায়ত নীলোৎপল আঁখি দুটী ব্যথায় অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল।

এ সংসারে তাহাদের মা নাই, আত্মীয় পরিজনও কেহই নাই, পিতাকে অল্পদিন হইল কাছে পাইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বছরে ছয় মাসে কখনও দত্ত মহাশয় মেয়েদুটীকে দেখিতে আসিতেন, এবং মাসে মাসে তাহাদের শিক্ষা ও বোর্ডিংয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের টাকা পাঠাইয়া দিতেন। তাহা ছাড়া পিতা পুত্রীদের মধ্যে আর বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না। সে টাকা যে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিত, সে সংবাদও তাহাদের কাছে চিরদিন অজ্ঞাতই ছিল।

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তাহারা দুটীবোনে যখন পিতৃগৃহে স্থান পাইল, তখন দেখিল তাহাদের পিতা সাধারণ ভদ্র গৃহস্থের মতই স্বচ্ছন্দভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। সুতরাং পিতার পূর্ব্ব জীবনের ইতিহাস মেয়েদের কাছে এ পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নই রহিয়া গিয়াছে।

এক্ষণে পিতাই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ও ভরসাস্থল। কিন্তু তিনিও যদি চলিয়া যান, তাহা হইলে অসহায়া নিরাত্মীয় বালিকা দুটী আর দাঁড়াইবে কোথায়?

অশ্রুসজল নয়না কন্যার বিপন্ন কাতর মুখভাব দেখিয়া প্রণবনাথ প্রাণে বড় ব্যথা পাইলেন। তিনি সাধনার পিঠের উপর হাত রাখিয়া সান্ত্বনা ভরা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, "পাগলী! বাপ মা কি কারও চিরদিন বেঁচে থাকে? জগতের যে নিয়মই এই, তার জন্যে এখন কাতর হলে চলবে কেন?"

সাধনা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া আর্দ্রকরুণস্বরে বলিল. "কিন্তু আমাদের তুমি ছাড়া আর যে কেউ নেই বাবা!"

"আছে মা! আছে, এ জগতে তোমাদের একজন আপনার লোক আছেন, যিনি আমারই মত পরমাত্মীয়—

"তিনি কে বাবা! তিনি কোথায় আছেন?"

"ব্যস্ত হয়ো না মা! সব বলছি, আগে ঐ চিঠিখানা নিয়ে এস দেখি, ঐ প্যাডের মধ্যে রয়েছে।"

সাধনা খামেবদ্ধ চিঠিখানা পিতার কাছে লইয়া আসিল। দত্ত মহাশয় প্রসন্নমুখে বলিলেন, "চিঠিখানা কার নামে যাচ্ছে দেখছ?"

সাধনা পিতার হস্তাক্ষরে লিখিত শিরোনামা পড়িতে লাগিল, পরম মাননীয় রাজা ওঙ্কারনাথ দত্ত বাহাদুর শ্রীচরণ কমলেষু—নন্দনপুর ষ্টেট্—সাধনা সাগ্রহে জিজ্ঞাসিল, "ইনি কে বাবা?"

"ইনি তোমাদের পিতামহ,—আমার বাবা।"

"না না, তুমি নিশ্চয় তামাসা করচ বাবা।"

"নারে না, আমি যা বলছি তা সত্যি।"

"কিন্তু ইনি যে রাজা!"

"ওটা উপাধি, তবে মস্ত বড় জমিদার বটে, ওঁর ঐশ্বর্য্য আর সম্মান রাজার চেয়ে কিছু কম নয় সাধনা!"

সাধনার বিস্ময় ও কৌতূহল যেন সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। পিতা ভিন্ন জগতে যে তাহাদের কেহ আপনার লোক আছেন, তাহা তো ইতিপূর্ব্বে কখনও সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। অতিমাত্র ব্যগ্রতার সহিত সাধনা বলিল, "আমাদের যে পিতামহ বেঁচে আছেন, আর তিনি একজন এতবড় মস্ত লোক, তাতো তুমি আমাদের একদিনও জানাওনি বাবা!"

দত্ত মহাশয় তাঁহার রেখাঙ্কিত কুঞ্চিত ললাটের উপর হস্তার্পণ করিয়া সবিষাদে কহিলেন, "সে তোমাদের বাবার অতি বড় দুর্ভাগ্য মা!—আচ্ছা এ চিঠিখানা তুমি এখনই ডাকে পাঠিয়ে দাওগে, আজই যেন বেরিয়ে যায়, বড় দেরী করে ফেলেছি।"

"তোমার যদি কিছু দরকার হয়—"

"না মা! আমার এখন আর কিছু দরকার হবে না, আমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করব, কাল প্রায় সারারাতই ঘুম হয় নি।"

সাধনা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। শোভনাকে এই অত্যাশ্চর্য্য নূতন সংবাদটা দিবার জন্য তাহার প্রাণ ছটফট্ করিতেছিল। চিঠিখানা ডাকে পাঠাইয়াই সে ভগিনীর সন্ধানে ড্রয়িং রুমে উপস্থিত হইল, কিন্তু দেখিল সেখানে শোভনা একা নহে, তাহার সন্মুখস্থ সোফাটা অধিকার করিয়া নিখিলেশ ও নিশীথ দুই জনই বসিয়া আছে।

এই নিখিলেশ রায় সাধনাদের পিতার সহিত বহুদিন বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। পুরীতে আসিয়া পর্য্যন্ত তাহারা দুটীতে এই লোকটী ছাড়া আর কোনও ভদ্রলোকের সহিত মেলা মেশা করিতে পায় নাই। দত্ত গৃহে নিখিলের অবারিত দ্বার।

নিশীথ ছেলেটীর সঙ্গে তাহাদের আলাপ পরিচয় হইয়াছে অল্পদিন। নিশীথের পিতা উমাপদ বসু কলিকাতায় একটা কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। এক্ষণে কর্ম্মে অবসর গ্রহণ করিয়া পুরীধামে বাস করিতেছেন।

নিশীথ এবার এম-এ পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে, ফল এখনও বাহির হয় নাই।

নিশীথ সন্মুখবর্ত্তিনী শোভনার দিকে ঈষৎ হেলিয়া বসিয়া বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি হইতে একটী গান তাহার স্বভাবমধুর কণ্ঠে সুললিত ছন্দে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছিল—

"গায়ে আমার পুলক লাগে
চোখে ঘনায় ঘোর,
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
রাঙ্গা রাখীর ডোর।"

শ্রোত্রী শোভনা মুখে "বাঃ! বেশ তো!" 'কি চমৎকার!' প্রভৃতি প্রশংসাসূচক বাক্য উচ্চারণ করিলেও নিশীথের পড়ার দিকে তাহার মন বা ধ্যান যে কিছুই আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল।

তাহার লক্ষ্য ছিল তখন নিখিলের দিকে,—নিখিল মুখখানা পেচকের মত অস্বাভাবিক গম্ভীর করিয়া গুম্ হইয়া বসিয়াছিল, আর শোভনা তাহার কৌতুকভরা রঙ্গ চপল নয়নের বক্র দৃষ্টিতে নিখিলের বিরক্তিপূর্ণ অপ্রসন্ন মুখেরপানে ক্ষণে ক্ষণে চাহিয়া মুখ টিপিয়া দুষ্টামীর হাসি হাসিতেছিল।

সাধনাকে আসিতে দেখিয়া নিশীথ বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া শশব্যস্তে অভ্যর্থনা করিল, "আসুন সাধনা দেবী।" নিখিল যেন কেবল ভদ্রতার অনুরোধেই জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তা ঘুমিয়েছেন নাকি?"

সাধনা তাহার প্রশ্নের উত্তরে শুধু ঘাড় নাড়িয়া নিশীথের কাছে আসিয়া বলিল, "বসো না নিশীথ! তোমার মান্য করার চোটে আমি যে অস্থির হয়ে গেলুম!"

শোভনা বলিল, "তুমিও বসো না দিদি!"

"না ভাই বসবার আর সময় কই? এখনও ঢের কাজ পড়ে আছে। হ্যাঁ, তুমি কি পড়ছিলে পড়না নিশীথ! আমাকে দেখে বই বন্ধ করলে কেন?"

সাধনার অনুরোধে পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া নিশীথ সেই গীতটী পড়িতে লাগিল।

"আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়ন জলে
বিরহ আজি মধুর হয়ে
করেছে প্রাণ ভোর!"

পড়িতে পড়িতে ভাবাবেশে বিভোর হইয়া নিশীথ বলিয়া উঠিল, "এতটুকু কথার মধ্যে কি প্রাণস্পর্শী গভীর ভাব ফুটে উঠেছে তা দেখেছেন সাধনা দেবী!"

"চমৎকার! একেইতো বলে কবিত্ব!"

শোভনা তার ডালিম ফুলের মত লাল টুকটুকে ঠোঁট দুখানি চাপিয়া মুচকি হাসিয়া নিখিলের পানে অপাঙ্গে চাহিল।

নিখিল মুখ ভার করিয়া অবজ্ঞার সহিত বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ! এ সব কবিত্ব আমার কাছে পাগলামী ভিন্ন আর কিছু না!"

সাধনা বলিল, "আমার কিন্তু গীতাঞ্জলির সব কটা গানই ভারি সুন্দর লাগে!"

নিশীথ উৎসাহিত হইয়া কহিল, "তাতো লাগবেই, যে এ গান-গুলির মর্ম্ম বুঝেছে, তারই সুন্দর লাগবে! এক একটী গান তো নয় যেন হীরের টুকরো—"

বাধা দিয়া শোভনা বলিল, "তোমার উপমাটা ঠিক হল না নিশীথ, হীরের টুকরো না বলে প্রভাতের এক একটী সদ্য ফোটা পদ্ম ফুল বল্লেই বোধ হয় ঠিক হ'ত।"

নিখিল এবার উঠিয়া পড়িল। সাধনা বলিল, "তুমি যাচ্ছ নাকি?"

"হ্যাঁ ওবেলা আবার কর্ত্তার খবর নিতে আস্‌ব।"

বলিয়া সে ঘরের বাহিরে পদার্পণ করিতেই শোভনা তাহার অনুসরণ করিয়া একটু নিভৃত স্থানে আসিয়া হাসিতে হাসিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এরি মধ্যে রণে ভঙ্গ দিলে যে! এই বুঝি তুমি বীরপুরুষ!"

নিখিলও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "আমার এত ধৈর্য্য নেই শোভনা! এতক্ষণ তোমার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে বাঁচতুম্, তা নয় খালি গ্যাজ গ্যাজানি ভাল লাগে না।"

"তাহলে ওবেলা আবার আসছ তো?"

"হ্যাঁ, যদি সময় পাই।"

"সময় পেতেই হবে" বলিয়া শোভনা ফিরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু নিখিল ডাকিয়া বলিল, "একটা কথা শুনে যাও শোভনা!"

শোভনা তাহার আরও কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি? বল—"

এদিক ওদিক চাহিয়া নিখিল চুপি চুপি আগ্রহ ভরা কোমল কণ্ঠে কহিল, "তুমি কি আমাকে সত্যিই ভালবাস শোভনা?"

শোভনার মুখে এবার কথা ফুটিল না, তাহার বক্ষের ভিতর দুরু দুরু শব্দ হইতে লাগিল,—প্রেমে পুলকে ও লজ্জায় পীড়নে তাঁহার সুন্দর মুখখানি আবীরের ঘন লালিমায় আরক্তিম হইয়া উঠিল।

তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া নিখিলেশ অধীর আগ্রহে পুনরায় প্রশ্ন করিল, "বল শোভনা!—তোমার এই একটী কথার উপর আমার এখন জীবন মরণ নির্ভর করছে, বল তুমি আমাকে যথার্থই ভাল-বাসো কি না!"

শোভনা তাহার সরম চকিত দৃষ্টি বারেক তুলিয়া মৃদু মধুর স্বরে বলিল "হ্যাঁ বাসি।"

পুলকিত হইয়া নিখিল বলিল, "তাহ'লে আমাদের বিয়েতে আর কোনও বাধা নেই শোভনা। তোমার বাবাও রাজি আছেন দেখলুম। কিন্তু এখনও একথা তুমি আর কাউকে জানিও না, তোমার দিদিকেও না, বুঝলে?"

শোভনা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন বল দেখি?"

"সে পরে বলব—আচ্ছা এখন আসি।"

নিখিলের ইচ্ছা ছিল যাইবার পূর্ব্বে শোভনাকে একটু আদর করিয়া যায়, কারণ তাহাকে আদর করিবার অধিকার সে এখন পাইয়াছে। কিন্তু সেই সময় সাধনা শোভনাকে ডাকিল, সুতরাং সদিনের মত ব্যর্থ মনোরথ হইয়াই তাহাকে ফিরিতে হইল।

তিন

দত্ত মহাশয়ের সংসারে সাধনাই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। ঘর কন্নার কাজ ছাড়া পিতার শুশ্রূষা, ছোট বোনটীর তত্ত্বাবধান সমস্তই সে একাই সম্পন্ন করিত। সে রাত্রে দত্ত মহাশয়ের পীড়া যেন অসম্ভব বাড়িয়া উঠিল। সাধনা শঙ্কিতচিত্তে ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইল এবং সমস্তরাত্রি জাগিয়া থাকিয়া সবিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত পীড়িত পিতার পরিচর্য্যা করিল। শোভনাও তাহার সাধ্যমত দিদির কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল।

সারারাত রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া প্রভাতের দিকে প্রণবনাথ একটু আরাম পাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। ডাক্তারকে বিদায় দিয়া সাধনা অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত মনে শোভনাকে লইয়া যখন চা পান করিতে বসিয়াছিল, তখন বেশ একটু বেলা হইয়া গিয়াছে।

শোভনার দিকে চায়ের পেয়ালা এগাইয়া দিয়া সাধনা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক্, কালকের ফাঁড়াটা যে বাবার কেটে গেছে, এই আমাদের পরম ভাগ্য। উঃ! কি ভয়টাই হয়েছিল, রাত যেন আর কাটে না!"

শোভনা কথা কহিল না, সে অন্যমনস্কভাবে ফুঁ দিয়া দিয়া চা পান করিতে লাগিল। সাধনা আবার বলিল, "আজ যে নিখিল এখনো এলো না? রোজ তো সকাল বেলাই এসে যায়!"

শোভনা যেন অনাগ্রহের ভাবে কহিল, "কি জানি হয়তো কোন কাজ পড়ে গেছে।"

সাধনা কিন্তু ঐ সংক্ষিপ্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না. শোভনার অনিদ্রাশুষ্ক মুখখানির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে যেন ভগিনীর অন্তরের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল কি নিখিল তোকে কিছু বলেছিল শোভনা?"

শোভনা একটু চকিত হইয়া বলিল, “কি আর বলবে দিদি !”

“এই তোমাদের দু’জনের বিয়ের কথা—”

শোভনা স্পন্দিত বক্ষে বাধ বাধ ভাবে উত্তর করিল, “কই না তো !”

“শোভনা !”

শোভনা কুণ্ঠানত মুখখানি তুলিয়া বলিল, “কি দিদি !”

আদরে ভগিনীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সাধনা স্নেহ-স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে বলিল, “আমাদের দু’জনের মধ্যে এমন কিছুই নেই বোধ হয়, যা আমরা পরস্পরের কাছে গোপন করতে পারি।”

“না দিদি !”

“তবে তোমার মনের কথা আজ আমার কাছে গোপন করছ কেন ? আমি জানি তুমি নিখিলকে ভালবাসো—

শোভনা এবার বড় সমস্যায় পড়িয়া গেল। তাহারা দু’টীতে এক বৃন্তে দুটী ফুলের মত জন্মাবধি একত্রে আছে, কখনও একটি দিনের জন্যও বিচ্ছিন্ন পৃথক্ হয় নাই। আত্মীয়-স্বজনহীন প্রবাসে ভালবাসার আর কোনও আধার না পাইয়া দুটী তরুণ প্রাণের সমস্ত স্নেহ মমতা পরস্পরকে অবলম্বন করিয়াই পুষ্ট পরি র্দ্ধিত হইয়াছে। দুটী ভগিনীতে অভিন্ন আত্মা, এক প্রাণ। জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে এমন কোনও ঘটনা ঘটে নাই, যাহা উভয়ে উভয়ের কাছে গোপন করিতে পারে। তবে আজ শোভনা তাহার জীবনের এই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঘটনা স্নেহময়ী ভগিনীর নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিবে কেন ?

নিখিলের সহিত বিবাহের কথাটা আর একটু হইলেই সে সাধনার কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিত, কিন্তু সেই সময় ঝি আসিয়া জানাইল· একটী ভদ্রলোক কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন।

এ সংবাদে সাধনা ও শোভনা দুই জনেই একটু আশ্চর্য্য হইল। এ বাড়ীতে আসিয়া পর্য্যন্ত এক নিখিলেশ ও নিশীথ ছাড়া আর কোনও

ভদ্রলোকের সমাগম হইতে তাহারা দেখে নাই। সাধনা সাগ্রহে বলিল, "এ সময় কে আবার ভদ্রলোক এলো? বাবার অসুখের কথা তাঁকে বলেছিলে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তিনি একবার কর্ত্তার সঙ্গে দেখা না করে যাবেন না বল্লেন।"

সাধনা ঈষৎ বিরক্তির সহিত বলিল, "তা'হলে তাঁকে বাইরের ঘরে বসতে বলে দাওগে,—বাবা এই তো সবে চোক বুজেছেন—"

"কিন্তু আমি যে আর অপেক্ষা করতে পারছি না" বলিতে বলিতে একজন দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ পলিত কেশ বৃদ্ধ ঘরে ঢুকিয়া একেবারে দুই ভগিনীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুকের বয়ঃক্রম সত্তরের উপর, কিন্তু শরীর দেখিলে তা বুঝা যায় না।

তাঁহার ব্যায়াম গঠিত বলিষ্ঠ দেহের উপর বার্দ্ধক্য তখনও পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। পরিচ্ছদ বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মত। লোকটীকে দেখিলেই দর্শকের মনে একটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব স্বতঃই জাগিয়া উঠে।

সাধনা ও শোভনা এই সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্রলোকের সহসা আগমনে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আগন্তুক তাঁহার চশমা মণ্ডিত চক্ষের দৃষ্টি তাহাদের দিকে নিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা প্রণবের মেয়ে না?"

শোভনা প্রথমে কথা কহিল "আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আপনি—"

"আমাকে তোমরা চেন না'—আমি—"

কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সাধনা একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল, "বলতে পারি না আমার অনুমান ঠিক কি না,—কিন্তু আপনি কি আমাদের পিতামহ, রাজা—"

"ঠিক ঠিক, ঠিক ধরেছ, তুমি ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে দেখছি।"

তখন সাধনা ও শোভনা দুই জনেই শশব্যস্তে তাহাদের চির অপরিচিত পিতামহের পদধূলি গ্রহণ করিল।

দুই ভগিনীর মাথায় হাত রাখিয়া রাজা ওঙ্কারনাথ সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া শোভনার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই বড় বুঝি ?"

বয়সে বছর দেড়েকের ছোট হইলেও দৈহিক গঠন গুণে শোভনাকেই বড় বোধ হইত। সাধনার দিকে হাস্যোজ্জ্বল নয়নে অপাঙ্গে চাহিয়া শোভনা ঈষৎ লজ্জিতভাবে কহিল, "না, ইনি বড়।"

ওঙ্কারনাথ মনে মনে যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন বোধ হইল। তিনি কয়েক মিনিট নীরবে সেই মেয়ে দুটীর আপাদ মস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শোভনার বাসন্তী প্রভাতের সদ্যবিকশিত গোলাপের মত অনুপম রূপ মাধুরী তাঁহাকে নিরতিশয় পুলকিত ও মুগ্ধ করিয়া তুলিল। আর তাহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মানা স্থিরা, ধীরা, শ্যামাসুন্দরী সাধনা, তাহার সেই সুকুমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধুর লালিত্যটুকু, আর গভীর ভাবপূর্ণ প্রশান্ত ঢল ঢল নয়ন দুটী, সেও একটা দেখিবার মত সামগ্রী বটে! তিনি সাধনার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার নাম কি দিদি ?"

"আমার নাম সাধনা!"

"আর তোমার ?"

"শোভনা।"

"শোভনাই বটে ; চমৎকার মেয়ে তুমি!"

প্রশংসমান মুগ্ধ দৃষ্টিতে বৃদ্ধ শোভনার সলজ্জ সুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া রহিলেন। জীবনে তিনি বিস্তর সুন্দরী দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন রূপ আর কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল না।

সাধনা তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার এগাইয়া দিয়া সবিনয়ে বলিল, "ক্ষমা করবেন দাদা মশাই! আপনাকে হঠাৎ দেখে আমরা এতই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলুম যে এতক্ষণ বসতেও বলিনি—"

ওঙ্কারনাথ বিষাদের হাসি হাসিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আশ্চর্য্য হবার তো কথাই দিদি, পৃথিবীতে এমনভাবে দাদা নাতনীদের দেখা সাক্ষাৎ বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কখনো ঘটে নি! কিন্তু আমি তো এখন বসতে পারব না,—আমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে চল।"

সাধনা কুণ্ঠার সহিত বলিল, "বাবা এখনও ঘুমোচ্ছেন বোধ হয়। আপনি ততক্ষণ হাত মুখ ধুয়ে একটু চা টা খেয়ে নিন্—"

"না, তাকে একবারটী না দেখে আমি জলস্পর্শও করতে পারব না।"

সাধনা আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে পিতার নিকট লইয়া চলিল। ঘরের দরজার কাছে গিয়া ওঙ্কারনাথ চুপি চুপি বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো দিদি,—রোগীর কাছে বেশী ভিড় করাটা ঠিক নয়।"

পিতামহের আদেশে বাধ্য হইয়া সাধনাকে মনের আগ্রহ ও কৌতূহল দমন করিয়া অনিচ্ছায় ফিরিয়া যাইতে হইল।

চার

প্রণবনাথ তখন জাগিয়াছিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর যেন তাঁহার শরীরটা একটু সুস্থ বোধ হইতেছিল।

ওঙ্কারনাথ সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিতেই পিতা পুত্রের চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল।

কতদিন কতকাল পরে—দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে, জীবন মরণের সন্ধিস্থলে পিতাপুত্রের এই অভাবনীয় চরম সাক্ষাৎ!

ক্ষণকাল দুই জনেরই বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

বৃদ্ধ ওঙ্কারনাথ বজ্রাহতের মত নিশ্চল নিঃশব্দ ভাবে দাঁড়াইয়া পুত্রের জীবনীশক্তিহীন শীর্ণ-দেহ, এবং রোগবিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

হায়! এ সেই প্রণব? যে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত অসহায় শিশুটীকে তিনি একদিন যক্ষের ধনের মত নিরন্তর চক্ষে চক্ষে আগুলিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রাণের ভিতর কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া যাহাকে বুকের রক্ত দিয়া 'মানুষ' করিয়াছিলেন, যাহার মঙ্গল কামনায় তাঁহার অপরিতৃপ্ত নব জাগ্রত যৌবনের সমস্ত সুখ সাধ স্বেচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়া, প্রভূত ঐশ্বর্য্য বিপুল প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও সর্ব্বত্যাগীর মত নির্লিপ্ত নিরানন্দ কঠোর জীবন যাপন করিতেছিলেন,—এ সেই প্রণব!

যে একদিন তাঁহার সমস্ত উচ্চ আশা, উচ্চ আদর্শ ধূলায় লুটাইয়া দিয়া, অপত্য বৎসল পিতার অন্তর ভরা স্নেহ মমতা নিঃশেষে পদ-দলিত করিয়া, তাঁহার স্নেহকোমল বক্ষে বজ্রাদপি বিষম দারুণ আঘাত দিয়া সকল সম্বন্ধ—সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া অতি বড় নিষ্ঠুরের মত চিরদিনের জন্যই চলিয়া গিয়াছিল—এ সেই প্রণব, সেই গৃহবিতাড়িত

পরিত্যক্ত দুর্ভাগ্য সন্তান, রাজোপম দত্তকুলের একমাত্র বংশধর—আজ নির্ব্বান্ধব সুদূর প্রবাসে, সামান্য গৃহে, সামান্য অবস্থাপন্ন দীন হীনের মত মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। হায় রে! নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

উদ্বেলিত অদমনীয় হৃদয়াবেগ কষ্টে সংযত রাখিয়া ওঙ্কারনাথ একেবারে পুত্রের শিয়রে আসিয়া গভীর বেদনাভরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলেন "প্রণব!"

"বাবা!"

আঃ! কতদিন কতকাল পরে—সেই প্রাণ গলানো সুমধুর প্রিয় সম্বোধনটুকু আবার শুনিতে পাওয়া গেল। কতদিন কতকাল পরে ব্যথা-হত ছিন্ন মরম তন্ত্রীগুলি আবার বাজিয়া উঠিল, কতদিন কতকাল পরে বৃদ্ধের সেই স্নেহ সংস্পর্শহীন শুষ্ক হৃদয়-নদীতে পুনরায় মমতার বান ডাকিল!

আলোড়িত সংক্ষুব্ধ চিত্তাবেগে ওঙ্কারনাথ কতক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া তিনি নীরবে পুত্রের জ্বরতপ্ত ললাটে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ জনকের ঋষিকল্প সৌম্য মূর্ত্তির পানে অপলকে চাহিয়া, প্রণবনাথ উদ্গত অশ্রুর উচ্ছ্বাস কষ্টে দমন করিয়া ক্ষীণ কাম্পতকণ্ঠে কহিলেন, "আমি জানতুম তুমি আসবে!—যত বড় পাষাণ প্রাণই হ'ক না কেন, সন্তানের মরণ কালের ডাক, কোনও বাপই প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।"

"প্রণব!"—ব্যথা বিহ্বল স্তম্ভিত ওঙ্কারনাথ পুত্রের শয্যাপার্শ্বে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া মমতা উদ্বেলিত কাতর স্বরে বলিলেন, "এমনি করেই কি অজ্ঞাতবাস করতে হয় প্রণব? এত কাছে রয়েছ,—এত বড় কঠিন রোগে ভুগছ, তবু একবারটী খবর দেওয়াও কি উচিত বোধ করনি?"

"অজ্ঞাত বাস না করে আর কি করি বল? অত বড় দারুণ অপমানের পর আবার এ কালামুখ তোমাকে দেখাতুম কোন্ লজ্জায়? আমি তো তোমারি ঔরসজাত সন্তান বাবা!"

প্রণবের শোণিতলেশহীন পাংশু মুখে অভিমান ভরা বিষাদের চকিত হাসি খেলিয়া গেল। সে হাসি যেন কান্নার চেয়েও সকরুণ।

বহু আয়াসে অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া ওঙ্কারনাথ গভীর দুঃখোদ্বেলিত কণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু আমার এই শেষ বয়সে এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখবার জন্যে না ডাক্‌লেই তো ভাল হ'ত প্রণব!"

"একটু লোভ হ'ল"—বৃদ্ধ পিতার শিরাবহুল শক্ত হাতখানা বুকের উপর রাখিয়া প্রণবনাথ পুনরায় সেই ব্যথার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর প্রথম আলো চক্ষে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই যাঁর স্নেহকরুণ দেব-মূর্ত্তিখানি দেখেছিলুম, তাঁকে—জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে একবারটী চোখের দেখা দেখবার সাধ হওয়া তো অস্বাভাবিক নয় বাবা!"

গুরু বিষাদের ভাবে অভিভূত হইয়া কিছুক্ষণ দুই জনেই মৌন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাহার পর সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ওঙ্কারনাথ বলিলেন, "তোমার মেয়ে দুটীকে দেখলুম প্রণব! খাসা মেয়ে! বিশেষতঃ ছোটটী—"

"হ্যাঁ, শোভনার সৌন্দর্য্য তোমাকেও মুগ্ধ করেছে দেখছি! কিন্তু আমার সাধনা,—তাকে কি তুমি পছন্দ করোনি বাবা?"

"কেন করব না? সাধনাও বেশ মেয়ে, তার চেহারা দেখেই মনে হয় সে বড় সুশীলা ও বুদ্ধিমতী মেয়ে।"

দুহিতৃ গর্ব্বে পূর্ণ হইয়া প্রণবনাথ কহিলেন, "হুঁ, শোভনার মত রূপ তার নাই থাক্, কিন্তু আমার সাধনার মত গুণবতী লক্ষ্মী মেয়ে সংসারে খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যায়।"

"কিন্তু ওদের শিক্ষা দীক্ষা কি রকম হয়েছে?"

"ওদের শিক্ষার জন্য আমি আমার সাধ্যের অতিরিক্ত চেষ্টা করেছি বাবা! আর সে চেষ্টা আমার সফলও হয়েছে বোধ হয়।"

"শুনে সুখী হলুম। কিন্তু তুমি যে বিয়ে করেছ, তোমার যে দুটী মেয়ে হয়েছে, তাতো আমাকে কোনও দিন জানতে দাওনি প্রণব!"

প্রণব উদাস ক্লিষ্ট স্বরে বলিলেন, "জানিয়ে কি হ'ত বাবা! তোমার জন্ম অপরাধী সন্তানের এতগুলি গুরুতর অপরাধ তুমি কি ক্ষমা করতে পারতে?"

অনুতপ্ত ওঙ্কারনাথ একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সবিষাদে কহিলেন, "অপরাধ তো তোমার একার হয়নি বাবা! আমারও হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় একথা আগে বুঝিনি, তখন বাপ্ ব্যাটা দু'জনেরই রক্ত গরম ছিল কি না!"

"যাক্, ওসব কথা ছেড়ে দাও, যা হয়ে গেছে, তার জন্যে আর বৃথা অনুশোচনা করে কি হবে? এখন আমার মেয়ে দুটীর ভার তোমাকেই নিতে হবে বাবা!—ওরা তো নির্দ্দোষী।"

"অবশ্য, আমারই বা আর সংসারে কে আছে প্রণব? মেয়ে দুটী অবিবাহিত বলে বোধ হয়, বড়টীর কোথাও সম্বন্ধ টম্বন্ধ হয়েছে না কি?"

"না, কে করবে?—ছন্নছাড়া জীবনের শেষ করে এই তো সবে ওদের দুটীকে নিয়ে সংসার পেতেছিলুম।"

"ওদের মা—"

"মা নেই।"

"আহা! বড় দুঃখের বিষয় তো! বউমা কদ্দিন মারা গেছেন?"

"মারা গেছে কি? আঃ! তার মৃত্যুসংবাদ পেলে আমি যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারতুম!"

প্রণবনাথের বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া একটা সুগভীর নিশ্বাস উত্থিত হইল। ওঙ্কারনাথের ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা অনুমানে

বুঝিয়া লইয়া তিনি পুত্রের মুখপানে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ে কি তুমি যথার্থ ই করেছিলে প্রণব ?"

প্রণবনাথ আহতচিত্তে ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি আমাকে যতটা অপরাধী মনে করছ, বাস্তবিক আমি তা নই বাবা !"

"মেয়েরা তাদের মার কথা কি জানে ?"

"না, ওরা তখন নেহাৎ শিশু, শৈশবে মাতৃহীনা ওরা শুধু এইটুকু জানে, তাছাড়া আর কিছু—"

একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া ওঙ্কারনাথ বলিলেন, "যাক্ তবু ভাল !—আর কিছু ওদের জেনেও কাজ নেই। এ সব কেলেঙ্কারীর কথা যতদূর পারা যায় চেপে রাখাই উচিত। আহা ! ওরা নিষ্পাপ নির্দোষী।"

"হাঁ মেয়েদুটী তাদের বাপ মার ধাতে মোটেই যায়নি,—কি ভাগ্যি !"

পরম আশ্বাস ভরে পিতার করুণাসিঞ্চিত মুখের পানে চাহিয়া প্রণবনাথ সাগ্রহে বলিলেন, "তা হলে আমার মেয়েদুটীর ভার তুমি গ্রহণ করলে তো বাবা ? তাদের ওপর তোমার আর কোনই রাগ বিরাগ নেই তো ?"

সেই সময় সাধনা ভেজান দুয়ার ঠেলিয়া ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া বলিল, "এখন কেমন আছ বাবা ?"

"একটু ভালো।"

"তাই বুঝি সেই অবধি ক্রমাগত বক্‌ছ ?"

কন্যার দিকে মমতা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রণব মৃদুহাস্যে কহিলেন, "আমার মা'টিকে দেখেছেন বাবা ?"

"দেখেছি, মেয়েটি ভারি লক্ষ্মী।"

সাধনা লজ্জিত হইয়া মৃদু অনুযোগের সুরে বলিল, "অনেকক্ষণ কথা কয়েছ বাবা ! আর না, বাকিটা ওবেলার জন্যে রেখে দাও।"

প্রণব হাসিয়া বলিলেন, "এইরে! আমার মাঠাকরুণের শাসন আরম্ভ হয়ে গেল—আচ্ছা বেশ! আমি চুপ করলুম। এখন তোমাদের দাদামশাইয়ের স্নান আহারের বন্দোবস্ত করে দাওগে, বেলা ঢের হয়েছে, ওঠ বাবা—যদিও এ গরীবের ঘরে তোমার উপযুক্ত -

ওঙ্কারনাথ বাধা দিয়া সদুঃখে বলিলেন, "আর কেন লজ্জা দাও বাবা? আমি ডাক্তারদের মত জেনে তোমাকে শীগগির নন্দনপুরে, তোমার নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চাই; কাল বোধ হয় আমার মোটর এসে পৌঁছুবে।"

অতঃপর পিতাকে ঔষধ পথ্য সেবন করাইয়া সাধনা পিতামহকে স্নানাহারের জন্য কক্ষান্তরে লইয়া গেল।

পাঁচ

প্রণবনাথ প্রভূত বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত পিতার একমাত্র বংশধর হইয়াও যে স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন কিরূপে, তাহার একটা গোপন ইতিহাস আছে।

প্রণবের মাতা অসামান্যা সুন্দরী ও গুণশালিনী রমণী ছিলেন। জমীদার ওঙ্কারনাথ স্ত্রীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। সেই রূপে গুণে লক্ষ্মীস্বরূপিণী প্রিয়তমা ভার্য্যা যখন তাঁহার প্রথম ফল সদ্যজাত ক্ষুদ্র শিশুটীকে উপহার দিয়াই প্রেমময় স্বামীর কাছে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন ওঙ্কারনাথের শোকবিমূঢ় সন্তাপিত চিত্ত, সেই নিরপ-রাধী নবাগন্তুকটীর প্রতি স্বতঃই বিরূপ বিমুখ হইয়া উঠিল। মাতৃহীন শিশুটীকে প্রিয়তমার মৃত্যুর একমাত্র হেতু মনে করিয়া তিনি অনেক-দিন তাহাকে ভালবাসিতে পারেন নাই।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে পিতার লুপ্তস্নেহ অধিকার করিয়া সেই উপেক্ষিত পুত্রই তাঁহার নয়নের মণি হইয়া উঠিল।

পূর্ণ যৌবনে পত্নী-বিয়োগ হইলেও আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ না করিয়া রাজা ওঙ্কারনাথ তাঁহার পিতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ মমতা সেই ক্ষুদ্র শিশুটীর উপর ন্যস্ত করিয়া পরম যত্ন চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাকে সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীর বংশধরের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ক্রমশঃ ফলবতী হইতেছিল, কিন্তু অশুভক্ষণে পুত্রকে উচ্চ শিক্ষিত করিবার জন্য তিনি কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন।

কলিকাতা মহানগরীর বিলাস বিভ্রম ও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত বিপুল প্রলোভন ধনী-নন্দন প্রণবনাথকে প্রলোভিত দিশেহারা করিয়া তুলিল।

আজ থিয়েটার, কাল বায়োস্কোপ, পরশ্ব গার্ডেন-পার্টি প্রভৃতি নিত্য নূতন আমোদস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া অপরিণত বুদ্ধি তরুণ

যুবক অবনতির দিকে দ্রুত নামিয়া চলিল। সবিশেষ বিবরণ পিতার কর্ণ-গোচর না হইলেও পুত্রের অসম্ভব অমিতব্যয়িতায় সন্দিহান হইয়া ওঙ্কারনাথ খরচের দিকে টান দিলেন। কিন্তু পুত্র তাহাতেও নিরস্ত হইল না।

মহাজনদের নিকট ধার কর্জ্জ করিয়া, হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া, সে তাহার বিলাস ব্যসনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

সকলেই জানিত, পিতার পর সেই নন্দনপুরের একমাত্র উত্তরাধিকারী, সেজন্য অর্থাভাবে কোনও কাজই আটকাইল না। পুত্রের অধঃপতনের কথা ওঙ্কারনাথ যখন জানিতে পারিলেন, তখন সে ধ্বংসের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। রুষ্ট পিতার নিষ্করুণ শাসন পীড়ন বিপথগামী পুত্রকে আর ফিরাইতে পারিল না। বরং সে কঠোর শাসনের ফল বিপরীত ও সাংঘাতিক হইয়া উঠিল।

প্রণবের জননী যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে, ঘটনা হয় ত অন্যরূপ দাঁড়াইত। নারীর স্নেহময় কোমল হস্ত দুটী কঠোর চিত্ত পুরুষের মধ্যে থাকিলে, ব্যাপার এমন সঙ্গীন হইয়া উঠিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা ছিল না।

পিতাপুত্র দুই জনেই ভয়ানক উদ্ধত-স্বভাব ও কঠিন হৃদয় ছিলেন। জিদ্ উভয়েরই সমান ছিল, সুতরাং কেহ কাহারও কাছে হীনতা স্বীকার করিল না। অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল পুত্রকে কিছুতেই আয়ত্ত করিতে না পারিয়া ওঙ্কারনাথ একদিন ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিলেন। অপমানিত রুষ্ট প্রণবনাথ সেইদিন দেশত্যাগী হইল। সেইদিন পিতা-পুত্রের ঘনিষ্ঠ স্নেহ সম্বন্ধ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

একমাত্র সন্তানের অন্তর্দ্ধানে প্রাণে বিষম আঘাত পাইলেও আভিজাত্য গর্ব্বে গর্ব্বিত পিতা তাঁহার সম্ভ্রান্ত পবিত্র বংশ কলঙ্কিত হইবার আশঙ্কায় নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের প্রথমে কোনই সন্ধান করিলেন না। যখন করিলেন, তখন আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

তাহার পর এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল সে কোথায় কি ভাবে জীবন কাটাইয়াছে, কেমন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়াছে,—এমন কি সে জীবিত কি মৃত, সে সংবাদও ওঙ্কারনাথ কোনও দিন জানিতে পারেন নাই।

প্রণবনাথ ভিতরে ভিতরে পিতার সকল সংবাদ রাখিলেও প্রকাশ্যে কখনও পত্রাদি ব্যবহার করেন নাই। আজ মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া পরমপূজ্য পিতার চরণে নিজ দুষ্কৃতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবার, এবং মেয়েদুটিকে তাহাদের বংশগৌরব ও প্রতিষ্ঠা দান করিবার অভিপ্রায়ে প্রণব উঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল।

স্বীয় অতিরিক্ত কঠোর আচরণে ক্ষুব্ধ অনুতপ্ত ওঙ্কারনাথ মনে করিয়াছিলেন, এবার তাঁহার স্বাধিকার বঞ্চিত দুর্ভাগ্য পীড়িত সন্তানকে আদর করিয়া গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। অন্ততঃ মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসটুকু তাহার নিজের ঘরেই পড়িবে, কিন্তু হতভাগ্য পিতার সে বাসনাও পূর্ণ হইল না। প্রণবের সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাহাকে স্থানান্তরিত করিতে চিকিৎসকেরা একবাক্যে নিষেধ করিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে হইল।

অপরাহ্নে শোভনা পিতামহের সহিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিল, এবং তাঁহার অসামান্য মান সম্ভ্রম ও অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদের কথা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল।

সেই সময়ে নিখিল আসিয়া ডাকিল "শোভনা!"

শোভনা আজ সকাল হইতেই নিখিলের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল, এখন তাহার সাড়া পাইয়াই সে তাড়াতাড়ি এগাইয়া গেল। নিখিল বলিল, "আজ একটা জরুরী কাজে ওবেলা আসতে পারিনি শোভনা! তোমার বাবা এখন কেমন আছেন?"

"ভাল নেই, রাত্রে তাঁর অবস্থাটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এখন একটু সামলেছেন।"

নিখিল অদূরবর্ত্তী ওঙ্কারনাথের দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া সবিস্ময়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "ও ভদ্রলোকটী কে শোভনা? ওঁকে তো কখনো দেখিনি।"

"উনি রাজা ওঙ্কারনাথ দত্ত।"

"রাজা ওঙ্কারনাথ—নামটা যেন শুনেছি মনে হচ্ছে। উনি নন্দনপুরের জমীদার না?"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।"

"উনি এখানে কি করতে এসেছেন?"

"রাজা ওঙ্কারনাথ যে আমাদের পিতামহ," বলিয়া শোভনা একটু গর্ব্বিত ভাবে কৌতুকের হাসি হাসিতে লাগিল।

কথাটা শুনিয়া নিখিলের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। ভবঘুরে প্রণবনাথের পিতা পরম ঐশ্বর্য্যবান স্বনামধন্য রাজা ওঙ্কারনাথ বাহাদুর! এ যে কল্পনার অতীত!

নিখিল তাড়াতাড়ি তাঁহার সমীপস্থ হইয়া সসম্মানে অভিবাদন করিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, "আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনার মত মহৎ ব্যক্তির দর্শন লাভ হ'ল। প্রণবনাথ কি আপনার—"

"আমার একমাত্র সন্তান।"

নিখিল ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিল, "বড়ই দুঃখের বিষয়, আপনার একমাত্র সন্তান আজ এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়। তাহলে এখন আপনি ওর জন্যে কি করবেন?"

বিষাদ গম্ভীর মুখে ওঙ্কারনাথ বলিলেন, "ওর জন্যে আর আমার কিছুই করবার নেই, ও নিজের পথ নিজেই পরিষ্কার করে রেখেছে! তবে ঐ নাতনী দুটী—"

"হ্যাঁ, এখনতো ওরাই আপনার—

একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির কাছে ঘরোয়া কথা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ওঙ্কারনাথ তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ আনিয়া বলিলেন, "আপনার নাম?"

"আমার নাম নিখিলেশ রায়। আপনার পুত্র আমার বিশিষ্ট বন্ধু।"

"হুঁ।"

ওঙ্কারনাথ আরও কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, সেই সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, "ডাক্তার এসেছেন, তাই বড়দিদিমণি রাজাবাহাদুরকে ডাকছেন।"

ওঙ্কারনাথ দৃষ্টির অন্তরাল হইবামাত্র নিখিলেশ উল্লসিত চিত্তে হর্ষোৎফুল্লবদনে কহিল, "শোভনা! তোমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন,—এমন পিতামহ সংসারে কজন লোকের ভাগ্যে ঘটে?"

"শোন" শোভনা কুরঙ্গিনীর মত চঞ্চল চরণে নিখিলের হাত ধরিয়া অপেক্ষাকৃত নিভৃত স্থানে লইয়া গেল। তাহার পর চাপা গলায় পুলক চঞ্চল স্বরে বলিল, "শুনেছ নিখিল! আমাদের ঠাকুরদাদা কত বড় মস্ত লোক? তাঁর ধন দৌলত আর হীরে জহরতের কথা আমার যেন আরব্য রজনীর গল্পের মতই আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে। তোমাকে সে সব কথা বলবার জন্যে আমি কখন থেকে ছটফট করছি, তা তোমার আর সময় হয় না!"

নিখিলের চক্ষু দুটী অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শোভনার বিস্ময়ানন্দে উৎফুল্ল সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া নিখিল হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাহলে এখন তোমাদের নাগাল আর পায় কে শোভনা? সে সব ধন দৌলতের এখন তোমরাই তো অধিকারিণী হবে। আমি তোমাদের এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দন করছি।"

"কিন্তু অভিনন্দনটা প্রথমে দিদিকেই করা উচিত।"

"কেন বল দেখি?"

"কেন না দিদি বড়, আর ঠাকুরদা বলছিলেন, আমাদের বংশের নিয়ম মত তাঁর পরে দিদিই নন্দনপুরের মালিক হবে, দিদিকে যে বিয়ে করবে সে হবে রাজা!" বলিতে বলিতে সরলা শোভনা ক্ষুদ্র বালিকার মত কৌতুকানন্দে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু নিখিলের দিকে চাহিয়া তাহার মুখের হাসি নিমেষে মিলাইয়া গেল। নিখিলের মুখখানা তখন যেন ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ একটা উচ্চ স্থান হইতে নীচে পড়িয়া গেলে মানুষের যে অবস্থা হয়, নিখিলের তখনকার অবস্থা অনেকটা সেই রকম। শোভনা সবিস্ময়ে বলিল, "তোমার কি হয়েছে নিখিল? হঠাৎ এমন হয়ে গেলে কেন?"

ছয়

নিখিল তাহার বাঞ্ছিতা মনোহারিণী রূপসী শোভনার সেই সাক্ষাৎ ধনকুবের সদৃশ পিতামহের পরিচয় পাইয়া সুন্দরী রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্বলাভের সম্ভাবনায় আশাতীত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, সে আশায় বড় শীঘ্র নিরাশ হইতে হইল। আশাভঙ্গজনিত বেদনা তাহার স্বপ্নমুগ্ধ অন্তরে অতর্কিতে বড় বিষম বাজিল।

কিন্তু শোভনার সাক্ষাতে সে মনের চাঞ্চল্য গোপন করিয়া শুষ্কহাস্যে কহিল, "আমার আর কি হবে? কিন্তু কথাটা কি সত্যি শোভনা?"

"কি কথা?"

"এই তোমার দিদির নন্দনপুর ষ্টেটের মালিক হওয়া—"

"সত্যি না তো কি? দাদামশায় নাকি ভারি শক্তলোক, তাঁর ধরাবাঁধা নিয়মের একচুল এদিক ওদিক হবার জো নেই।"

"কিন্তু তোমার বাবা তোমার দিক থেকে ওঁকে কিছু বলবেন না কি? উত্তরাধিকার তোমাদের দুই বোনেরই সমান রয়েছে যে।"

শোভনা মাথা নাড়িয়া বিষণ্ণমুখে বলিল, "সে আশা নেই, বল্লুম তো ঠাকুরদাদা ভারি কড়া লোক, আর বাবা যে আমার জন্যে কিছু বলবেন তা তো বোধ হয় না।"

নিখিল ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার আশাহত অপ্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া শোভনা সাগ্রহে বলিল, "এর জন্যে তুমি এত দুঃখিত হচ্ছ কেন নিখিল? দাদামশাই আমাকে তাঁর জমীদারির ভাগ নাই বা দিলেন, আমার তো সেজন্যে একটুও আপশোষ হচ্ছে না, দিদি তো আমার পর নয়?"

নিখিলেশ কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া সহানুভূতি ভরা কোমল কণ্ঠে বলিল, "আমার এ দুঃখ শুধু তোমারই জন্যে শোভনা! ভগবান্ তোমাকে

যা রূপ দিয়েছেন, তা রাজরানীরই উপযুক্ত! ঘটনাক্রমে সে সুযোগ যখন আপনা হতেই এসেছে, তখন তুমি বঞ্চিত হবে কেন? এ যে তোমার ওপর কত বড় অবিচার করা হচ্ছে, তা বুঝতে পারছ না শোভনা?"

শোভনা অবজ্ঞাভরে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমি ওসব কিছু চাই না নিখিল! আমি যেমন আছি তেমনই থাক্‌ব, কিন্তু তুমি কি আমাকে গরীব বলে আর ভালবাসবে না?"

মনের আবেগে গোপন অন্তরভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া তরুণী পুষ্পভারনম্র লতার মত লজ্জায় অধোমুখী হইল। নিখিল ব্যথিত ভাবে কহিল, "সেকি কথা শোভনা! তুমি কি আমাকে এতদূর নীচ অর্থপিশাচ মনে করো? আমি কি অর্থের প্রত্যাশায় তোমাকে ভালবেসেছিলুম? না, না, তোমার ঐ ভুবনমোহনরূপ! ওর কাছে যে শত সাম্রাজ্যও তুচ্ছ মনে হয়? তুমি যে আমার সৌন্দর্য্যের রাণী, প্রেমের নির্ঝরিণী শোভনা!"

নিখিলের সেই প্রেমাপ্লুত সোহাগ বচনে শোভনার মনের ব্যথা ও সংশয় নিঃশেষে কাটিয়া গেল। সে মিনতি কোমল কণ্ঠে কহিল, "তুমি আমাকে ক্ষমা করো নিখিল! আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম। কিন্তু দাদামশাই যদি আমাদের এখন সেখানেই নিয়ে যান, তা হলে কি হবে বল দেখি? দিদিকে একবার বলব?"

"সেখানে যাবার আগেই আমাদের বিয়েটা পাকাপাকি করে ফেলতে হবে। কিন্তু সাধনাকে এখন একথা বলবার দরকার নেই, একেবারে সব ঠিক ঠাক হয়ে গেলে তারপর—"

অদূরে সাধনাকে আসিতে দেখিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা তখনকার মত স্থগিত রাখিতে হইল।

সাধনা কাছে আসিয়া বলিল, "এই যে নিখিল! ক'খন এলে?"

"অল্পক্ষণ, কর্ত্তা এখন কেমন আছেন?"

সাধনা শুষ্কমুখে বলিল, "রাত্রের চেয়ে এখন একটু ভাল বোধ করছেন, কিন্তু দুর্ব্বলতা ভয়ানক, সেই জন্যে ডাক্তার ভয় পাচ্ছেন। শোভনা! বাবার কাছে গিয়ে একটু বোস তো বোন্।—আমি ওষুধগুলো এইবেলা আনিয়ে রাখি। তুমি আমাদের ঠাকুরদাদা মশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করবে নিখিল?"

শোভনা বলিল, "আলাপ পরিচয় আগেই হয়ে গেছে, এই তো এখনি উনি দাদামশাইয়ের সঙ্গেই কথা কইছিলেন।"

নিখিল অগত্যা বিদায় গ্রহণ করিয়া বলিল, "তা হলে তোমরা এখন ব্যস্ত আছ দেখছি, পারি তো কাল সকালেই আস্‌ব।"

নির্জ্জন কক্ষে পিতাপুত্রে কথোপকথন হইতেছিল। প্রণবনাথ এখন একেবারেই শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন, হার্টের অবস্থাও বিপজ্জনক। ডাক্তার বলিয়াছেন রোগীর যে কোনও সময় প্রাণবিয়োগ ঘটিতে পারে। কিন্তু পীড়িতের মুখে চক্ষে অবসাদের চিহ্নমাত্র ছিল না। বরং অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশ একটু প্রফুল্লভাবেই তিনি পিতার সহিত গল্প করিতেছিলেন, ছেলেমানুষের মত তাঁহাকে কতই প্রশ্ন করিতেছিলেন দেখিয়া ওঙ্কারনাথের হতাশমনে যেন একটু আশার সঞ্চার হইতেছিল। কিন্তু তিনি জানিতেন না এ পরিবর্ত্তনটুকু দীপ নিভিবার পূর্ব্বলক্ষণ মাত্র!

কথা কহিতে কহিতে একসময় পার্শ্বোপবিষ্ট পিতার দিকে করুণ-নয়নে চাহিয়া প্রণবনাথ বলিলেন, "আমাকে তুমি চিরদিনই ঘৃণা করেছ বাবা। কিন্তু এখন আমার স্মৃতিকেও কি ঘৃণা করবে?"

সে কথায় সে স্বরে যেন বৃদ্ধ ওঙ্কারনাথের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। তিনি উদ্বেলিত চিত্ত কষ্টে সংযত রাখিয়া বলিলেন, "এখন ওসব কথা মনে করে' তুমি আর কেন কষ্ট পাও প্রণব? ঘৃণা আমি তোমাকে কখনও করিনি, তবে মনে বড় দুঃখ হয়েছিল বটে, সেটা

হওয়াই স্বাভাবিক, তুমি যে আমার বড় আশার ধন ছিলে প্রণব!” বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হইয়া আসিল। রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া তিনি আবার বলিলেন, “আমি তোমাকে তোমার অধিকার ফিরিয়ে দিতেই এসেছিলুম, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। আর কিছুদিন আগে তোমার ঠিকানা আমাকে কেন জানালে না প্রণব? তাহলে তো আজ আমাকে এ দৃশ্য দেখতে হ'ত না!”

“এ কুলাঙ্গার সন্তানের জন্যও তোমার মনে দুঃখ হচ্ছে বাবা! তাহলে দেখছি আমার অন্তিমকালটা নেহাত অসুখের হবে না!”

“ওকি কথা বলছ প্রণব! আমারই যে আগে যাবার কথা!”

“না না, তা হবে না, আমাদের বাপ ব্যাটার ঝগড়ার জিতটা যে আমারি হওয়া চাই!” বলিয়া পিতার দিকে চাহিয়া প্রণব বালকের মত হাসিতে লাগিলেন।

ওঙ্কারনাথের বিষাদ স্তম্ভিত গম্ভীরমূর্ত্তি শ্রাবণের বারিগর্ভ জলদের মত অন্ধকার থম্‌থমে হইয়া উঠিল। তিনি বেদনার্ত্ত ব্যাকুল চিত্তে, করুণার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, “আমাদের দুজনেরি বিষম ভুল হয়েছিল প্রণব! এমনটা হ'ত না, যদি তোমার মা বেঁচে থাক্‌তেন!”

বহুদিন পরে পরলোকগতা সহধর্ম্মিনীর উদ্দেশে ওঙ্কারনাথ একটা ব্যথিত আকুল নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অনুতপ্ত পিতার ক্রোড়ের উপর হাত দুখানি রাখিয়া প্রণবনাথ উদ্বেলিত মমতায় বলিলেন, “আজ যা মনে আসছে তাই বকে যাচ্ছি বাবা! তোমার পাগল ছেলের কথায় রাগ করো না তুমি। আর তো বেশীক্ষণ বকতে পাব না! আমার অসুখের খবর তোমাকে অনেক আগেই দিতুম, কিন্তু এক তো সন্তানের কর্ত্তব্য কাজ কিছুই করতে পারিনি, তোমাকে শুধু দুঃখই দিয়েছি, তার ওপর আমাদের পবিত্র উচ্চকুলের অমলিন যশটুকু আর কলঙ্কিত করতে প্রবৃত্তি হ'ল না, তাই একেবারে নিজেকে ধ্বংস করেই তোমাকে ডাকলুম।”

নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া ওঙ্কারনাথ কিছুক্ষণ আর কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তুমি যে একেবারেই হতাশ হয়ে পড়লে প্রণব? লোকে কত কঠিন দুরারোগ্য রোগ থেকে বেঁচে ওঠে—"

"নাঃ বেঁচে আর কাজ নেই!—আমার জীবনে বড় ঘৃণা ধরে গেছে বাবা!—জীবন সংগ্রামে আমি ক্ষত বিক্ষত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি,—এখন চাই শুধু শান্তি চির বিশ্রাম!"

দুর্ব্বল প্রণবনাথ আর যেন কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। গভীর ক্লান্তিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর মৃদু হইয়া আসিতেছিল। ওঙ্কারনাথ তাড়াতাড়ি উত্তেজক ঔষধটা এক দাগ সেবন করাইয়া বলিলেন, "অনেকক্ষণ কথা কয়েছ প্রণব, এইবার একটু বিশ্রাম করো।"

ঔষধের গুণে রোগীর নিস্তেজ শরীরে পুনরায় একটু শক্তির সঞ্চার হইল। অবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রণব কহিলেন, "আর সময় নেই বাবা! বিশ্রাম সেই একেবারেই করা যাবে।"

তাহার পর একটুখানি থামিয়া বলিলেন, "বাবা! তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, এই বেলা বলে রাখি।"

"বল না বাবা! তোমার যা বলবার আছে আর কিছুই গোপন রেখো না তুমি!"

"বলছিলুম, আমার এই বাড়ীখানি আর ব্যাঙ্কে যৎসামান্য যা সঞ্চিত আছে, সমস্তই আমার বড় মেয়ে সাধনাকে দিয়ে যাই, তোমাকে এখন সেই রকম ব্যবস্থা করতে হবে।"

"সাধনার জন্যে তোমার চিন্তা কি প্রণব! আমার অতবড় জমীদারি তো আমার পরে তারই হবে, তোমার যা দেবার বরং ছোট মেয়েটিকে দিতে পারো।"

"না না, তা আমি পারব না!" প্রণবনাথ সহসা উত্তেজিত হইয়া অধীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমার এতদিনের, কষ্টার্জ্জিত অর্থ, তা সদ্ অসৎ যে উপায়েই উপার্জ্জন করা হ'ক, আমি প্রাণ ধরে শোভনাকে দিতে পারব না, তাতে আমার আত্মা কখনই সুখী হবে না বাবা!"

ওঙ্কারনাথ যেমন বিস্মিত তেমনি ক্ষুব্ধ হইলেন। শোভনার মত মেয়ের উপর প্রণবের এ বিরাগ কেন? পীড়িত পুত্রের সন্তোষার্থ তিনি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন, "বেশ, তাই হবে। তুমি বড় মেয়েটীকেই বুঝি ভালবাসো প্রণব? কিন্তু ছোটটী—আহা! অমন ফুটফুটে পদ্মফুলের মত মেয়ে দেখলে দুচোখ জুড়িয়ে যায়,—"

সেই সময়ে শোভনা আসিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন একটু দুধ খাবে বাবা?"

প্রণবনাথ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "নাঃ। আর একটু পরে।"

শোভনা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিতভাবে আসিয়া পিতামহের চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইল।

ওঙ্কারনাথ প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া স্নেহ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "বসো না দিদি! দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

শোভনাকে দেখিয়া পর্য্যন্তই ওঙ্কারনাথের মনে আক্ষেপ হইতেছিল এই মেয়েটি বড় হইল না কেন? বিধাতা রাণী হইবার যোগ্য রূপ দিয়াই যে মেয়েটীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া প্রশংসার স্বরে বলিলেন, "এ মেয়েটী তোমার কিন্তু খাসা প্রণব—ভারি সুন্দর! দেখলেও মনে আহ্লাদ হয়।"

প্রণবনাথ শোভনার দিকে একবার চাহিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ, ও দেখতে ঠিক ওর মা'র মতই হয়েছে। সাধনা কোথায় শোভনা?"

"রান্নাঘরে, তাকে ডেকে দেব ?"

"হ্যাঁ।"

শোভনা চলিয়া গেলে ওঙ্কারনাথ পুত্রকে বলিলেন, "হ্যাঁ, ভাল কথা ঐ নিখিলেশ লোকটা কে প্রণব ? শুনলুম ও তোমার ভারি বন্ধু—"

"হ্যাঁ,—নিখিলের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় এরি মধ্যে হয়ে গেছে নাকি ?"

"আলাপ পরিচয় বিশেষ হয় নি, তবে তার সঙ্গে দু চারটে কথা হয়েছিল বটে। ও লোকটা কেমন !"

"মন্দ নয়, চলন সই গোছ, কিন্তু তার কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছ বাবা ?"

"ঠিক বলতে পারি না, তবে বোধ হয় সে তোমার শোভনাকে ভালবাসে।"

"ঠিক আন্দাজ করেছ বাবা, নিখিল শোভনাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু পাকা কথা আমি এখনও দিই নি।"

"কিন্তু তুমি কি ও লোকটাকে পছন্দ করো ?"

"নিখিলের আথিক অবস্থা খুব ভাল নয় বটে, তবে সাধারণ গৃহস্থ ঘরে যেমন হয়ে থাকে তার চেয়ে—"

"উহুঁ ! তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারছ না, ওর আর্থিক অবস্থা ভাল না হলেও ক্ষতি নেই, কারণ আমার পৌত্রী অর্থাভাবে কখনও কষ্ট পাবে না, তবে স্বভাব চরিত্র আর বংশ-

"স্বভাব চরিত্র একেবারে অনিন্দনীয় নয় অর্থাৎ দোষে গুণে মানুষ সচরাচর যেমন হয়ে থাকে সেই রকম, আর ওর বংশ পরিচয় আমার বিশেষ কিছু জানা নেই।"

ওঙ্কারনাথ চিন্তিত ভাবে কহিলেন, "তবেই তো গোল—তোমার শোভনার মত মেয়ের উপযুক্ত পাত্র তো ও নয় প্রণব !"

সাধনা ঔষধ লইয়া ঘরে ঢুকিল। শিশি দুটী টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সে পিতার কাছে অকুণ্ঠিত ভাবে আসিয়া তাঁহার ললাটে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "এখন জ্বরটা তো কম আছে, না বাবা?"

"হ্যাঁ মা! কিন্তু দুর্ব্বলতা ভয়ানক, একেবারে নড়ন চড়ন শক্তি হীন করে ফেলেছে।"

"আহা! তাতো হবেই, কালকের ধকলটা কি কম গিয়েছে? কিন্তু আজ তোমার বাবাকে ছেড়ে তুমি যে একদণ্ড বিশ্রাম দিচ্ছ না, সমানেই দেখছি গল্প করছ! দুর্ব্বল শরীরে অত বেশী উত্তেজনা তো ভাল নয়।"

প্রণবনাথ কন্যার অনুযোগে একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আর যে বলবার কইবার সময় পাব না মা! আজ কতকাল পরে বাবাকে কাছে পেয়েছি, পঁচিশ বছর কম সময় নয়!"

সাধনা ওঙ্কারনাথের দিকে চাহিয়া কাতর ভাবে কহিল, "আপনি বাবাকে বারণ করুণ না দাদামশাই! এবার অসুখ করে পর্য্যন্তই ঐ এক বুলি ধরেছেন!"

সাধনার ব্যথাভরা ব্যাকুল মুখখানি দেখিয়া বৃদ্ধ ওঙ্কারনাথের কঠোর চিত্ত মমতায় ভরিয়া উঠিল। আহা! দিব্য মেয়েটী। কেমন স্নেহশীল শান্ত মধুর প্রকৃতি! কেমন সংযত মিষ্ট কথাগুলি! মূর্ত্তিমতী শান্তিময়ী সন্ধ্যার মত তরুণী সাধনার যৌবন পুষ্পিত তনুখানি বেড়িয়া যে অচঞ্চল মধুর কমনীয়তা বিরাজ করিতেছিল, তাহা বাস্তবিকই নয়নানন্দ-দায়ক। তবে, শোভনার বিমোহন উজ্জ্বল রূপের কাছে সাধনার সে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য যেন চন্দ্রমার কাছে নক্ষত্রের মত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িত।

ওঙ্কারনাথ সাধনার পিঠের উপর হাত রাখিয়া মমতার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার বাবা যে বড় দুষ্টু দিদি! আমার সঙ্গে চিরটী দিন

শত্রুতা করেও আশ মেটেনি, তাই আবার এই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেবার যোগাড় করেছে।”

ওঙ্কারনাথ আর কিছু বলিতে পারিলেন না। অদমনীয় চিন্তাবেগ ও সুগভীর ব্যথার উচ্ছ্বাস যেন তাঁহার কণ্ঠস্বর রোধ করিয়া দিল।

সে রাত্রে রোগীর অবস্থা আরও ভয়ানক হইয়া উঠিল। একটা অবিচ্ছিন্ন তন্দ্রার ভাব প্রণবনাথকে সর্ব্বক্ষণ আবিষ্ট অচেতন করিয়া রাখিল। হার্ট ও নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার আর আশা দিতে পারিলেন না।

রজনীর তৃতীয় যাম অতীত প্রায়। নিঃশব্দ নিস্তব্ধ কক্ষের সবুজ ‘শেড’ দেওয়া আলোটা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। ওঙ্কারনাথ মুমূর্ষু পুত্রের পার্শ্বে নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন। ডাক্তার উদ্বিগ্ন মুখে ক্ষণে ক্ষণে রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিতেছিলেন। শোভনাকে শয়ন করিতে পাঠাইয়া সাধনা পিতার শিয়রে বসিয়া তাঁহার ক্রমশঃ নীলায়মান মরণাহত বিবর্ণ মুখখানির পানে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিল। সকলেই নীরব নিস্তব্ধ। রোগীর অস্বাভাবিক দ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাসের মৃদু ধ্বনি ভিন্ন সেখানে আর কোন শব্দই ছিল না।

হঠাৎ এক সময় সেই মোহাচ্ছন্ন ভাব হইতে জাগিয়া উঠিয়া প্রণবনাথ চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। তাঁহার ব্যাকুল দৃষ্টি সাধনার উপর স্থাপিত হইতেই ক্ষীণ মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা ?—বাবা কোথায় ?”

ওঙ্কারনাথ আরও কাছে সরিয়া আসিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, “প্রণব ! এই যে আমি তোমার কাছেই বসে আছি বাবা !”

প্রণবনাথ তাঁহার অবসন্ন শিথিল করে পিতার বাহুধারণ করিয়া মিনতি করুণ কম্পিত স্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, “বাবা ! তবে যাই !—অপরাধী সন্তানকে ক্ষমা—আঃ ! সাধনা—”

আর কথা ফুটিল না। একটা অবিরাম ঘড় ঘড় শব্দ উঠিয়া সে কণ্ঠ চিরতরে রোধ করিয়া দিল। পিতার মুখের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া সাধনা যখন আর্ত্তস্বরে ডাকিল, "বাবা!—বাবা!" তখন প্রণবনাথের অসুখী আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া কি জানি কোন্ অদৃশ্যলোকে উধাও হইয়া গিয়াছে!

কাতরা সাধনা "আমাকে ক'ার কাছে রেখে গে:ল বাবা!" বলিয়া মৃত পিতার পায়ের উপর অসহনীয় বেদনায় নিঃসাড়ে লুটাইয়া পড়িল। শোকস্তম্ভিত ওঙ্কারনাথ পাষাণে বুক বাঁধিয়া সেই পিতৃবিয়োগ বিধুরা মূর্চ্ছাতুরা তরুণীকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন।

সাত

নন্দনপুরের মহাধনবান্ সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীর একমাত্র বংশধর প্রণবনাথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্ষেপে অনাড়ম্বর ভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

পুরীতে নিখিল ও নিশীথ ভিন্ন প্রণবনাথের আর কেহই বিশেষ পরিচিত ছিল না। তাহারা দুই জনেই মৃতের শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতাকে ও কন্যাদ্বয়কে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে একে একে আগমন করিল।

ওঙ্কারনাথ নিশীথের সহিত অনিচ্ছায় দুই একটী বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিখিলের সঙ্গে দেখা না করিয়াই সময়াভাব বলিয়া বাহির হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। এই লোকটীকে তিনি কি জানি কেন প্রথম দর্শনেই সুদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই।

শোভনা তাহার প্রণয়াস্পদের এই অপমানে বিলক্ষণ দুঃখিত ও রুষ্ট হইল। সে সাধনাকে চুপি চুপি বলিল, "একি কাণ্ড দিদি! নিখিলকে বাবা এত ভালবাসতেন, আর দাদামশাই একবারটী দেখা না করেই বিদায় করে দিলেন!—এতে তাঁকে জেনে শুনে অপমান করা হ'ল না কি?"

সাধনা মুখ ফুটিয়া কিছু না বলিলেও মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। আজিকার এই ক্ষুদ্র ঘটনায় দুই ভগিনীরই মন তাহাদের নবলব্ধ আত্মীয়টীর প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল।

যথাসময়ে নন্দনপুর হইতে মোটর আসিয়া পঁহুছিল। ওঙ্কারনাথ সাধনা ও শোভনাকে বলিলেন, "তোমরা যাবার জন্যে প্রস্তুত হও। এখানকার জিনিস পত্র যা না নিলেই নয়, তাই লগেজে দিতে হবে, আমরা মোটরে যাব।"

শুনিয়া শোভনা চমকিয়া উঠিল। সে চকিত ত্রস্ত স্বরে বলিল, "সে কি?—এত শীগগির যাওয়া কেমন করে হবে?"

"না হবার তো কোনও কারণ নেই।"

"না না, এত শীগগির আমি তো যেতে পারব না!"

শোভনার সেই কথাগুলির মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছিল, যাহা বৃদ্ধ ওঙ্কারনাথকে বিস্মিত ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কেন পারবে না? ভগবান্ যখন তোমাদের এখানকার সম্পর্ক তুলেই দিলেন, তখন আর মিছে দেরি করবার দরকার কি?"

শোভনা ইতস্ততঃ করিয়া বাধ বাধ ভাবে কহিল, "দিনকতক এখানে থাকলে কি বিশেষ কোন ক্ষতি আছে?"

"বিলক্ষণ।"

বালিকার এই অবাধ্যতায় কঠোর প্রকৃতি ওঙ্কারনাথের স্বাভাবিক রুক্ষতা আবার ফিরিয়া আসিল। তিনি রুষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন "এখানে থাকবার তোমার দরকারটা কি তা শুনি?"

শোভনা উত্তর দিল না, সে নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তক্ষ্ণী-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া ওঙ্কার নাথ বিরক্তির সহিত বলিলেন, "বল!—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না,—আমার সময় বড় অল্প।"

শোভনা তথাপি নিরুত্তর। ওঙ্কারনাথ এবার অধৈর্য্য হইয়া রোষ তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তোমার আপত্তির কারণ কি তা আমি বুঝেছি! ঐ যে নিখিল ছোঁড়াটা—"

নিখিল সম্বন্ধে এই কুৎসিত ইঙ্গিতটুকু শোভনা চুপ করিয়া সহ্য করিতে পারিল না। "আপনি আমার পিতামহ পরম পূজ্য, কিন্তু তবু আমাকে এমন ভাবে অপমান করবার আপনার কোনও অধিকার নেই!" বলিতে বলিতে সে আরক্ত মুখে সেখান হইতে চলিয়া গেল। হতবুদ্ধি

বৃদ্ধ ওঙ্কারনাথ গমন-পরা শোভনার দিকে খানিক অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর জ্যেষ্ঠা পৌত্রী সাধনার দিকে ফিরিয়া অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসব তোমাদের কি কাণ্ড সাধনা? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ভগিনীর অশিষ্ট আচরণে লজ্জা পাইয়া সাধনা একটু কুণ্ঠার সহিত বলিল "শোভনার কথায় কিছু মনে করবেন না দাদামশাই! ও ভারি ছেলে মানুষ! তবে আমাদের যাওয়াটা এত তাড়াতাড়ি না হলেই যেন হ'ত। বাবার জন্যে আমাদের মনের এখন স্থিরতা নেই।"

সাধনার মিষ্ট বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হইয়া ওঙ্কারনাথ নরম হইয়া বলিলেন, "তা জানি, কিন্তু এখানে তোমরা দুটী বোনে থাকবে কা'র ভরসায় বল? আমি তো আর একটি দিনও দেরি করতে পারব না। সেখানে গিয়ে আমাকে সব বন্দোবস্ত করতে হবে,—হতভাগার শেষ কাজটা অন্ততঃ তার পদ আর মর্য্যাদার উপযুক্ত হওয়া চাই তো!" পুত্রের কথা মনে করিয়া ওঙ্কারনাথ চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

সাধনার চক্ষু দুটীও জলে ভরিয়া আসিল, কিন্তু সে বৃদ্ধের দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিল না। এই পাষাণচিত্ত লোকটীই যে তাহাদের পিতাকে স্বাধিকারে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার গৌরব দীপ্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কালিমাময় ও জীবন বিড়ম্বিত করিয়া দিয়াছিলেন, এ কথাটী মনে পড়িতেই সাধনার ব্যথিত চিত্ত পিতামহের প্রতি বিরাগে ভরিয়া উঠিল।

ওঙ্কারনাথ একটী ক্ষোভের নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তা ছাড়া তোমার সম্বন্ধেও একটা ব্যবস্থা আমাকে শীঘ্রই করতে হবে। আমারই বা জীবনের আর ভরসা কি? বয়স তো কম হয় নি। আমার পরে নন্দনপুর জমিদারির সমস্ত ভার তো তোমাকেই নিতে হবে।"

সাধনা বাধা দান করিয়া সসঙ্কোচে কহিল, "কিন্তু এত বড় দায়িত্বটা আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন কেন দাদামশাই! শোভনাও তো রয়েছে।"

মাথা নাড়িয়া ওঙ্কারনাথ বলিলেন, "উঁহু! সে হয় না—তুমি যে বড়, তাই আমাদের বংশের চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী আমার অবর্ত্তমানে আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির তুমিই একমাত্র অধিকারিণী। ভবিষ্যতে তোমার স্বামী দত্তবংশের রাজ উপাধি পাবেন।"

সাধনা লজ্জানত মুখে প্রশ্ন করিল, "কিন্তু আমি যদি বিবাহ না করি? তাহলে—"

"তাহলে তুমিই নন্দনপুরের রাণী হয়ে থাকবে, তুমি বর্ত্তমান থাকতে আমার জমিদারির আর কেউ মালিক হ'তে পারবে না।"

সাধনা চিন্তিত হইয়া উদ্বিগ্ন মুখে রহিল, "কিন্তু শুনেছি নন্দনপুর মস্ত বড় জমীদারী, সেখানে প্রভুত্ব করা কি আমার মত মেয়ের কাজ দাদামশাই!"

"আমাদের কুইন্ ভিক্টোরিয়াও তো একজন মেয়ে ছিলেন সাধনা! তোমার কোনও ভয় নেই; আমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক্ করে দেব। এখন তুমি শোভনাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হও, আর এখানে দেরি করবার দরকার নেই।"

সাধনা একটু সমস্যায় পড়িয়া গেল। পিতার মৃত্যুতে তাহার নিজের মনও প্রকৃতিস্থ ছিল না, তাহার উপর শোভনার আজিকার আচরণে সে স্পষ্ট বুঝিয়াছিল তাহাকে সম্মত করিতে হইলে এখন কিছু সময়ের দরকার। তাই সানুনয় বচনে মিনতির সুরে সে পিতামহকে বলিল, "আপনি দয়া করে অন্ততঃ আর এক সপ্তাহ আমাদের সময় দিন দাদামশাই, তার পর যেখানে যেতে বলবেন, সেইখানেই যাব।"

ওঙ্কারনাথ দেখিলেন এ মেয়ে দুটি সামান্য নহে, একজন বিনয় আর একজন রাগ অভিমান দিয়া নিজেদের জেদ বজায় রাখিতে চায়। ইহাদের কাছে জোর জবরদস্তি খাটিবে না। তাই অগত্যা সম্মতি দিয়া বলিলেন, "তবে তাই হ'ক, আপাততঃ আমি একলাই ফিরে যাই। তোমাদের কাছে চাকর আর ঝিকে দিন রাত রেখো আর দেখ—" সাধনার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ওঙ্কারনাথ গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "যে কদিন এখানে থাকো, তোমাদের খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে সাধনা! তোমরা বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা, যাতে আমাদের বংশ মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে আশা করি এমন কোনও আহাম্মকির কাজ তোমাদের দ্বারায় ঘটবে না।"

সাধনা পিতামহের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁহার গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ওঙ্কারনাথ বলিলেন, "আমি তোমাদের সংসর্গের কথা বলছিলাম ওর নাম কি? হ্যাঁ নিখিলেশ, ও লোকটার এবাড়ীতে যাওয়া আসা করা আমি একটুও পছন্দ করি না। তোমরা তো এখন যেসে লোক নও রাজা ওঙ্কারনাথের পৌত্রী! তাতে আবার বয়ঃস্থা, কুমারী। ওসব ইতর অভদ্র তো—"

সাধনা আহত কণ্ঠে কহিল, "এ ধারণা আপনার ভুল দাদামশাই! নিখিলেশ বড় ভদ্রলোক, আর বাবার উনি পরম বন্ধু ছিলেন।"

ওঙ্কারনাথ একটু খানি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন "তোমার বাবার বন্ধু বান্ধব যে কতদূর ভদ্র হতে পারে, তা তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশী জানি দিদি! তোমরা তার কিছুই জানো না। সংসর্গ ভাল হ'লে তা'র এমন দশাই বা হবে কেন?"

সাধনার এবার, ধৈর্য্যরক্ষা কঠিন হইয়া পড়িল। পিতা ও তাহাদের ভালবাসার পাত্র নিখিলের, অযথা নিন্দাবাদ শুনিয়া সে আরক্ত মুখে উত্তেজিত ভাবে কহিল, "আমাদের ভাল মন্দ বুঝবার বয়স যথেষ্ট

হয়েছে দাদামশাই, সেজন্তে আপনার ভাবিত হবার কোনও কারণ নেই।”

ওঙ্কারনাথ সাধনার ভাবভঙ্গী দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন, ইহারা দুই ভগিনীই ঐ ইতর লোকার প্রেমে মজিয়াছে নাকি? তাহা হইলেই তো সর্ব্বনাশ! নন্দনপুর ষ্টেট, দত্ত বংশের গৌরব যে সাধনার ভাবী স্বামীর হস্তে!

স্থির দৃষ্টিতে সাধনার মুখভাব লক্ষ্য করিতে করিতে তিনি আদেশের স্বরে কহিলেন, “তোমরা যে নাবালিকা নও, তা আমি জানি, কিন্তু এখন আমিই তোমাদের একমাত্র অভিভাবক, কাজেই আমার মতানুসারে চল্‌তে তোমরা এখন বাধ্য। আমি বল্‌ছি ওসব অভদ্র লোকের সঙ্গে মেলা মেশা করাটা তোমাদের আর কোনও মতেই উচিত নয়।

“কিন্তু আপনি এই মাত্র যাঁকে অভদ্র ইতর বল্লেন, তাঁর বিষয় কি জানেন?”

“বিশেষ কিছু জানি না বটে কিন্তু আমার এই বাহাত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতা তাকে ভাল বলতে দিচ্ছে না।”

প্রিয়তমা ভগিনীর ভবিষ্যত ভাবিয়া সাধনা ব্যথায় ম্রিয়মান হইয়া উঠিল। অতঃপর আর তর্ক বিতর্ক না করিয়া সে বিনীত ব্যাকুল স্বরে বলিল, “আপনার এ ভুল বিশ্বাস দাদামশাই! ভাল বলেই বাবা ও লোকটার সঙ্গে শোভনার বিয়ে দিতে সম্মত হয়েছিলেন, তাঁর অসুখ না হলে বোধ হয়, এদ্দিন সম্বন্ধ পাকা পাকি হয়ে যেত।”

ওঙ্কারনাথ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “তখন হ’তে পারত। কিন্তু এখন হবে না। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। তার ইচ্ছে অনিচ্ছে তা’র সঙ্গেই চলে গেছে, এখন আমি যা ভাল বিবেচনা করব, তাই হবে।”

সাধনা শঙ্কিতচিত্তে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু শোভনা যে নিখিলেশকে ভালবাসে দাদামশাই! আপনি জানেন না সে—"

"ও সব নভেলিআনা প্রেম, ভালবাসাবাসি আমি পছন্দ করি না সাধনা! নিখিল সর্ব্বাংশেই শোভনার অনুপযুক্ত পাত্র। আর ঐটুকু মেয়ে সে ভালবাসার জানে কি?"

সাধনা দেখিল এ বড় কঠিন ঠাঁই! এই দাদামশাই লোকটী বড় সামান্য নয়। তিনিই যখন তাহাদের অভিভাবক, তখন তাঁহার মতের বিরুদ্ধাচরণ করাও যুক্তি সঙ্গত নহে। সে আর কিছু বলিল না। পিতামহের উপদেশ অনুসারে চলিতেই সম্মত হইল।

দুই ভগিনীকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া রাজা ওঙ্কারনাথ অগত্যা একাই নন্দনপুরে যাওয়া সাব্যস্ত করিলেন। কথা রহিল, ঠিক পরের সপ্তাহে তিনি তাহাদের লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইবেন। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া তিনি বা'হর হইয়াছেন এমন সময় নিখিল দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। বলিল, "কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি? ওবেলা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না, সেজন্য আমি বড় দুঃখিত।"

এই আপদটার পুনরাবির্ভাবে ওঙ্কারনাথের মন বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। কিন্তু সাধনা ও শোভনা এখন এখানেই রহিয়াছে, তাই মনের বিরাগ কথায় প্রকাশ না করিয়া তিনি ভদ্রভাবেই উত্তর করিলেন, "বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে আজই নন্দনপুরে ফিরে যেতে হচ্ছে।"

"আজই? কিন্তু আপনার পৌত্রীরা—"

"তা'রা দু চার দিন বাদে যাবে।" আর অধিক কথাবার্ত্তা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ওঙ্কারনাথ মোটরের দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু নিখিল তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। বন্ধু প্রণবনাথের অকাল মৃত্যুর জন্য বিস্তর শোক প্রকাশ করিয়া সে নিজের কথা আরম্ভ করিল। বলিল "আপনার

সঙ্গে আর বোধ হয় আমার দেখা শোনা শীঘ্র হবে না, তাই এই বেলা আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।"

ওঙ্কারনাথ তাঁহার গতি স্থগিত করিয়া চশমা মণ্ডিত চক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিখিলের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "কি বলতে চাও, শীঘ্র বল, আমার আর অপেক্ষা করবার সময় নেই।"

"তাহলে ভূমিকা না করে আসল কথাটাই বলি, আপনি এখনও জানেন না বোধ হয় আপনার পৌত্রী শোভনা আমার বাগদত্তা তা'র সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ—"

"শুনেছি, কিন্তু তা এখন অসম্ভব!"

"কেন অসম্ভব? শোভনার পিতার যে এ বিবাহে সম্পূর্ণ মত ছিল।"

"তা থাক, কিন্তু এখন তো সে নেই; আমার মতেই এখন সব কাজ হবে। তখন শোভনা ছিল একজন সামান্য গৃহস্থের মেয়ে, আর এখন সে রাজা ওঙ্কারনাথের পৌত্রী! প্রভেদ যে কতখানি হয়ে গেছে, তা কি তুমি বুঝছ না বাপু!"

"কিন্তু শুনলুম সাধনা নন্দনপুরের ভাবী অধিকারিণী, আপনার জমীদারির সঙ্গে শোভনার কোনই সংশ্রব নেই; তবে—"

"তাহলেও সে সাধনার বোন তো? নন্দনপুরের রাণীর সহোদরার বিয়ে তো যে সে লোকের সঙ্গে হতে পারে না।"

নিখিল তখনও হাল ছাড়িল না, শেষ আশায় নির্ভর করিয়া সে মিনতির সহিত বলিল, "কিন্তু আপনি আমাকে শোভনার অনুপযুক্ত মনে করছেন যে কিসে সেটা জানতে পারলে—"

"সর্ব্বাংশে! তুমি বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাইছ।"

"আপনি আমার ওপর বড় অবিচার করছেন মশাই! আপনি জানেন না, আপনার পৌত্রী শোভনা আমাকে কত ভালবাসে—"

"ওঙ্কারনাথ ভ্রূকুটী কুটিল নেত্রে নিখিলের দিকে চাহিয়া তর্জ্জনস্বরে বলিলেন, "তুমি তো ভারি বেয়াদব দেখছি! আমার সামনে এসব কথা মুখে আনবার স্পর্দ্ধা তোমার হ'ল কেমন করে? তুমি জানো, আজ কার সঙ্গে কথা কইছ?"

নিখিল আমতা আমতা করিয়া পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু ওঙ্কারনাথ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া মোটরে উঠিলেন। তাহার পর নিখিলকে পুনরায় শাসাইয়া ইংরাজিতে বলিলেন, "তুমি ফের যদি কোনও দিন এসব কথা মুখে এনেছ, কি আমার অবর্ত্তমানে আমার নাতনীদের ফোস্‌লাতে এসেছ তাহলে আমি তোমাকে—" মোটরের ঘর ঘর্ বিকট শব্দে তাঁহার কথার শেষাংশটা আর শোনা গেল না। মোটর দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেই নিখিলেশ দাঁতে দাঁত ঘসিয়া আপনা আপনি বলিয়া উঠিল, "হুঁ! নিখিলেশ রায়কে তুমি এখনো চেনো নি, কিন্তু শীঘ্রই চিনবে!"

নিখিলেশ তাহার বাড়ী ফিরিবার পথে কিয়ৎদুর অগ্রসর হইয়া কি ভাবিয়া পুনরায় সাগর কুটিরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সাধনাদের ড্রয়িং রুমের কাছে আসিয়া সে দেখিতে পাইল সেখানে শোভনা নাই, শুধু সাধনা বসিয়া নিশীথের সহিত গল্প করিতেছে। নিখিল সেথায় আত্ম প্রকাশ না করিয়া শোভনার সন্ধানে গমন করিল।

শুক্লপক্ষের সন্ধ্যার নবোদিত তরুণ চন্দ্রালোকে শোভনা তাহাদের ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানে মাধবীকুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়াইয়া একাকিনী অন্যমনে কি ভাবিতেছিল। নিখিলকে দেখিবামাত্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আগ্রহভরে কহিল, "এসেছ? শুনলুম ওবেলাও তুমি এসেছিলে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে একবারটি দেখা করেও যেতে নেই কি? আমি সারাদিন তোমার অপেক্ষা করেছি।"

নিখিল বিমর্ষ ভাবে বলিল, "কি করি বল শোভনা! বাড়ীর কর্ত্তা যদি বাড়ীতেই না ঢুকতে দেন, তাহলে আর তোমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি কি করে?"

শোভনা একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক্ কি ভাগ্যি আমাদের ছেড়ে গেছেন! আমি তো মনে করেছিলুম কিছুতেই নিষ্কৃতি পাব না। বাবা! বুড়ো যেন একেবারে না-ছোড়্‌বান্দা!"

নিখিল শোভনার কথায় এত দুঃখেও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "বুড়োর ওপর তুমি তো ভারি চটে গেছ শোভনা!"

"চটেছি কি সাধে? আজ খামোখা তোমাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিলেন। একবারটী দেখা করলে কি তাঁর সম্মানের হানি হয়ে যেত?"

"শুধু সেই টুকুই নয় শোভনা তোমার পিতামহ আজ আমাকে যে রকম অপমান করেছেন তা আমি কেবল তোমার মুখ চেয়েই সহ্য করতে পেরেছি।"

শোভনা ব্যথিত হইয়া বলিল, "তাই নাকি? ছি ছি! এ ভারি অন্যায় তাঁর। লোকটা যে কি রকম বদ্ মেজাজ—"

"বড় লোকের কথাই স্বতন্ত্র, আমাদের কি ওঁরা মানুষ মনে করেন?"

"ছাই বড় লোক! যারা ভদ্রলোকের সম্মান রাখতে জানে না, তাদের আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।"

"কিন্তু তিনি যে তোমার পিতামহ, গুরুজন, তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা বলা তোমার যে উচিত হয় না শোভনা!"

"গুরুজন আমার মাথায় থাকুন" শোভনা তাহার শ্বেত পদ্ম কলির মত হাত দুখানি মাথায় ঠেকাইয়া সত্য সত্যই তাহার পিতামহকে উদ্দেশে নমস্কার করিল। তাহার পর বলিল "যাই বল নিখিল! ঐ ঠাকুর্দ্দাটিকে আমার একটুও ভাল লাগিনি। আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলুম, কি ভাগ্যি অল্পেই ছাড়ান্ পেয়ে গেছি!"

"কিন্তু আবার তো শীঘ্রই তোমাকে তাঁর কাছে যেতে হবে?"

শোভনা মাথা নাড়িয়া সবেগে কহিল, "না, কক্ষণো নয়।"

নিখিল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যাবে না? তবে কোথায় থাকবে?"

"এইখানে, এই বাড়ীতে—"

"কিন্তু তোমার দিদি তো যাবেন?"

"দিদিকে তো বাধ্য হবেই যেতে হবে, কারণ ভবিষ্যতে দাদামশাই-য়ের জমীদারির ভার তাঁর ওপর, কিন্তু আমার তো সে সব হাঙ্গাম নেই, তবে না গেলেই বা কা'র কি ক্ষতি?"

নিখিলেশ একটুখানি ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিল, "ক্ষতি তোমার! —আর কারও নয়। শোভনা! তুমি পাগল নইলে ভাগ্যোন্নতির এত বড় সুযোগ, যা মানুষ সারাজীবন কামনা করে পায় না, তা' তুমি হাতে পেয়ে পায়ে ঠেলছ; তোমার পিতামহ তো কম লোক নয়! তিনি বাস্তবিকই একজন রাজা। তাঁর এত বড় রাজ ঐশ্বর্য্য সম্মান প্রতিষ্ঠা—"

"ও সব আমি কিচ্ছু চাই না।"

শোভনা আবেগ কম্পিত গদ গদ কণ্ঠে কহিল, "ধন মান প্রতিষ্ঠা আমি যে কিছুই চাই না নিখিল! শুধু তুমি যদি আমাকে ভালবাসো, তুমি যদি আমাকে গ্রহণ করো—"

নিখিল শোভনার হাত ধরিয়া বলিল, "চল না শোভনা! চাঁদের আলোয় একটু বেড়িয়ে আসি, এ দিকটায় বেশ নিরিবিল আছে।"

শোভনা বলিল, "তাহলে দিদিকে বলে আসি।"

"কি দরকার! এইতো এখনি ফিরে আসছি। সাধনার কাছে নিশীথ বসে আছে।"

সমুদ্রের দিকের জ্যোৎস্নালোকিত নির্জ্জন পথ ধরিয়া দুইজনে চলিল। চলিতে চলিতে নিখিল বলিল, "আজ তোমাকে একটা বড় দুঃসংবাদ দেব শোভনা।"

শোভনা চমকিয়া উঠিয়া থামিয়া বলিল, "কি দুঃসংবাদ নিখিল! বল, শীগ্‌গির বল, আমার যে বড়ই ভয় হচ্ছে।"

"ভয়ের কোনও কারণ নেই; তবে কথাটা শুনে তোমার মনে বড় আঘাত লাগবে, কিন্তু না বলেও যে আর উপায় নেই।"

শোভনা অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "সে এমন কি কথা নিখিল? যাই হ'ক, তুমি বলে ফেলো, আমাকে আর সংশয়ে রেখো না।"

"কথাটা বড় গোপনীয়, আর একটু এগিয়ে চল, এদিকে যদি কেউ এসে পড়ে।" অনতিদূরে পথিপার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড পত্র বহুল বৃক্ষের তলে আসিয়া দুই জনে দাঁড়াইল। তারপর নিখিল বলিল, "আগে বল শোভনা। তুমি কি আমাকে সত্যই ভালবাসো?"

"তোমার মনে কি এখনো সন্দেহ আছে? আমার ভালবাসা যদি বুক চিরে দেখাবার হ'ত তা'হলে দেখাতুম, সেখানে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, কিন্তু আজ আবার এ প্রশ্ন তুললে কেন?"

নিখিল গম্ভীর মুখে দুঃখিত স্বরে কহিল, "কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, তোমার এ প্রেম তুমি অপাত্রে অর্পণ করেছ শোভনা! বোধ হয় এ জীবনে আমাদের মিলন অসম্ভব।"

শোভনা অধীর আগ্রহে নিখিলের কর ধারণ করিয়া ব্যথিত ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল "কেন? কেন? আজ তুমি এ সব কি কথা বলছ নিখিল? এই তো সেদিন বললে আমাদের বিয়েটা এরি মধ্যে পাকা পাকি করে ফেলতে চাও, তবে আবার—"

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিখিল সবিষাদে বলিল, "তা' আর হ'ল কই ? আজ যে তোমার দাদামশাই স্পষ্ট জবাব দিয়ে গেলেন—"

"কি বল্লেন তিনি ?"

"বল্লেন আমার মতন সামান্য লোক তাঁর নাতনীকে কামনা করে কোন্ দুঃসাহসে ? এ যে বামন হয়ে চাঁদ ধরবার সাধ—"

"ওঃ ! তাই বুঝি তুমি রাগ করেছ নিখিল ? দেখ্‌লে দাদামশায়ের কত বড় অন্যায় !"

"ন্যায় হ'ক আর অন্যায় হ'ক, তাঁর হুকুম মেনেই তোমাকে চলতে হবে, কারণ এখন তিনিই তোমাদের অভিভাবক।"

"তাতে বুঝলুম, কিন্তু অভিভাবক যদি আমার সুখ দুঃখ না বোঝেন, আমার সারাজীবনের সুখশান্তি—"

"না শোভনা ! তিনি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী, তোমার মঙ্গলের জন্যই তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন নি।"

"কিন্তু আমার মঙ্গলামঙ্গল আমি নিজেই বুঝতে পারি, তার জন্যে ত কারুর পরামর্শ আমি চাই না।"

"তুমি ছেলে মানুষ তাই এ কথা বলছ, ঐ বুড়োর মতে না চললে তোমার ভবিষ্যতে যে কতখানি ক্ষতি হবে, তা তোমার এখন ধারণাই হচ্ছে না শোভনা ! এমন করে তুমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না !"

শোভনা মুখ ভার করিয়া রাগতস্বরে বলিল, "আবার সেই কথা ! কতবার বলব—আমি তাঁ'র ধন দৌলত কিছুরই প্রত্যাশা রাখি না। আমি চাই শুধু তোমাকে, তোমার সঙ্গে গাছতলায় থাকতে পেলেও আমি যে রাজরাণীর চেয়ে সুখী হব নিখিল !"

নিখিলের ইচ্ছা হইতেছিল সেই প্রেমময়ী সৌন্দর্য্য প্রতিমাকে তখনই তাহার রূপ-পিপাসিত বাসনাতপ্ত বক্ষের মধ্যে টানিয়া লয়, কিন্তু বহু কষ্টে সেই উচ্ছ্বাসিত উদ্দাম লালসা সংযত রাখিয়া সে সহানুভূতি কোমল ব্যথিত

স্বরে বলিল, "তোমার নির্লোভ প্রকৃতির আমি প্রশংসা করি শোভনা! কিন্তু আমার নিজেরও তো একটা কর্ত্তব্য বোধ আছে? তোমার এমন রূপ, আর এত বড় উচ্চ বংশের মেয়ে তুমি, আমার সঙ্গে বিয়ে না হ'লে তুমি নিশ্চয়ই কোনও রাজা রাজড়ার ঘরণী হ'বে, তখন তোমার জীবন কত সুখে স্বচ্ছন্দে, কত গৌরবে সম্মানে কাটবে, তা' একবার মনে করে' দেখ দেখি? আমি তাহলে শুধু আত্মসুখ আত্মতৃপ্তির জন্তে তোমার সে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে কেন অন্তরায় হই শোভনা? আমার প্রেম তো এমন লঘু, এমন স্বার্থপর নয়!"

প্রেমমুগ্ধা সরলা শোভনা নিদারুণ দুঃখে অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া ব্যথা ভরা আর্দ্র কণ্ঠে কহিল, "তুমি আমাকে ভালবাস না,—কখনই ভালবাস না, তাহলে কি আজ এমন সব নিষ্ঠুর কথা মুখে আনতে পারতে?"

"কি করে' তোমার বিশ্বাস হবে শোভনা? তোমার এ দেবী মূর্ত্তিখানি যেদিন আমার প্রথম চক্ষে পড়িয়াছিল, সেইদিন সেই মুহূর্ত্ত থেকে আমি আমার প্রাণ মন হৃদয় সব সমর্পণ করে তোমাকে যে কি গভীর ভাবেই ভালবেসেছি, তা আজ কথায় প্রকাশ করবার শক্তি আমার নেই, তবে এ তুমি বেশ জেনো, আমি তোমাকে এখনো ভালবাসি, আর ভবিষ্যতে চিরদিন চিরজীবন ভালবাসব। ভক্ত যেমন তার ইষ্ট দেবতার পূজা করে, তেমনি করে আমি আজীবন-আমরণ তোমার পবিত্র স্মৃতির আরাধনা করব। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না শোভনা! তোমাকে এত ভালবাসি বলেই না আমি আমার জীবনের সকল সুখ সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার কাছ থেকে সরে যেতে চাইছি, আমার এ প্রেম যে নিষ্কাম নিঃস্বার্থ!" বলিতে বলিতে প্রবল আবেগোচ্ছ্বাসে নিখিলের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

প্রেমাস্পদের এই অতুলনীয় স্বার্থহীন অনুরাগ ও প্রেমময় মহৎ অন্তরের পরিচয় পাইয়া শোভনার মুগ্ধ কোমল নারী চিত্ত সুগভীর শ্রদ্ধায়, উচ্ছ্বসিত প্রেমে বাঞ্ছিতের চরণ তলে লুটাইয়া পড়িতে চাহিল। "তবে— তবে আমাকে কেন ত্যাগ করতে চাও তুমি?" বলিতে বলিতে নিখিলের হাত দু'খানি কোমল করপল্লবে গ্রহণ করিয়া প্রেম বিহ্বলা শোভনা, কাতর ভাবে সজল দীন নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

তখন তরু পল্লবের ফাঁক দিয়া এক ঝলক শুভ্র জ্যোৎস্না ধারা আসিয়া সেই আত্মহারা ব্যথিতা তরুণীর অশ্রু পরিপ্লুত সুন্দর মুখখানির উপর পড়িয়াছিল, প্রস্ফুট গোলাপের মত আরক্ত নিটোল গাল দুটীর উপর দুই বিন্দু স্বচ্ছ অশ্রু জ্যোৎস্নালোকে মুক্তার মত টল টল করিতেছিল। নিখিল দেখিল নীহার নিষিক্ত প্রস্ফুটিত পদ্মের মত সেই অশ্রুঝরা মুখখানি কি সুন্দর!—কি করুণ মর্ম্মস্পর্শী!

যে সুন্দর, সে সকল অবস্থাতেই সুন্দর। সুখে দুঃখে আনন্দে বিষাদে স্বভাব সুন্দরীর সৌন্দর্য্য চিরদিনই দর্শককে মুগ্ধ লুব্ধ করিতে পারে।

রূপসী শোভনার সেই অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ নিখিল আর কিছুতেই আত্ম সংবরণ করিতে পারিল না। সে একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। শুধু মাথার উপর চাঁদ হাসিতেছে। সাগরের ঘন নীল ধারা জ্যোৎস্না ভাসিত দিগন্তের কোলে যেন মিশিয়া গিয়াছে।

তখন মৃদু মন্দ মধুর সান্ধ্য সমীর গাছের পাতা কাঁপাইয়া ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, আর সেই বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল জ্যোৎস্না শিহরিত বারিধির প্রেমপুলক ভরা প্রাণের মধুর রাগিণী আর কেহ কোথাও নাই।

স্থান কাল সময় যেন নিখিলকে আত্মহারা বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। "আঃ! তুমি কি সুন্দর শোভনা!" বলিতে বলিতে নিখিল উন্মাদ আবেগে সেই প্রেম বিহ্বলা ব্যথিতা সুন্দরীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। তাহার অবাধ্য তৃষিত অধরোষ্ঠ শোভনার পুষ্পপুট তুল্য কোমল রক্তাধরে নিমেষে মিলিত হইল।

বিবশা শোভনার তখন যেন বাধা দিবার শক্তিটুকুও ছিল না। সেই অনাস্বাদিত উন্মাদনার সুখস্পর্শে রোমাঞ্চিত অবশা হইয়া সে তার ঈপ্সিতের প্রেমতপ্ত বক্ষে আশ্রয়হারা কোমল লতার মত নিঃশেষে আত্ম-সমর্পণ করিল।

সেই সময় দূরে যেন কাহার পদ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। নিখিল ত্রস্তে শোভনাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যথিত অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল, "মাপ করো শোভনা! আমার এ ক্ষণিকের দুর্ব্বলতাটুকু তুমি ক্ষমা করো। তোমার ভালবাসা—তোমার সৌন্দর্য্য আমাকে বাস্তবিক পাগল করে তুলেছে শোভনা! তাই সব জেনে শুনেও আজ এই অনধিকার—"

"তাহলে কি তোমার এই সঙ্কল্পই ঠিক? তুমি কি আমাকে সত্য সত্যই ত্যাগ করলে নিখিল? কিন্তু কি অপরাধে?" ব্যথাবিদ্ধ আহত কণ্ঠে কথাগুলি বলিয়া শোভনা রুদ্ধশ্বাসে আকুল নয়নে নিখিলের পানে চাহিয়া রহিল। যেন এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই তাহার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে!

নিষ্ঠুর নিখিল সেই প্রেম ভরা কোমল হৃদয়ে দারুণ আঘাত দিয়া বলিল, "তোমাকে ত্যাগ করতে আমি এ জীবনে পারব না শোভনা, তবে তোমার মঙ্গল কামনায় বাধ্য হয়েই আমাকে তোমার পাবার আশা ত্যাগ করতে হবে। তুমি আমাকে ভুলে যাও,—আমার স্মৃতি মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলে তুমি আবার সুখী হও শোভনা! আমার এখন এই মিনতি—"

"ওঃ! কি নিষ্ঠুর! কি পাষাণ!" শোভনা বাষ্পবিতাড়িত আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "নিখিল! নিখিল! তুমি এমন করে' নিষ্ঠুর নির্দ্দয়ের মত আমাকে আর ব্যথার উপর ব্যথা দিও না,—আমাকে দয়া করো!—তোমার আশা ত্যাগ করে' আমি যে একটী দিনও বাঁচব না নিখিল!" দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ব্যথা বিহ্বলা শোভনা তাহার উচ্ছ্বসিত রোদনের বেগ রোধ করিতে লাগিল।

পদ ধ্বনি আরও নিকটবর্ত্তী হইল। অদূরে চন্দ্রালোকিত পথের উপর নিশীথকে আসিতে দেখিয়া নিখিল শোভনাকে সতর্ক করিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি সেই দিকে এগাইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া নিশীথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "শোভনা কি তোমার সঙ্গে এসেছে নিখিল দা?" নিখিল অদূরবর্ত্তিনী শোভনার দিকে ফিরিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ঐ যে শোভনা, ওর মনটা আজ ভাল ছিল না, তাই একটু বেড়াতে নিয়ে এলুম।"

"আহা! মন আর ভাল থাকবে কি করে? পিতৃশোক তো কম কথা নয়? সাধনাও বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।"

তাহারা দুইজনে শোভনার দিকে অগ্রসর হইল। শোভনা চকিত হইয়া চক্ষের জল নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিল। মুখের ভাব ও কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন করিয়া সে বলিল, "এই যে নিশীথও এসে হাজির, চল এইবার ফেরা যাক।"

নিশীথ সহাস্য মুখে বলিল, "হাজির হব না! তুমি তো বেশ লোক শোভনা! চুপি চুপি কোন সময় পালিয়ে এসেছ, ওদিকে সাধনা বেচারি ভেবেই অস্থির! নিখিল দা কখনই বা গেল,—কখনই বা তোমাকে বেড়াতে নিয়ে এলো, তা' আমরা তো কিছুই জানি না।"

শোভনা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নিখিল বলিল, "মনে করেছিলুম মিনিট কতক বেড়িয়েই ফিরে যাব, কিন্তু কথায় কথায় আমরা একটু দূরে এসে পড়েছি। আচ্ছা শোভনা! আমি এখন আসি,

তুমি নিশীথের সঙ্গে বাড়ী ফিরে যাও, আমি তোমাকে আমার চেয়ে ভাল লোকের হাতে দিয়ে গেলুম—" নিখিল কথাটা অন্তভাবে বলিলেও তাহার ভিতরকার গূঢ় অর্থ বুঝিতে শোভনার বিলম্ব হইল না।

এই নিশীথ ছেলেটীও মনে মনে শোভনাকে বড় ভালবাসিত। এ প্রতিদান পাইবার আশাহীন নীরব প্রেমকে সে সাধ্যমত গোপন করিয়া রাখিলেও চতুর নিখিলের কাছে তাহা অবিদিত ছিল না। তাই নিখিল চিরদিনই তাহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দীকে মনে মনে হিংসা ও ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে এবং শোভনাকে তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। আজ সেই নিখিল শোভনার আশা চিরতরে ত্যাগ করিয়া প্রতিদ্বন্দী নিশীথের হস্তে তাহাকে স্বচ্ছন্দে সমর্পণ করিয়া গেল! হায়! ভগবান! পুরুষের কঠিন চিত্ত কি তুমি সত্যই পাষাণে নির্ম্মাণ করিয়াছিলে?

মর্ম্মাহতা শোভনা যতদূর দেখা যায়, গমনশীল নিখিলের পানে অপলক নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার যেন মনে হইতেছিল, নিখিল তাহার জীবনের একমাত্র কামনার ধন নিখিল আজ তাহার প্রেম-ভরা অন্তর হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে দূরান্তরে তাহার আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে—শোভনা কাঁদিয়া মরিয়া গেলেও সে কি আর ফিরিবে না?

নিশীথ তাহার খুব কাছে আসিয়া বলিল, "শোভনা! বাড়ী যাবে না?"

অন্যমনা শোভনা সচকিত হইয়া ফিরিয়া বলিল, "হ্যাঁ, চল।"

চলিতে চলিতে চন্দ্রকরস্নাতা নির্ম্মলা প্রকৃতির মনোরম শোভায় মুগ্ধ নিশীথ এক সময় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আঃ! আজ কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে, দেখেছ শোভনা!"

শোভনার তখন বুক ভাঙ্গিয়া কান্না আসিতেছিল, সে কোনও মতে আত্মসম্বরণ করিয়া বিষাদ ক্লিষ্ট কণ্ঠে কহিল, "জ্যোৎস্না তো চিরদিনই সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য্য ভোগ করবার যে মন চাই নিশীথ!"

সেই ব্যথিত কণ্ঠস্বরে নিশীথ চকিত হইয়া শোভনার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সেই বাসি ফুলের মত ম্রিয়মান অশ্রু মলিন সুন্দর মুখখানি কি উদাস—কি করুণ!

দেখিয়া নিশীথের স্বভাব কোমল চিত্তে অজ্ঞাতে একটা আঘাত লাগিল। অপ্রতিভ হইয়া সে বলিল, "তোমাকে আজ বড্ডই মলিন দেখাচ্ছে শোভনা! তোমার দিদিরও শোকটা লেগেছে খুব, কিন্তু তিনি তো তোমার মতন এত কাতর হয়ে পড়েন নি। সংসারে থাকতে গেলেই মানুষকে শোক তাপ সবই সহ্য করতে হয়। শুনলুম তোমরা নাকি শীঘ্রই নন্দনপুরে চলে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, নিয়তি যেখানে নিয়ে যাবে। আমাদের যে এখন সেইখানেই যেতে হবে নিশীথ! তা ছাড়া আর তো কোনও উপায় নেই।"

"সে তো সুখের বিষয়, ভগবান তোমাদের এই অসময়ে একজন উপযুক্ত অভিভাবক জুটিয়ে দিলেন, তার জন্যে তো তোমাদের খুসী হওয়া উচিত। তবে মুস্কিল হল আমার—"

নিশীথ বিষণ্ণ মুখে একটা গাঢ় নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সংসারে নিশীথের মা, ভাই, বোন কেহই ছিল না, সুতরাং একমাত্র পিতা ভিন্ন তাহাকে স্নেহ মমতা করিবার আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। সে বাল্যকাল হইতেই কিছু চিন্তাশীল, গম্ভীর ও লাজুক প্রকৃতির লোক ছিল, সেজন্য বন্ধু বান্ধবও বড় একটা জুটে নাই।

জননীর মৃত্যুর পর তাহার বাল্য ও কৈশোর জীবনের শেষাংশ শুধু নীরস অধ্যয়নের মধ্য দিয়াই কাটিয়াছে। তরুণ যৌবনে এই দত্ত পরিবারে পরিচিত হইবার পর নিশীথের সেই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে

জীবনে যেন একটা নূতন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সাধনা ও শোভনা এই দুই মাধুর্য্যময়ী নারীর সংসর্গে আসিয়া সেই নারী সংস্পর্শহীন স্নেহের কাঙ্গাল যুবকের অপরিতৃপ্ত স্নেহাকাঙ্ক্ষা যেন অনেকটা তৃপ্ত হইয়াছিল। সাধনার আন্তরিক মমতায় ও যত্নে তাহার ভগিনীর অভাব মিটিয়াছিল, আর শোভনা, জ্যোৎস্না গঠিতা প্রতিমার মত সৌন্দর্য্যময়ী শোভনার অতুলনীয় রূপরাশি তাহার নবজাগ্রত যৌবনের আশা মুগ্ধ তরুণ হৃদয়ে একটা অপূর্ব্ব পুলক, অভিনব সোনার স্বপন ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। এই অল্পকালের মধ্যেই শোভনা তাহার জীবনের আনন্দ নয়নের আলো হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও সে জানিত তাহার এ নিস্ফল প্রেমে সার্থকতা লাভ করিবার আশা তাহার পক্ষে সুদূর পরাহত। শোভনার চিত্ত নিখিলের প্রেমে ভরপূর, সেখানে নিশীথের জন্য এতটুকু স্থান নাই, তথাপি সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত তাহার এ নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভালবাসা অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর গোপন ধারার মতই নির্ম্মল প্রচ্ছন্ন।

কিন্তু এতদিনে সাধনা ও শোভনার আনন্দময় মধুর সঙ্গটুকু হইতেও বঞ্চিত হইতে হইবে, কথাটা মনে করিয়া নিশীথ বড়ই ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছিল। সে শুধু ম্লানমুখে বলিল, "তোমাদের সঙ্গে আর বোধ হয় কখনও দেখাও হবে না শোভনা!"

শোভনা বলিল, "কেন? নন্দনপুর তো অনেক দূর নয়, মনে করলেই দেখা করতে পারো!"

"দূর নয়, তা' জানি, কিন্তু আমার মত একটা তুচ্ছ লোক সেখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে রাজ বাড়ীর দরওয়ান আমায় গলা ধাক্কানি দেবে নাকি? তোমরা তো এখন আর যে সে লোক নও শোভনা!"

"তাই বলে আমাদের বন্ধু বান্ধব সব ত্যাগ করতে হবে নাকি? আমি তাহলে চাইনা অমন বড় লোক হ'তে।"

নিশীথ বিমর্ষ শোভনাকে প্রফুল্লিত করিবার অভিপ্রায়ে সকৌতুকে কহিল, "কিন্তু তুমি তো আবার শীঘ্রই এখানে ফিরে আসবে, শোভনা তোমার সঙ্গে আবার দেখা সাক্ষাৎ হ'তে পারে, হবে না শুধু তোমার দিদির সঙ্গে।"

শোভনা কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন বল দেখি? আমি এখানে আসব আর কি করতে?"

নিশীথ মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "নিখিল দা তোমাকে যতই ভালবাসুক, তবু সে দত্ত বাড়ীর ঘরজামাই হ'তে চাইবে না বোধ হয়!—তোমাকে বিয়ে করে সে—"

বাধা দিয়া শোভনা সনিশ্বাসে বলিল, "ওঃ! সে আশা আর নেই নিশীথ! তিনি এই মাত্র নিজেই আমাদের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে গেলেন।"

নিশীথ এতক্ষণে শোভনার ব্যথা যে কোথায় তাহা বুঝিতে পারিল। সে কিছু বিস্মিত ও উৎসুক হইয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "নিখিল দা কি সত্যিই একথা বলেছে? না, না, তুমি ঠাট্টা করছ শোভনা!"

"ঠাট্টা নয় নিশীথ! সত্যি।"

"কিন্তু তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে সে যে এতদিন ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, এরি মধ্যে মন ফিরে গেল? তার এ পরিবর্ত্তনের কারণটা কি জানো?"

"কারণ আর কিছুই নয় রাজা ওঙ্কারনাথের পৌত্রীকে বিয়ে করবার যোগ্যতা নাকি তা'র নেই!—"

বলিতে বলিতে শোভনা একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। ছল ছল চক্ষে সে বলিল, "তা'র মনে এ ধারণা কেমন করে এলো

জানি না, বলেন আমি যাকে ভালবাসি, তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারব না।”

কিন্তু নিশীথ কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। নিখিল যে শোভনা'র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাতেই তাহাকে বিবাহ করিবার বাসনা পরিহার করিয়াছে, ইহা যেন অসম্ভব বোধ হইল। সে মাথা নাড়িয়া অবিশ্বাসের সহিত বলিল, “উহুঁ!—নিখিলদার এ ভালবাসার আমি প্রশংসা করতে পারলুম না শোভনা!”

“কেন?”

“যে তা'র ভালবাসার পাত্রীকে নিষ্ঠুরের মত ব্যথা দিতে পারে সে কখনই যথার্থ প্রেমিক নয়।”

শোভনা উত্তেজিত হইয়া বলিল, “তুমি ভুল বুঝছ নিশীথ! এই ভালবাসাই যথার্থ নিঃস্বার্থ ভালবাসা। শুধু আমার মঙ্গলের জন্যেই তিনি জীবনের সব সুখের আশা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। কিন্তু আমি হ'লে তো কখনই এরকম করতে পারতুম না।”

“শুধু তুমি কেন, জগতে খুব কম লোকই বোধ হয় এতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। এতেই বুঝা যায় তা'র অন্তর কত মহৎ, মন কত উদার! এরকম মহৎ লোকের ভালবাসা পেয়েছি বলে আমি এত দুঃখের মধ্যেও মনে বড় গর্ব্ব অনুভব করছি নিশীথ!”

শোভনার প্রেম গর্ব্বে বিকশিত সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া নিখিলের বিরুদ্ধে আর কিছু বলিবার প্রবৃত্তি হইল না। শোভনাও আর কথা কহিল না। বাকি পথটা দুই জনে নীরবেই অতিক্রম করিয়া চলিল।

শোভনা মুখে তাহার প্রণয়ীর যথেষ্ট প্রশংসা করিলেও নিখিলের কথাগুলি তাহার ব্যথিত অন্তরে তখনও যেন কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিতেছিল। নিখিল কি তাহাকে সত্যই ভালবাসে না? তাই কি আজ সে এই ছুতায় তাহাদের বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল? কিন্তু নিখিলের

গভীর অনুরাগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে যে এই মাত্র পাইয়াছে। তাহার সেই চির বিরহ সম্ভাবনায় বিমলিন কাতর মুখচ্ছবি, সেই ব্যথা পরিপ্লুত প্রেমাকুল উচ্ছ্বসিত সোহাগের বাণী, সেই প্রাণ ভরা আদর—সেই রোমাঞ্চকর প্রেমময় সুখস্পর্শ—সমস্তই কি ভালবাসার কপট অভিনয়! না না, নিখিল মিথ্যা বলিয়াছে। সে হয়তো শোভনাকে মনে মনে কামনা করে, তাই সে সুযোগ পাইয়া ঈর্ষাবশে প্রিয়তমকে তাহার চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

নয়

নিশীথকে শোভনার সন্ধানে পাঠাইয়া দিয়া সাধনা পুনরায় ড্রয়িং রুমে ফিরিয়া আসিল।

জ্যোৎস্না পুলকিত মুক্ত বাতায়নের কাছে চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া সে তাহার সমাগত বিচিত্র জীবনের কথা পর্য্যালোচনা করিতে বসিল। সে বেশ বুঝিয়াছিল পিতামহ প্রদত্ত নূতন উচ্চপদ গ্রহণ করিলে তাহাকে নিজের নিজস্ব ও স্বাধীনতাটুকু একেবারেই বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সম্পূর্ণ অপরিচিত নূতন স্থানে, অপরিচিত লোক, অপরিচত সমাজের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে অনভ্যস্ত নূতন জীবন যাপন করিতে হইবে।

সে জীবনে সাধনা কি সুখী হইতে পারিবে? তাহা সম্ভব নহে। অত বড় দায়িত্বের গুরুভার মাথায় লইয়া সংসারে বোধ হয় কোনও লোকই প্রকৃত সুখী হইতে পারে না। তাহাতে সে তো সামান্য স্ত্রীলোক মাত্র।

কিন্তু এই উচ্চপদ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, এই রাণী হওয়ার অভিলাষ তো সে কোনও দিন মনে মনেও কল্পনা করে নাই। এই সমুদ্রতীরে সাগর কুটীরে অনাড়ম্বর শান্তির জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলে বোধ হয় সে সমধিক সুখী হইতে পারিত। তবে ভগবান তাহাকে এমন বিষম সমস্যায় ফেলিলেন কেন?

এখন ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক, এই পিতৃবংশের সম্মানিত পদ তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। না করিয়া উপায় নাই। সংসার সুখে সুখী হওয়া তো বিধাতা তাহার অদৃষ্টে লিখেন নাই। তবে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের এই স্বর্ণ সুযোগ সে কেনই বা উপেক্ষা করিবে?

কিন্তু শোভনা? তাহার কথা মনে পড়িতেই সাধনার অশান্ত চিত্তখানি সমবেদনার ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। ভগবান রাণী হইবার

যোগ্যতা যে তাহাকেই প্রদান করিয়াছেন, তবে পিতামহ শোভনাকে বঞ্চিত করিতেছেন কেন? অত বড় জমীদারি তাহাদের দুই ভগিনীকে তুল্যাংশে বিভক্ত করিয়া দিলেই তো সব দিকে ভাল হইত।

আর পিতা তিনিও তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সব সাধনাকেই দান করিয়া গেলেন। বেচারি শোভনা সকল দিক হইতেই বঞ্চিত হইয়াছে। অবশ্য সে এখনও ভিতরের কথা সব জানে না, কিন্তু স্নেহের ভগিনীর প্রতি এই অবিচার ও অপক্ষপাতিতা সাধনাকে প্রকৃতই বড় দুঃখিত ও ব্যথিত করিয়াছিল।

সাধনা মনে মনে সংকল্প করিল স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সে যেমন করিয়া হউক শোভনার এই ক্ষতি পূরণ করিবে এবং পিতামহের চরণে ধরিয়া শোভনাকে তাহার বাঞ্ছিতের সহিত মিলিত করিয়া দিবে।

কিন্তু শেষের কথা মনে করিতেই সাধনার সমস্ত বুকখানা এক অজানিত দারুণ ব্যথায় যেন টন টন করিয়া উঠিল। এই নিখিলকে সে যে চিরদিনই মনে মনে ভালবাসে, তাহাদের দুই ভগিনীর ভালবাসা নিক্তি ধরিয়া পরিমাণ করিলে, বোধ হয় সাধনার দিকেই ভারি হইত। কিন্তু পরম স্নেহের পাত্রী সহোদরার মঙ্গল কামনায় সে তাহার স্বার্থ ও গভীর প্রেম অনায়াসে বলি দিয়াছিল। তাহার মনের সমস্ত একাগ্রতা, বক্ষের প্রত্যেক স্পন্দন, দেহের প্রত্যেক লোমকূপ নিখিলকে অবিরত কামনা করিতে থাকিলেও সাধনা তাহা কোনও দিন নিখিল বা শোভনাকে আভাসেও জানিতে দেয় নাই।

প্রেমাস্পদকে পাইবার আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া সাধনা প্রিয় ভগিনী শোভনাকে নিখিলের হস্তে সমর্পণ করিয়া, তাহার সহিত একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন করিতে অভিলাষিণী হইয়াছিল, কিন্তু এখনও কথাটা মনে করিতেও তাহার সর্ব্বত্যাগী চিত্ত এমন বিপর্য্যস্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে কেন?

এই ক্ষণকাল পূর্ব্বে শোভনাকে বাগানের দিকে খুঁজিতে গিয়া অতর্কিতে তাহাদের প্রেম সম্ভাষণ শুনিয়া সে এমন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চকিত আহত হইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছিল কেন? তাহাদের মিলন সম্ভাবনা সাধনাকে আনন্দিত না করিয়া এমন ব্যথিত মর্ম্মপীড়িত করিয়া তুলে কেন?

হায়রে অদৃষ্ট! তাহার জীবনারাধ্য নিখিল মনে করিলে এই ভালবাসা কি তাহাকে দান করিতে পারিত না? সে কিসে নিখিলের অযোগ্য? তাহার রূপের অভাব কি হৃদয় ভরা প্রেমানুরাগ দিয়াও পূর্ণ হইতে পারিত না? রূপ! রূপ! বিশ্বসংসার রূপ লইয়াই উন্মত্ত! অন্তরের দিকে চাইবার বুঝি কাহারও অবকাশ নাই! কিন্তু সাধনার রূপ কি এতই তুচ্ছ, এতই উপেক্ষার সামগ্রী? সে রূপের কি এতটুকু সম্মোহন শক্তি নাই, যাহা নিখিলকে মুগ্ধ করিতে পারিত?

তখন অদূরে কোথায় একটা বাড়ীতে গ্রামোফোনে বাজিতে ছিল, "রূপ দেখে যদি ভালবাস সখা! পায়ে ধরি ভালবেসো না।" ঠিক এই সময়ে মুক্ত গবাক্ষ হইতে এক ঝলক শুভ্র সুন্দর জ্যোৎস্নাধারা আসিয়া রূপের হিল্লোলের মত সাধনার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

সাধনা আর কিছুতেই স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি আলোর সুইচটা খুলিয়া দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে দর্পণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার আলু থালু শিথিল বেশ, আজানুলম্বিত আলুলায়িত ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ রাশি, উত্তেজনারক্ত দীপ্ত মুখ কান্তি, যৌবন পুষ্ট তনুলতায় সুন্দর সুঠাম ভঙ্গীটুকু, আর সেই জলে ভাসা নীল পদ্মের মত স্বচ্ছ সুন্দর নয়ন দুটীর প্রেমাবেশে বিহ্বল ব্যাকুল দৃষ্টি, সমস্তই সেই বৈদ্যুতালোক বিচ্ছুরিত স্বচ্ছদর্পণে নিমেষে প্রতিফলিত হইল। সাধনা আজ যেন প্রথম দেখিল তাহার এ রূপ তো নিতান্ত অবহেলার বস্তু নয়।

তবে শোভনার সঞ্চারিণী দীপ শিখার মত অত্যুজ্জ্বল রূপের কাছে তাহার এ স্নিগ্ধ মধুর রূপ কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া পড়ে বটে।

শোভনার মত মনোবিমোহন চিত্ত বিভ্রমকারী রূপের অধিকারিণী হইলে সাধনাকে নিখিল কি উপেক্ষা করিতে পারিত? তাহা হইল না কেন? মনের আকস্মিক উত্তেজনায়, হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত অধীর আবেগে সাধনা আপনা আপনি বলিয়া উঠিল, "ওঃ! ভগবান্! ভগবান্! এ রূপ-হীনাকে রূপ দিতে তুমি কেন এমন কার্পণ্য করেছিলে ঠাকুর! আমার প্রিয়তম আমার জীবন সর্ব্বস্ব যে শুধু রূপের প্রত্যাশী, সৌন্দর্য্যের উপাসক—

সেই সময় জানালার কাছে কিসের একটা শব্দ হইল। সাধনা চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল, সেখানে নিখিল দাঁড়াইয়া। নিখিল তাহা হইলে সাধনাকে দর্পণের সম্মুখে বিপর্য্যস্ত কেশবেশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে, হয়তো তাহার অসাবধানে মনের আবেগে উচ্চারিত উচ্ছ্বসিত প্রলাপবাণীও শুনিতে পাইয়াছে, মনে করিয়া লজ্জিতা সাধনা এতই সঙ্কুচিতা ত্রস্ত হইয়া পড়িল, যে নিখিলকে অভ্যর্থনাও করিতে সে পারিল না।

সাধনাকে ফিরিতে দেখিয়া নিখিল শশব্যস্তে কহিল, "তোমার এখন মিনিট কতকের জন্যে ফুরসৎ হবে কি সাধনা? আমি একটা কথা তোমায় বলতে চাই।"

অবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হইয়া সাধনা নিখিলকে ঘরে আসিতে বলিল এবং তাহাকে শোভনার কথা জিজ্ঞাসা করিল।

নিখিল বলিল, "শোভনা নিশীথের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে আসছে। সে আসবার আগেই আমাকে কথাটা বলতে হবে সাধনা!"

"বেশ তো, বল।"

সাধনা নিখিলকে বসিতে বলিয়া নিজেও তাহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল।

নিখিল কোনও রূপ ভূমিকা না করিয়াই বলিতে আরম্ভ করিল, "সাধনা! আমি বেশ করে ভেবে দেখলুম শোভনার সঙ্গে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাই আজ তাকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে এলুম।"

"সেকি?" সাধনা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া ত্রস্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু শোভনা যে তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে নিখিল! তার মন আমি খুব জানি, সে যে তোমাকে পাবার জন্যে কবে থেকে, কত আশা করে বসে আছে, তাকে নিরাশ করলে কোন্ অপরাধে?"

"শোভনা এখনো বালিকা, সে ভালবাসার কি জানে সাধনা? তা'র ঈশ্বর দত্ত অপরূপ রূপ আছে, তার ওপর আবার নন্দনপুরের রাণীর বোন এখন সে তার বিয়ের ভাবনা কি বল? তা'র যে স্বামী হবে, সে যে আমার চেয়ে রূপে গুণে ধনে মানে সকল অংশেই শ্রেষ্ঠ হবে, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। তখন শোভনা হয় তো আমাকে আর কখনও ভুলেও মনে করবে না।"

"সেটা তোমার ভুল নিখিল! মেয়েদের ভালবাসা তুমি কি এমনি একটা ছেলেখেলা মনে করো? কিন্তু তোমার মনের হঠাৎ এমন পরিবর্ত্তন হ'ল কিসে তা বল দেখি? তুমি কি শোভনাকে ভালবাস না?"

"শোভনাকে আমি ভালবাসতুম, কিন্তু এখন আর ভালবাসি না।"

সাধনা চকিত হইয়া বলিল "সে কি কথা? তবে যে তুমি এতদিন—"

"এতদিন আমি নিজের মন ঠিক বুঝতে পারিনি সাধনা! কিন্তু এখন আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। এখন বুঝতে পারছি আমি শুধু শোভনার রূপ দেখে ভুলেছিলুম, তা'কে সত্যিকার ভালবাসা কোনও দিনই বাসিনি, আর ভবিষ্যতে কখনও বাসতে পারবও না বোধ হয়।"

"কিন্তু কেন? শোভনার রূপ তো একটা হেলা ফেলার জিনিষ নয় নিখিল! তা'র প্রতি তোমার এ আকর্ষণ যদি রূপজ মোহই হয়, তা হলেও—"

বাঁধা দিয়া বলিল, "না সাধনা! সে হ'তেই পারে না, যেখানে প্রাণের আকর্ষণ নেই, সেখানে শুধু রূপজ মোহ কতদিন স্থায়ী হ'তে পারে? স্ত্রীলোকের রূপের সঙ্গে যে গুণও থাকা চাই।"

"এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা, শোভনার গুণের অভাব তুমি কিসে দেখলে?"

"স্বীকার করি শোভনার গুণেরও অভাব নেই, কিন্তু সে তোমার মতন নয়—" বলিতে বলিতে আত্মবিস্মৃত নিখিল সহসা সাধনার এক খানি হাত চাপিয়া ধরিয়া আবেগ কম্পিত মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সাধনা, সাধনা, তুমি জানো না, আমি এতদিন তোমাকে—"

সাধনার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। তাহার নিষ্ফল প্রেমেভরা নিভৃত অন্তর কোণে এতদিন যে শূন্য পূজার আসনখানা পাতা ছিল, সে আসন যেন দেবতার সাড়া পাইয়া পুলকে কাঁপিয়া উঠিল। অমনি মনে পড়িল শোভনার কথা। চকিতা সাধনা নিখিলকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই ত্রস্তে হাতখানা টানিয়া লইল।

সেই সময় জানালায় কাহার ছায়া দেখা গেল। পরক্ষণেই শোভনা ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার মুখশ্রী অস্বাভাবিক বিবর্ণ।

সাধনা ভগিনীকে দেখিয়া লজ্জায় সঙ্কোচে যেন মরমে মরিয়া গেল। শোভনা যদি জানালা দিয়া সমস্ত দেখিয়া থাকে, সে কি মনে করিবে? সে কি তা'র দিদিকেই অপরাধিনী মনে করিবে না? ছি ছি! নিখিলের আজ এমন চিত্ত বিভ্রম ঘটিল কেন?

তখনই "নিন্ সাধনা দেবী! আপনার বোন্‌টীকে খুঁজে এনেছি", বলিয়া নিশীথ ঘরে ঢুকিয়াই নিখিলকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

এই ধূর্ত্ত লোকটা বাড়ী ফিরিবার ভান করিয়া আবার এখানে আসিয়া জুটিল কি মতলবে? সে তাড়াতাড়ি বলিল, "তুমি না এখনি বাড়ী গেলে নিখিল দা?"

"হ্যাঁ, উদ্দেশ্য তো তাই ছিল, কিন্তু সাধনা দেবীর এত বড় সৌভাগ্যে একবারটী অভিনন্দন না জানিয়েই কি চলে যাওয়া উচিত? কি বল শোভনা?" শোভনার দিকে চাহিয়া নিখিল নির্লজ্জের মত হাসিতে লাগিল।

সাধনা ম্রিয়মানা শোভনার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিল, "কিন্তু অভিনন্দনটা যে আমাদের দুজনকেই জানাতে হয় নিখিল! আমরা দুটী বোন তো ভিন্ন নয়।"

শোভনা দিদির হাতখানা তাড়াতাড়ি ঝাড়িয়া ফেলিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তীব্র স্বরে বলিল, "না, তোমার ও রাণীগিরির সঙ্গে আমার কোনই সংশ্রব নেই!"

সাধনা থতমত খাইয়া ভগিনীর বিরক্তিভরা আরক্ত মুখের পানে স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া রহিল। নিখিল সাধনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া শোভনাকে মৃদু ভৎর্সনার সহিত বলিল, "ছি শোভনা! দিদির সঙ্গে কি এমনি ধারা অশিষ্ট ব্যবহার করতে হয়? উনি একে তোমার বড় বোন্। তার ওপর—"

"নন্দনপুরের রাণী!" নিখিলের দিকে একটা রোষ দীপ্ত তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া শোভনা দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল, "সেজন্যে ওসব খোসামুদেকথা তুমি এখন বলবেই তো? কিন্তু আমি তা পারব না!"

নিখিল ব্যস্ত হইয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শোভনা তাহাকে বাধা দিয়া সগর্জ্জনে কহিল, "তুমি চুপ করো! আমাদের দুই বোনের কথায় মধ্যস্থতা করতে তোমাকে তো কেউ ডাকেনি।"

নিখিল ক্রুদ্ধা শোভনার তর্জ্জন গর্জ্জন সব হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বেশ সহজ ভাবেই কহিল, "শোভনা কি ছেলেমানুষ দেখেছ সাধনা! আচ্ছা তোমরা এখন বিশ্রাম করো, কাল সময় পেলেই আসব।"

নিখিল চলিয়া গেলে নিশীথ শোভনাকে সম্বোধন করিয়া ধীরভাবে কহিল, "বাস্তবিক তোমার আজ ভারি অন্যায় হয়ে গেছে শোভনা! এর জন্যে সাধনা দেবীর কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।"

"কিছু দরকার নেই," শোভনাকে স্নেহভরা বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া সাধনা মমতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল "শোভনার এতে দোষ নেই নিশীথ! ও বেচারীর ওপর আগাগোড়াই অবিচার করা হয়েছে, আর এখনও হচ্ছে। কিন্তু আমি তো তা করতে দেব না, নন্দনপুরে গিয়েই দাদা মশায়ের হাতে পায়ে ধরে এর একটা বিহিত করতে হবে।"

দিদির স্নেহাদরে অভিমানিনী শোভনার অপ্রকৃতিস্থ চিত্ত লজ্জা ও অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। সাধনা হয় তো ভাবিতেছে সে তাহার নবোদিত সৌভাগ্যে ঈর্ষাপরবশ হইয়াই এরূপ অশিষ্ট আচরণ করিল, কিন্তু শোভনার প্রাণের ভিতর নিখিল যে কি তুষানল জ্বালিয়া দিয়াছে তাহা সে জানে না তো!

আজ সাধনার কাছে নিখিলের প্রেম নিবেদনের দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও তাহার এই লুকোচুরীর ব্যাপারে শোভনার সরল মনে একটা সন্দেহের ছায়া পড়িয়াছিল।

যে লোকটা এইমাত্র তাহার হৃদয়ভরা প্রেমানুরাগ প্রত্যাখান করিয়া নিঃস্বার্থ প্রেমের অভিনয় করিয়া আসিয়াছে, সে আবার এত শীঘ্র সেই প্রত্যাখান করিবার দুঃখ ভুলিয়া, তাহারই ভগিনীর সৌভাগ্যে অভিনন্দন করিতে ছুটিয়া আসিয়াছে কেমন করিয়া? আনন্দ প্রকাশ করিবার আর কি সময় ছিল না? চোরের মত লুকাইয়া আসিয়া, নির্জ্জন কক্ষে, সাধনার হাত ধরিয়া সে গদ গদ বচনে কি বলিতেছিল?

কথাটা কাণে না গেলেও নিখিলের প্রতি শোভনার মনে একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব জাগিয়া উঠিল। নিশীথের অনুমানই যথার্থ, নিখিল তাহাকে ভালবাসে না, তাই শোভনাকে এত বড় আঘাত দিয়া তাহার মনে কিছুমাত্র দুঃখ বা অনুতাপ আসে নাই।

কিন্তু এই ঘটনায় বেচারি সাধনার তো কোনই অপরাধ নাই, তবে সে কেন তার স্নেহময়ী দিদিকে রূঢ় বচনে আঘাত দিল?

অনুতপ্ত শোভনা তখন আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, সে "তুমি আমায় ক্ষমা করো দিদি! সত্যি বলছি তোমার উপর রাগ হিংসে করে' আমি ও কথাটা কক্ষণো বলিনি, আমার মন আজ বড় খারাপ, আমি আজ বড় ব্যথা পেয়েছি দিদি!" বলিতে বলিতে সাধনার বুকে মুখ লুকাইয়া শোভনা এতক্ষণকার যত্ননিরুদ্ধ অশ্রুধারা মুক্ত করিয়া দিল। দুই ভগিনীকে মিলনের নিভৃত অবসর দিয়া নিশীথ সেখান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

দশ

পরদিন প্রভাতে সাধনা দত্তর নামে নন্দনপুর ষ্টেট হইতে একখানি টেলিগ্রাম আসিল। তাহাতে লেখা ছিল, "রাজা ওঙ্কারনাথের জীবন সঙ্কটাপন্ন, শীঘ্র আসিবে।"

এই অতর্কিত দুঃসংবাদে দুই ভগিনী বিশেষতঃ সাধনা, একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তাহাদের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় জীবনে ভাগ্যদেবতা বায়োস্কোপের চলচ্চিত্রের মত একি নিত্য নূতন পট পরিবর্ত্তিত করিতেছেন? ইহার পরিণাম কি?

কিন্তু তখন আর ভাবনা চিন্তার সময় ছিল না। পিতামহের আশঙ্কা জনক অবস্থা স্মরণ করিয়া সাধনা আর কাল বিলম্ব করিতে পারিল না। সেই অল্প সময়ের মধ্যে জিনিষ পত্র যথা সম্ভব গুছাইয়া লইয়া সে প্রথম ট্রেণে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইল।

নিখিল আজ আসে নাই, নিশীথ একাই তাহাদের কার্য্যে সাহায্য করিল। সে সাধনা ও শোভনাকে নন্দনপুরে পৌঁছাইয়া আসিতে চাহিয়া ছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া সাধনা তাহাতে সম্মত হয় নাই।

নিশীথ যখন জিনিষপত্র লগেজ করিয়া দুই ভগিনীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। তখন শোভনার চেয়ে সাধনার মনেই নিশীথের জন্য ব্যথাটা বেশী বাজিল। এই মধুর নম্র প্রকৃতি সরল যুবকটীকে সাধনা যেন ভ্রাতার মতই স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিল, তাই তাহাকে ছাড়িতে আজ সাধনা বড় কষ্ট বোধ করিতেছিল। সাধনা সজল নেত্রে নিশীথের কাছে বিদায় লইয়া বলিল, "আমরা তোমাকে কক্ষণো ভুল্‌তে পারব না নিশীথ! ভগবান্ তোমাকে সুখী করুন। নিখিলের সঙ্গে দেখা হলে আমাদের হঠাৎ যাওয়ার কথা তাকে বলে দিও।"

চঞ্চলা শোভনার মুখে আজ আর কথা ছিল না। সে নীরব মৌনভাবে নির্জীব কলের পুতুলের মত গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল। নিশীথের কি জানি কেন শোভনার সহিত বাক্যালাপ করিতে বা তাহার পানে চাহিতেও ভরসা হইতেছিল না। তাহার হৃদয় তখন ভাবে আবেগে পরিপূর্ণ। যদি আত্মদমন করিতে না পারিয়া সে কোনও অসংলগ্ন কথা বলিয়া ফেলে, সেই জন্যই নিশীথ এতক্ষণ শোভনার দিকে একবারও দৃষ্টি ফিরাইতে পারে নাই।

গাড়ী যখন ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল, তখন সে ভগিনীদ্বয়কে নমস্কার করিয়া শোভনার বিমর্ষ সুন্দর মুখখানি অতৃপ্ত অনিমেষ নয়নে দেখিতে দেখিতে উচ্ছ্বসিত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিল, "এ গরীব বন্ধুকে মাঝে মাঝে মনে করো, আর যদি কখনও দরকার হয় খবর দিতে ভুলো না।"

দেখিতে দেখিতে ট্রেণখানি পুরী ষ্টেশনের প্লাট-ফরম ছাড়াইয়া গেল। তখন দুই ভগিনীর চক্ষেই যুগপৎ অশ্রুজল ছাপাইয়া উঠিল।

হায়! পিতার স্নেহের নিরাপদ আশ্রয় হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহারা দুটীতে আজ কোথায় চলিয়াছে? নিয়তির অদৃশ্য হস্ত তাহাদের কোন্ অদেখা অপরিচিত রাজ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে!

স্ব স্ব চিন্তার গুরুভারে ও গভীর মর্ম্মবেদনায় অবসন্ন হইয়া দুইজনেই কতক্ষণ স্তব্ধ মৌন হইয়া বসিয়া রহিল।

ডাক গাড়ী তখন পূর্ণবেগে গম্ গম্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই চলন্ত ট্রেণের একটী নির্জ্জন মেয়ে কামরায় তাহারা দুইটী মাত্র আরোহী। দুইটী ব্যথিতা নারী, দুই পার্শ্বের দ্রুত ধাবমান বহির্দৃশ্যের পানে চাহিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্না। কিন্তু তাহাদের দুই জনের চিন্তা বিভিন্নমুখী।

শোভনা শুধু ভাবিতেছিল নিখিলের কথা। নিখিলের হৃদয়-হীনতায় যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াও শোভনা তাহার দিক হইতে নিজের

মনকে কিছুতেই ফিরাইতে পারিতেছিল না। নিখিলের প্রেম তাহার সমস্ত মনে প্রাণে সমগ্র ধ্যান ধারণায় অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল, সেই নিখিলের আশা ত্যাগ করিয়া সে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে?

না না, নিখিলকে সে এ জীবনে ভুলিতে পারিবে না। অন্ততঃ তাহার প্রেমের পবিত্র স্মৃতিটুকু অন্তরে জাগাইয়া সে আমরণ পূজা করিবে।

সাধনার চিন্তার বিষয় ছিল অনেক রকম। নানাদিক হইতে নানা প্রশ্ন উঠিয়া তাহার বিক্ষিপ্ত মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের নবলব্ধ আত্মীয়, পিতামহ এখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়, কি জানি তিনি কেমন আছেন! তিনি যদি এখন না বাঁচেন, তাহা হইলে সাধনা একা কি করিবে? সে কতদিকে সামলাইবে? সে যে এখনো সেখানকার কিছুই জানে না।

তারপর শোভনা, নিখিল, তাহাদের কল্যাকার বিচিত্র ব্যবহার যেন সাধনার কাছে একটা দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছিল। শোভনার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য নিখিল এত তাড়াতাড়ি করিল কেন? মানুষের মতি গতির কি এত শীঘ্র পরিবর্ত্তন হইতে পারে? পরিবর্ত্তনের কারণই বা কি? সেকি শোভনাকে সত্যই আর ভালবাসে না? কিন্তু শোভনার মত মেয়েকে ভাল না বাসিবার তো কোনই কারণ নাই। শোভনার প্রকৃতি একটু চপল হইলেও তাহার গুণের তো অভাব ছিল না। তবে কি? সাধনার চকিতে মনে পড়িল নিখিলের গতরাত্রের সেই আশ্চর্য্য অসঙ্গত আচরণ, তবে কি নিখিল তাহাকে—না না তাহার মত রূপহীনা নিখিলের ন্যায় সুন্দর সুপুরুষের কখনই প্রণয় ভাগিনী হইতে পারে না। বিশেষতঃ সে যখন শোভনার মত অপরূপ রূপসীর প্রেম উপেক্ষা করিয়াছে।

হয়তো তাহাদের সঙ্গ হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনায় অধীর হইয়াই নিখিল ঐরূপ ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছিল; পুরীতে আসিয়া পর্য্যন্তই সে যে তাহাদেব পরমাত্মীয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

তখনই মনে পড়িল নিখিলের সেই ক্ষণিকের দেখা সপ্রেম আকুল দৃষ্টিটুকু, আর সেই সংক্ষিপ্ত আবেগোচ্ছ্বসিত অসম্পূর্ণ কথা কয়টি। সাধনা কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিল। সে আর ভাবিতে পারিল না। ক্লান্ত মস্তিষ্ককে বিরাম দিবার জন্য সে বেঞ্চের অন্য প্রান্তে উপবিষ্টা শোভনাকে ডাকিয়া বলিল "শোভনা! এদিকে এসে বোস্ না ভাই!"

শোভনা উঠিয়া আসিয়া দিদির পাশে বসিল। বলিল "নন্দনপুরে আমরা কখন পৌঁছব দিদি?"

"শীগগির্, পুরী থেকে নন্দনপুর তো বেশী দূর নয়, মোটে তিন ঘণ্টার পথ। আশ্চর্য্য! আমবা দাদামশায়ের এত নিকটে থেকেও তাঁর কথা কোনও দিন জানতে পারিনি!"

শোভনা কিছু বলিল না। তাহার নীবব ম্লান মুখের পানে চাহিয়া সাধনা ধীরে ধীরে বলিল, "কাল রাত্তিরে নিখিল শুধু তোমার কথাই বলতে এসেছিল শোভনা! আমি তার মুখে সমস্তই শুনেছি, কিন্তু এতদিন পরে সে যে এ বিয়ের সম্বন্ধ হঠাৎ ভেঙ্গে দিচ্ছে কেন, সেটা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না। এর কারণ—"

অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া শোভনা ত্রস্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এর কারণ তুমি কি মনে করো? শুধু আমি নন্দনপুরের রাণীর সহোদরা বলে নয় কি?"

সাধনা শোভনার কথার মর্ম্ম অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া বলিল, "না, তোমাকে বুঝি সে এই কথাই বলেছে? কিন্তু তুমি আমার বোন, রাজা

ওঙ্কারনাথের পৌত্রী, শুধু এই কারণেই যে নিখিল তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছে, আমার একথা বিশ্বাস হচ্চে না।”

“তবে কি?”

“তুমি কি এবিষয় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে?”

“না।”

“কেন করোনি;”

সাধনা চুপ করিয়া রহিল। নিখিল শোভনাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হওয়ার কারণ সাধনাকে যাহা বলিয়াছিল, শোভনার মনের এই বিপর্য্যস্ত অবস্থায়, সেই অপ্রিয় সংবাদ বলিয়া তাহাকে আর ব্যথার উপর ব্যথা দিতে সাধনার প্রবৃত্তি হইল না, তাই সে একটু ভাবিয়া বলিল, “সব কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করবার তখন তো আর সময় ছিল না, সেখানে থাকলে আজ সমস্ত জানতে পারতুম।”

শোভনা একটা আর্ত্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ উদাস স্বরে বলিল, “আর আমার জানবার কিছু দরকার নেই দিদি! আমরা দুজন দুজনকে ভালবেসেছি, এখনও বাসি, আর বোধ হয় চিরদিনই বাসব. এতে তো কোনও বাধা, কোনই সংশয় নেই। তবে আমি বেশ জানি তার এই মত পরিবর্ত্তনের জন্যে ঠাকুরদাদাই দায়ী, আমার সুখের জীবনে ঐ বুড়ো যেন শনিগ্রহ হয়েই এসেছিল!”

“ছি! শোভনা! ঠাকুর্দ্দা আমাদের গুরুজন, তারপর তিনি এখন মৃত্যুশয্যায়, এ সময়ে ওসব কথা মুখেও এনো না।”

“সাধে কি আর বলি দিদি! আমরা নিজের অবস্থায় তো বেশ সুখেই ছিলুম, তিনি কোথা থেকে হঠাৎ ধূমকেতুর মতন উদয় হয়ে সমস্ত গোলমাল করে দিলেন। আমাদের সঙ্গে এত বড় শত্রুতা—”

“শত্রুতা নয় শোভনা, পরম মিত্রতা! তুমি বুঝতে পারছ না ভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্যেই তাঁকে এ অসময়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর কাছে আমাদের চির জীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তিনি এ সময় না এসে পড়লে আমাদের কি হ'ত বল দেখি? বাবা তো এমন কিছু রেখে যেতে পারেননি যাতে আমরা দুটিতে সারাজীবন—"

বাধা দিয়া শোভনা বলিল, "তা কেন? নিখিল তো আমাকে গ্রহণ করতে সম্মতই ছিল, তাকে পেলে আমার জীবনে আর কিসের অভাব থাকত দিদি! তখন আমি যে পৃথিবীতে সব চেয়ে সুখী হ'তে পারতুম!"

"তা সম্ভব, কিন্তু আমি? আমাকেও তো একটা উপায় ভাবতে হ'ত।"

"কেন? তোমাকে চিরকুমারী হয়ে থাকতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল বল? তুমি মনে করলে কি বিয়ে থাওয়া করে, সুখী হ'তে পারতে না?"

সাধনা এতক্ষণ পরে হাঁসিয়া বলিল, "না ভাই বিয়ে করে সুখী হওয়া যে আমার অদৃষ্টে নেই, তা আমি আরসিতে নিজের রূপ দেখেই বেশ বুঝতে পারি. ভাই ও আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।"

"এটা তোমার ভুল ধারণা দিদি! কে বল্লে তোমার রূপ নেই? কালো হ'লেই কি মানুষ কুৎসিৎ হয়? তোমার চেয়ে ঢের কালো কুৎসিৎ মেয়ে আছে যারা বিয়ে থাওয়া করে সুখে ঘর সংসার করছে।"

"তা করতে পারে। কিন্তু এই ঠাকুরদাদাটিকো না পেলে আমাকে এ সময় গরীবের মেয়ের মত পরিশ্রম করেই উদরান্নের সংস্থান করতে হ'ত, কিন্তু এখন—"

"এখন একেবারে রাতা রাতি বড় লোক! নন্দনপুরের রাণী!"

"কিন্তু তুমিও বাদ যাবে না শোভনা! দাদামশাইয়ের অত বড় বিষয় সম্পত্তি—"

শোভনা মুখ ফিরাইয়া তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "তাঁর ও ছাই বিষয় সম্পত্তিকে আমি ঘৃণা করি দিদি! আর তাঁকেও"

"ছিঃ ছিঃ! আবার! এ সব কি হিংসের কথা নয়, শোভনা? কিন্তু তুমি আমায় বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে তোমার অংশ না দিয়ে কথনই—"

"চাই না, আমি তোমার দয়াও চাই না!"

"আবার! তোমার কি হয়েছে শোভনা?" ব্যথিত হইয়া সাধনা ভগিনীকে স্নেহভরে বুকে টানিয়া লইল। মমতা মথিত ব্যথাহত কণ্ঠে সে কহিল, "তোমাকে এই দ্বিতীয়বার আমি ক্ষমা করলুম্ শোভনা! আশাকরি, ভবিষ্যতে আর কোনও দিন তুমি আমার সঙ্গে এমন উদ্ধত নিষ্ঠুর ব্যবহার করবে না।"

শোভনার অশ্রুসিক্ত মুখখানি আপনাআপনি সাধনার বক্ষের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সাধনা পরমস্নেহে কহিল, "আমাদের ঝগড়া বিবাদের এইখানেই শেষ হওয়া চাই শোভনা! এতদিন আমরা যেমন পরস্পরের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলুম, এখনো সেই রকমই থাকব। সেই ছোটবেলাকার 'আড়ি' আর 'ভাবের' মত এই তুচ্ছ ব্যাপার আর মনে রাখবার দরকার নেই ভাই! শুধু মনে রেখো আমি তোমার সেই দিদি,—আর তুমি আমার সেই আদরের ছোট বোন্‌টী—" বলিতে বলিতে সাধনা উদ্বেলিত মমতায় ভগিনীর মুখচুম্বন করিল। শোভনা আর চক্ষের জল সাম্‌লাইতে পারিল না, সে "আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না, জানি না আমার কি হয়েছে! কিন্তু তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করো দিদি! তোমার এ ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্যে আমার মনে একটুও হিংসে নেই, কিন্তু আমি কেন যে এমন অস্বস্তি এমন দুর্ব্বলতা বোধ করছি তা জানি না।—কাল থেকে আমার মাথার ঠিক নেই দিদি!" বলিতে বলিতে সাধনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষুদ্র বালিকার মত ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সাধনা কণ্ঠলগ্না শোভনাকে পুনরায় আদর করিয়া বলিল, "মাথা বেঠিক হওয়ার কারণও তো যথেষ্ট হয়েছে বোন্! আমাদের যা হচ্ছে

সমস্তই অভাবনীয়। যাক্ ওসব কথা ভুলে গিয়ে তুমি এইবার ঠিক হয়ে নাও, আমরা নন্দনপুরের কাছাকাছি এসেছি, এই ছোট ষ্টেশনটার পরেই বোধ হয় নন্দনপুর।”

শোভনা বাথরুমে গিয়া মুখ হাত ধুইয়া আসিল। সাধনা সঙ্গে আনীত দ্রব্যাদি সম্মুখে টানিয়া আনিয়া নামিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। শোভনা বাধা দিয়া বলিল, “তুমি এখন থেকে ব্যস্ত হচ্ছ কেন দিদি! এখনও তো একটা ষ্টেশন বাকি আছে।”

“সময় থাকতে গুছিয়ে নেওয়া ভাল। নন্দনপুরে গাড়ী খুব অল্পক্ষণ দাঁড়ায়। শুনেছি আগে নাকি সেখানে রেলওয়ে ষ্টেশন ছিল না, আমাদের ঠাকুরদাদার চেষ্টায় অল্পদিন হ’ল তয়ের হয়েছে।”

“তা হোক্, সেখানে কুলী আছে তো? তা’রা এক মিনিটে সব আসবাব নাবিয়ে ফেল্‌বে। কিন্তু তুমি যেন নিজের হাতে ও সব কাজ কর্‌তে যেও না দিদি! মনে রেখো, তুমি এখন যে সে লোক নও। নন্দনপুরের রাণী!” বলিতে বলিতে শোভনা দিদির মুখের পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

সাধনাও হাসিতে হাসিতে হর্ষে-বিষাদে বলিল, “তুই তো বেশ মজা করে হাসছিস্ শোভনা! কিন্তু গাড়ী যত নন্দনপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই ভয় ভাবনায় আমার যেন বুকের রক্ত শুকিয়ে উঠ্‌ছে। কি জানি সেখানে এতক্ষণ কি হচ্ছে, দাদামশাইয়ের অবস্থা এখন কি রকম—”

“ওঃ! তোমার যে ভারি দরদ দেখ্‌ছি দিদি! বুড়োর ওপর এরি মধ্যে তোমার এত মায়া পড়ে গেছে?”

সাধনা সহাস্যে কহিল, “মায়া নাই পড়ুক, তবু রক্তের টান যাবে কোথায়? আর এখন পৃথিবীতে আমাদের আত্মীয় বল্‌তে, অভিভাবক

বল্‌তে ঐ বুড়োই তো আছে ভাই! তুমিও এখন তাঁর সঙ্গে বেশ নম্র শিষ্ট ব্যবহার করো, বুঝলে? লক্ষ্মী বোন্‌টী আমার!"

শোভনা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আমি সেই চেষ্টাই কর্‌ব, কিন্তু ঠাকুর-দাদা যে নিখিলকে অপমান করেছেন, সে কথা বোধ হয় আমি শীগ্‌গির ভুলতে পার্‌ব না দিদি!"

কথায় কথায় ট্রেণ খানি ছোট ষ্টেশন ছাড়াইয়া গেল। তার পর মিনিট কুড়ি পরেই নন্দনপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী থামিতেই একজন ভদ্রবেশধারী প্রৌঢ় ব্যক্তি সাধনাদের কামরার দিকে দ্রুতপদে আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে দুইজন বরকন্দাজ। ইনি রাজা ওঙ্কারনাথের দেওয়ান মহাশয়। বরকন্দাজেরা দুই ভগিনীকে দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া গাড়ী হইতে জিনিস পত্র নামাইতে আরম্ভ করিল। সাধনা ও শোভনা গাড়ী হইতে নামিয়া আসিলে দেওয়ান তাহাদের নমস্কার করিয়া শোভনার দিকে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি আমাদের—"

"না, আমি নয় ইনি—" সাধনার দিকে সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শোভনা বেশ সপ্রতিভভাবে কহিল, "ইনি আমার দিদি—আপনাদের রাণী।"

সাধনা দেওয়ান মহাশয়কে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদামশায় এখন কেমন আছেন বল্‌তে পারেন?"

দেওয়ান বিমর্ষমুখে কহিলেন, "আমাদের রাজাবাহাদুর ভাল নেই মা! পুরী থেকে ফেরবার সময় পথে একটা গরুর গাড়ীর সঙ্গে মোটর কলিশন হয়ে তাঁর পাঁজরায় ভয়ানক আঘাত লেগেছে। ব'লতে পারি না এবয়সে এত বড় আঘাত সামলাতে পারবেন কি না। ডাক্তাররা তো কেউ আশা দিচ্ছেন না।"

শুনিয়া সাধনার মুখ শুকাইয়া গেল। ষ্টেশনের বাহিরে একখানা

মূল্যবান বৃহৎ মোটরকার অপেক্ষা করিতেছিল। সাধনা ও শোভনাকে তাহাতে সযত্নে তুলিয়া দিয়া দেওয়ান স্বয়ং সম্মুখে ড্রাইভারের পার্শ্বে উঠিয়া বসিলেন। মোটর পূর্ণ বেগে হাওয়ার মত ছুটিয়া চলিল। কাঁকর পাতা সুপরিষ্কৃত শুভ্র পথ, দুই পার্শ্বে সমশ্রেণীবদ্ধ সবুজ গাছপালাগুলি সারা পথখানিকে ছায়া শীতল স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পথের দুইধারে কত বিস্তীর্ণ হরিৎ শস্যক্ষেত্র কত ফল ও ফুলের সুন্দর বাগান, মাঝে মাঝে ছবির মত এক একখানি বাড়ীও দেখা যাইতেছে।

শোভনা সেই মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পুলকিত হইয়া বলিল, "এতো বড় সুন্দর দেশ দিদি! আমি মনে করেছিলুম নন্দনপুর বুঝি একেবারে অজ পাড়া গাঁ।"

সাধনা পিতামহের আশাহীন অবস্থার কথা শুনিয়াবধি উদ্বেগে চিন্তায় অন্যমনস্ক ম্রিয়মান হইয়াছিল, ভগিনীর কথায় সে একটু হাসিয়া বলিল, "পাড়াগাঁয়ে কি ষ্টেশন থাকেরে পাগলী? তবে কোনও সময়ে হয়তো এটা পল্লীগ্রামই ছিল, গাছ পালা আর বাগানের ঘটা যে রকম দেখ্‌ছি, ঐ দেখ্‌ আবার পুকুরও আছে।" সাধনা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অদূরবর্ত্তী একটা বাঁধা পুষ্করিণী দেখাইয়া দিল। মোটের উপর স্থানটী দুজনেরই বেশ ভাল লাগিতেছিল।

অল্পক্ষণ পরেই রাজা ওঙ্কারনাথের বাস-ভবন 'নন্দন প্রাসাদের' সমুন্নত চূড়া তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল এবং দেখিতে দেখিতে দ্রুতগামী মোটরখানি দুই ভগিনীকে লইয়া একটা প্রকাণ্ড ইন্দ্রপুরী তুল্য সুদৃশ্য ভবনের সম্মুখীন হইল।

গেটের দুইধারে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা মিলিটারী কায়দায় বন্দুক উঠাইয়া তাহাদের অভিবাদন করিল। সাধনা ও শোভনা দুইজনেই গভীর বিস্ময়ে স্তম্ভিত অবাক্‌ হইয়া গেল। তাহারা আজ সেই রূপকথার রহস্যময় মায়াপুরীতে আসিয়া পড়িল নাকি?

এগারো

সাধনা ও শোভনা একটা প্রশস্ত 'হলের' সম্মুখে অবতীর্ণ হইতেই একজন প্রসন্নবদনা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আসিয়া হাসি হাসি মুখে তাহাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিল। সে এই গৃহিণীহীন সংসারের কর্ত্রী, গিন্নিঝি। গিন্নিঝি মেয়েদুটীকে হলের ভিতর লইয়া গিয়া শোভনার স্থিরদামিনী-তুল্য অসাধারণ দীপ্ত সৌন্দর্য্য অপলকে দেখিতে দেখিতে সে সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "এইটী বুঝি আমাদের রাণীমা ?"

শোভনা লজ্জিত হইয়া সাধনাকে দেখাইয়া দিল। তাহার রূপ, রূপহীনা সাধনাকে পদে পদে হীন করিতেছে দেখিয়া শোভনা যেন আপনা আপনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। শোভনা তাহাদের রাণী নহে জানিয়া গিন্নিঝি যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল। আহা! এমন জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত ঘর আলো করা রূপ, রাণীর পদ, রাণীর সাজ যে উহাকেই মানাইত ভাল! কিন্তু সাধনাকে দেখিয়াও সে একেবারে নিরাশ হইল না। এ মেয়েটীও বেশ, দিব্য লক্ষ্মী লক্ষ্মী চেহারাখানি। স্বভাবটীও বোধ হয় তেমনি নরম। মনিবের মেজাজ নরম হইলেই না তাহার অধীনে চাকরী করিয়া সুখ!

সাধনা ও শোভনা দুই ভগিনীই সুপ্রশস্ত বৃহৎ প্রকোষ্ঠের অপরূপ বিচিত্র সাজ-সজ্জা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে অবাক্ হইয়া দেখিতেছিল। কত প্রাচীন সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় বহুমূল্য গৃহসজ্জা, কত দেশ বিদেশ হইতে সংগৃহীত পুরাতন অস্ত্র শস্ত্র, কত দেশী ও বিদেশী শিল্পীর যত্ন প্রস্তুত দারু, ধাতু, ও পাষাণ নির্ম্মিত মনুষ্যাকার পুত্তলিকা। তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের কত স্বর্ণ মণ্ডিত সুবৃহৎ চিত্র সেই প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ হল ঘরখানিকে প্রকৃতই রাজপুরীর মত অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

দেখিয়া বিস্মিতা শোভনার বিকৃত ভারাক্রান্ত চিত্তের গ্লানি ও বেদনা যেন বহু পরিমাণে লঘু হইয়া গেল। সে এই বাড়ীর, এই রাজ সম্মানে সম্মানিত সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশেরই মেয়ে, কথাটা মনে করিতেই শোভনার সমস্ত বুকখানা অপরিসীম আনন্দে ও গৌরবে যেন স্ফীত হইয়া উঠিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পিতামহের প্রতিও একটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব উদিত হইল। বৃদ্ধ তবে অহঙ্কার তো বৃথাই করেন নাই!

পিতামহের এই আশার অতিরিক্ত রাজঐশ্বর্য্য রাজ সম্মান সাধনাকেও নিরতিশয় পুলকিত ও বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা উদ্বেগ ও আশঙ্কারভাবও তাহার বিচলিত চিত্তে জাগিয়া উঠিতেছিল। সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল, তাহার এখনকার দায়িত্ব কত কঠিন, কত গুরুতর।

"চল মা, তোমাদের ঘরগুলো প্রথমে দেখিয়ে দিই গে" বলিয়া গিন্নিঝি নির্ব্বাক্ মেয়ে দুটীকে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘর দেখাইয়া দিতে লইয়া চলিল।

কতকগুলি ছোট বড় কক্ষ পার হইয়া তাহারা একখানি সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে উপনীত হইল। এ ঘরখানির সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য দু দণ্ড দেখিবার যোগ্য। গৃহ সজ্জাও বিশেষ রুচিকর, মূল্যবান্ ও চমৎকার। গিন্নিঝি সাধনাকে বলিল, "এইটী তোমার শোবার ঘর মা! আর এর পাশেই বসবার ঘর, আর বাথরুম।"

সমস্ত দেখিয়া শোভনা পরম পুলকিত হইয়া সানন্দকণ্ঠে কহিল, "বাঃ! কি সুন্দর ঘর তোমার দিদি! রাণীর উপযুক্তই বটে!"

গিন্নিঝি শোভনার হর্ষোৎফুল্ল সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিল, "এইবার তোমার ঘরও দেখ্‌বে এসো মা!"

"সে আবার কোথায়?"

"এই যে এর পাশেই।"

শোভনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘর দুখানির সাজ-সজ্জা সাধনার ঘরের মত মহার্ঘ না হইলেও শোভনার খুব পছন্দ হইল।

দুই ভগিনীকে আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখিয়া গিন্নিঝি প্রফুল্ল মুখে কহিল, "যাক্ ঘরগুলো তোমাদের, পছন্দ হয়েছে, আমি বাঁচলুম। রাজাবাবু এসে ইস্তক বলছেন, "দেখোবাপু! মেয়েরা যেন কোনও খুঁৎ ধরতে না পারে।"

সাধনা ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "দাদামশায় এখন কেমন আছেন বলতে পারো?"

"বড় খারাপ। তিনি যে এ যাত্রা রক্ষা পান, তাতো বোধ হয় না। চোটটা বড় বেশী রকম লেগেছে কিনা? ডাক্তাররা তো এক-রকম জবাব দিয়ে দিয়েছেন, তবে চেষ্টা চরিত্র যতদূর করবার তা করা হচ্ছে।"

শুনিয়া সাধনা অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বলিল, "বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁ'র জীবন যে অনেক মূল্যবান্!"

গিন্নিঝি সনিশ্বাসে কহিল, "তা দুঃখ করে' আর কি হবে মা? রাজা বাবুর বয়সও তো যথেষ্ট হয়েছে। তার ওপর অত বড় পুত্রশোক, এই বুড় হাড়ে কি করে সহ্য করেন বল? চিরটা দিন শুধু ভূতের খাটুনী খেটে এসেছেন, সংসার সুখ যাকে বলে, তা তো দুটো দিনও ভোগ করতে পেলেন না। অত অল্পবয়সে স্ত্রী গেল, তা আর অন্য পুরুষদের মত বিয়ে থাওয়াও করলেন না। একটী মাত্র ছেলে, শিব রাত্তিরের সল্‌তে, সেও গেল দেশত্যাগী বিবাগী হয়ে। যাক্ তোমরা তবু সময় মত এসে পড়েছ, তাই রক্ষে। এখন ভগবানের দয়ায় তোমরাই এখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজরাজত্ব করো মা! এ ধন সম্পত্তি কেউতো মনের সুখে ভোগ করতে পায় নি।"

শোভনা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি সব দেখেছ নাকি?"

"না, কতক বা দেখেছি, কতক বা শুনেছি। আমি তো আজকের নই বাছা! সেই যে অল্প বয়সে কপাল পুড়লো, সেই অবধি এইখানেই—ও মাগো! তখন থেকে কেবল গল্পই করছি আমি! এদিকে বেলা যে আর নেই। তোমরা শীগগির করে' কাপড় ছেড়ে খাবে এসো মা! অবেলায় আর স্নান করে কাজ নেই।"

সাধনা বলিল, "আগে একবার দাদামশাইকে দেখে আসি তারপর।"

"না মা! সে যে এখন হবার জো নেই, ডাক্তার এই মাত্র দেখে আবার ব্যাণ্ডেজ বদলে দিয়ে গেছেন। বলে গেলেন, আজ আর যেন ওঁকে কেউ বিরক্ত না করে, একভাবে স্থির হয়ে শুয়ে থাকবেন, একটুখানি নড়া-চড়া, কথা কওয়া পর্য্যন্ত বারণ। আজ খেয়ে দেয়ে তোমরা আরাম করো, কাল সকালে তিনি হয়তো নিজেই তোমাদের ডেকে পাঠাবেন।"

মেয়ে দুটিকে তাহাদের জিনিসপত্র সব দেখাইয়া দিয়া গিন্নিঝি খাবার তদারক করিতে চলিয়া গেল।

এতক্ষণ পরে ভগিনীকে একান্তে পাইয়া শোভনা সস্মিতবদনে মৃদু স্বরে বলিল, "এ যে সেই আবুহোসেনের বাদসা হওয়া দেখছি দিদি!"

সাধনাও হাসিয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তবে শেষটাও কি সেই রকম হয়ে দাঁড়াবে নাকি!"

আহারাদির পর যেটুকু বেলা অবশিষ্ট ছিল, সেই সুবিশাল দুর্গসম প্রকাণ্ড সৌধের প্রত্যেক অংশ দেখিতেই কাটিয়া গেল। সাধনা ও শোভনার চক্ষে যেখানে যাহা পড়িতেছিল, তাহাই যেন অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল। তাহারা এমন রাজ ভবন এত সব আশ্চর্য্য মূল্যবান্ বস্তু কখনও স্বপ্নেও দেখিবার প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু এই সকল আড়ম্বরময় ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ শোভনাকে যতখানি আনন্দিত করিয়াছিল সাধনাকে তেমন প্রফুল্ল করিতে পারে নাই।

তাই রাত্রের নিভৃত অবসরে শোভনা উন্মনা ভগিনীর নিরুৎসাহ শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া সাগ্রহে বলিল, "তোমার মুখ আজ এমন শুকনো কেন দিদি? এ সব দেখে শুনেও তোমার মনে একটুও আহ্লাদ হচ্চে না?"

সাধনা উদাসভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "বলতে পারি না, তবে বোধ হয় আহ্লাদের চেয়ে ভয়টাই আমার বেশী হচ্চে। এত বড় দায়িত্ব বইবার মত শক্তি যদি আমার না-ই হয়, তাহলে যে কি হবে—"

বাধা দিয়া শোভনা হাত মুখ নাড়িয়া সকৌতুকে বলিল, "এ যে তোমার অন্যায় ভয় দিদি! তুমি রাণী, তোমাকে তো কোনও কিছুর জন্যে ভাবতে হবে না। তুমি তো সেই রূপকথার রাণীদের মতন হীরে জহরতে গা মুড়ে সোনার খাটে গা, আর রূপোর খাটে পা দিয়ে মজা করে, আরামে শুয়ে থাকবে, আর খালি হুকুম চালাবে, ব্যস্ এই তো তোমার কাজ!" বলিতে বলিতে শোভনা রঙ্গভরে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভগিনীর সেই সরল হাস্যোচ্ছ্বাসে আমোদিত হইয়া সাধনা হাসিয়া বলিল, "কিন্তু অমন রাণীগিরি করতে আমি তো পারব না ভাই! তুই যদি পারিস তবে তাই কর।"

"আমাকে রাণীগিরি দিলে আমি তাই করতুম। তোমার মত অমন রাজ্যের ভাবনা নিয়ে মাথা গরম কখনই করতুম না। যাক্, এখন তুমি একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো দিদি। তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমিও শুয়ে পড়িগে।"

"কোথায় শুবি?"

"কেন? আমার ঘরে।"

"না না আমরা দুজনে এক সঙ্গেই থাকব শোভনা! তোর ও ঘরখানা লোক দেখানি থাকুক। এতদিন সেই খুব ছোট বেলা থেকে আমরা

দুজনে যেমন শোওয়া, বসা, খাওয়া দাওয়া, সমস্তই একসঙ্গে করে এসেছি, এখনও ঠিক সেই রকম করতে হবে।"

"না দিদি! এখন সে সমস্তই বদ্‌লে ফেল্‌তে হবে। তুমি যে এখন রাণী; তাই রাণীর চালেই তোমাকে এখন চল্‌তে হবে। আমাকে নিজের ঘরে শুতে দাও।"

শোভনা উঠিতেছিল, সাধনা শশব্যস্তে "না না, দোহাই তোর শোভনা যাস্‌নি, এই অচেনা নূতন জায়গায় আমি কখনই একা রাত কাটাতে পারব না, তুই আমার কাছেই শো, নইলে একটুও ঘুম হবে না আমার।" বলিয়া শোভনাকে জোর করিয়া নিজের বিছানায় শোওয়াইয়া দিল।

শোভনা পুনরায় হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তবে না দিদি! তোমার ভূতের ভয় নেই!"

মনে যতই উদ্বেগ থাক্‌, শোভনাকে আজ নিজের ধাতে আসিতে দেখিয়া সাধনা যেন অনেকটা আরাম বোধ করিতেছিল।

ক্লান্ত শোভনা দিদির সহিত গল্প করিতে করিতে অচিরে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু সাধনার আজ আর যেন কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না।

একে নূতন অপরিচিত স্থান, তাহার উপর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের নানা উদ্ভট চিন্তা ও কল্পনা জল্পনা তাহার অপ্রকৃতিস্থ চিত্তে জাগিয়া উঠিয়া তাহার চক্ষে তন্দ্রা দুর্ল্লভ করিয়া তুলিয়াছিল। অনেকক্ষণ নিদ্রার প্রতীক্ষায় বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া সাধনা উঠিয়া পড়িল।

ঘরের পূর্ব্ব দিকে দুটি রঙ্গীন কাঁচ দেওয়া বড় বড় জানালা ছিল, সাধনা তাহার একটা খুলিয়া দিল।

তখন রাত্রি বেশ গভীর হইয়াছে। সুপ্তিমগ্ন বিশ্ব-চরাচর একান্তই নিস্তব্ধ। কেবল সম্মুখস্থ উদ্যান হইতে নিশাচর পক্ষীর কর্কশ কণ্ঠস্বর

মধ্যে মধ্যে সেই শব্দহীনা নিশীথিনীর প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ও নিবিড় শান্তি-টুকু ভঙ্গ করিয়া দিতেছিল। আর এক একবার দূর হইতে প্রহরীদিগের সতর্কতাসূচক হুইসেলের চকিত মৃদু ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল।

অস্ত গমনাভিলাষী শশধরের ম্লানায়মান কিরণে যতদূর দৃষ্টি যায়, সাধনা দেখিতে লাগিল, সে দিককার দৃশ্যাবলী অতীব মনোরম ও শান্তি পরিপূর্ণ।

নানাজাতীয় ফল ফুলের বৃক্ষ সমূহে পরিশোভিত বহুদূর বিস্তৃত বৃহৎ উদ্যান। উদ্যানের ঠিক মাঝখানে একটা দর্পণের মত স্বচ্ছ শান বাঁধান প্রশস্ত দীঘি। দীঘির জ্যোৎস্নামাখা নির্ম্মল জলে বিকশিত কুমুদ ফুলগুলি তাহাদের শুভ্র সুন্দর কচি মুখ তুলিয়া বিদায়প্রার্থী সুধাংশুর পানে ব্যাকুলভাবে, ম্লান করুণ নয়নে চাহিয়া আছে।

প্রিয় বিরহ কাতরা কমল বালারা বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া মুদিত নয়নে, আনত বদনে স্তব্ধ হইয়া আছে।

দীঘির একধারে, একটা বড় বকুল গাছের ছায়ার একখানা সবুজ রংয়ের ছোট পান্‌সী বাঁধা।

দূরে শ্রেণীবদ্ধ ঝাউ গাছ গুলির পশ্চাতে একটী দেব মন্দিরের সমুন্নত শুভ্র চূড়া দেখা যাইতেছিল, তাহার স্বর্ণ মণ্ডিত শীর্ষ চন্দ্রকরে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

সেও বোধ হয় তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কাহারও কীর্ত্তি। সেই আলো ছায়া ঘেরা নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী মুক্ত বাতায়নে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সাধনা কতক্ষণ স্থির মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার অশান্ত চিত্তে যুগপৎ একটা আনন্দ মিশ্রিত বিস্ময়ের ভাব জাগিয়া উঠিল।

সাধনার চক্ষে সেই অনুজ্জ্বল পাণ্ডুর জ্যোৎস্নাজালে সমাচ্ছন্ন নৈসর্গিক দৃশ্যসমস্ত পরীরাজ্যের মতই অদৃষ্টপূর্ব্ব, দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় প্রতীয়মান

হইতেছিল। বিনিদ্র অতন্দ্র নয়নে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার এই ধন সম্পদ ও দায়িত্বে পূর্ণ গৌরবময় সমাগত নূতন জীবনের কথা।

কি জানি তাহার ভবিষ্যতের অদৃশ্য গর্ভে কি বিচিত্র, কি অজানা রহস্য লুকানো আছে! মনে পড়িল গিন্নিঝির কথা। সে বলিয়াছিল," এই বিপুল ধন সম্পদ্ লইয়া এ পর্য্যন্ত এ বংশের কেহই প্রকৃত সুখী হইতে পারে নাই। কথাটা তো মিথ্যা নহে, এইতো তাহাদের পিতামহ রাজা ওঙ্কারনাথ, সুখের সমস্ত উপকরণ থাকিতেও সংসার সুখে বঞ্চিত হইয়া চিরদিন উদাসী, সর্ব্বত্যাগী হইয়া আছেন।

আর তাহাদের পিতা? এত বড় সম্ভ্রান্ত বংশের বংশধর ও এই সুবিশাল ভূসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াও তিনি পলাতক অপরাধীর মত কিরূপ বিপদ শঙ্কাকুল অশান্ত অসুখী জীবন যাপন করিয়াছেন! এই চির অভিশপ্ত ধন সম্পত্তি লইয়া সাধনাই কি সুখী হইতে পারিবে? ভাবিতে ভাবিতে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কখন শেষ হইয়া গেল সাধনা তাহা জানিতেই পারিল না। যখন অস্তগত চন্দ্রমার শেষ রশ্মিরেখা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গিয়া উষার আব্‌ছায়া আলো উদ্যানের গাছ পালার উপর নামিয়া আসিল, এবং সেই মৃদু স্নিগ্ধ আলোক স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়া দুই একটি পাখী তাহাদের প্রভাতী তানের প্রথম সুর আলাপ করিতে আরম্ভ করিল, তখন সাধনা চকিত হইয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর জাগরণক্লান্ত তন্দ্রা-জড়িত-নয়নে সে শয্যার কাছে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তখন আর শয়ন করিবার সময় নাই। ভোর হইয়াছে।

শোভনা তখনও সুখশয্যায় শায়িত হইয়া গভীর নিদ্রায় নিদ্রিতা। তাহার নিদ্রা নিথর নিশ্চিন্ত মুখের পানে সস্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সাধনা বাথরুমে গিয়া শীতল জলে মুখহাত ধুইয়া রাত্রি জাগরণের গ্লানি ও অবসাদ নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিল। তাহার পর কাপড় ছাড়িয়া বাগানের দিকের দরজা নিঃশব্দে খুলিয়া শিশির ভেজা পথের উপর ধীরে ধীরে

পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, সেই পথটী বাগানের পূর্ব্বদিক্ হইতে ঘুরিয়া গিয়া কাছারী বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে। সাধনা খানিকদূর অগ্রসর হইতেই প্রভাতের শুভ্র আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল কে একজন লোক ধীরে ধীরে সেই দিক্ পানে চলিয়া আসিতেছে। লোকটিকে কাছারী বাড়ীর কোনও কর্ম্মচারী মনে করিয়া সে ফিরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু আগন্তুক অবিলম্বে তাহার সমীপস্থ হইয়া পরিচিত স্বরে ডাকিল, "সাধনা!" সাধনা সচকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল নিখিলেশ দাঁড়াইয়া। সে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি তুমি? কখন্ এলে নিখিল?"

"এই মাত্র, শেষরাত্রের ট্রেন ধরেছিলুম।"

সাধনা আনন্দিত হইয়া বলিল, "বেশ করেছ, এই অচেনা জায়গায় এসে আমি তো ঘাবড়ে উঠেছি নিখিল! তবু একটা চেনা লোক দেখে প্রাণ বাঁচ্‌ল। এসো না, এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে কতক্ষণ?" সরলা সাধনা পূর্ব্বের মতই অসঙ্কোচে নিখিলকে অভ্যর্থনা করিয়া সহর্ষে বলিতে লাগিল, "আমি জানতুম তুমি এখানেও আসবে। আমাদের এত শীগগির ভুলতে পারবে না। কিন্তু আমাদের আসার কথা কি করে জান্‌তে পারলে তুমি? নিশীথ বলেছিল বুঝি?"

সাধনার সেই আনন্দোচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া নিখিল বলিল, "না, নিশীথের সঙ্গে আমার কাল দেখাই হয় নি। রাজাবাহাদুরের কাছে আমার একটা জরুরী কাজ আছে, তাই—"

"ওঃ! তুমি বুঝি দাদামশাইকে শোভনার জন্যে বল্‌তে এসেছ? তা'হলে তুমি এইবার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ নিখিল? আমি তো তোমায় তখনই বলেছিলুম—"

"না সাধনা! সে সব নয়। একটা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে বাধ্য হয়েই আমাকে তাঁর কাছে আস্‌তে হয়েছে।"

একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া সাধনা বলিল, "তা'হলে দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা করতেই তুমি এসেছ, আমাদের সঙ্গে নয় ?"

নিখিল সে কথার উত্তর না দিয়া সাগ্রহে বলিল, "রাজাবাহাদুরের সঙ্গে কোন্ সময় দেখা হ'তে পারে সাধনা, বল্‌তে পারো ?"

"বলা যায় না, দাদামশায়ের সঙ্গে এখনো আমরাই দেখা করতে পারিনি—তাঁর যে ভয়ানক অসুখ।"

নিখিল চমকিত হইয়া বলিল, "রাজাবাহাদুর অসুস্থ ? কি হয়েছে তাঁর ?"

"পুরী থেকে ফেরবার সময় পথে গরুর গাড়ীতে ও মোটরে কলিশন হয়ে ভয়ানক আঘাত পেয়েছেন, এ যাত্রায় বাঁচেন কিনা সন্দেহ। তাঁর টেলিগ্রাম পেয়েই তো আমাদের এত তাড়াতাড়ি চলে আস্‌তে হ'ল।"

নিখিলের চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ত্রস্তে বলিল, "কিন্তু আমাকে যে একবারটী তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। আমার কাজ বড় জরুরী।"

সেই সময়ে "ওদিদি! তুমি বেশ তো লোক! আমাকে না জাগিয়েই একলাটী চুপি চুপি উঠে এসে বাগানের হাওয়া খাওয়া হচ্ছে! আমি কিন্তু আজ ঐ পাল্সীখানায় একবার না উঠে আর ছাড়ছি না!" বলিতে বলিতে শোভনা ছুটিয়া আসিয়া দিদিকে জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু নিখিলের পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিয়া চকিতস্বরে বলিল, "এ কি! তুমি এখানে কোথা হ'তে ?"

শোভনার প্রভাতের শিশির ধোয়া তাজা ফুলটীর মত সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানির পানে বারেক চাহিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "রাজাবাহাদুরের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে, তাই বাধ্য হয়েই আসতে হ'ল।"

"ও! কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো এখন দেখা হওয়াই মুস্কিল। চল দিদি! আমাদের চা তয়ের! গিন্নিঝি তোমার অপেক্ষা করছে।"

সাধনা নিখিলের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমিও এসো না নিখিল! তোমারও তো চা খাবার সময় হয়েছে।"

নিখিলের অভীষ্ট পূর্ণ হইল, সে হৃষ্ট অন্তরে তাহাদের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর চলিল।

বারো

সাধনারা যেদিন পিতামহের টেলিগ্রাম পাইয়া নন্দনপুর রওয়ানা হইল, সেদিন ব্যবসা সংক্রান্ত একটা কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় নিখিল সারাদিন তাহাদের সংবাদ লইতে পারে নাই। সন্ধ্যার পর অবকাশ পাইয়াই সে সাগরকুটীরে ছুটিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল বাড়ী শূন্য, দরজায় কুলুপ বন্ধ। সাধনারা যে শীঘ্রই নন্দনপুরে যাইবে তাহা জানিলেও তাহাদের এই হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে নিখিল কিছু বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইল।

সেখানে এমন একটী জনপ্রাণীকে দেখিতে পাইল না যাহাকে সে সাধনাদের কথা জিজ্ঞাসা করে।

রূপসী শোভনাকে সে এক দিন যথার্থই ভালবাসিয়াছিল, সে ভালবাসার মোহ তাহার অন্তর হইতে এখনো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু যেদিন নিখিল শুনিল সাধনাই এখন তাহার ধনাঢ্য পিতামহের বিপুল-বিত্তের একমাত্র অধিকারিণী, অমনি তাহার ধনলুব্ধ মন ধনের লালসায় সাধনার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল।

এখন রূপের চেয়ে রূপচাঁদের আকর্ষণই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সাধনাকে করতলগত করিতে পারিলেই নিখিলের মনোভিলাষ পূর্ণ হয়, তাই সে তাড়াতাড়ি নূতন উদ্যমে সাধনার প্রেমের উমেদারী আরম্ভ করিয়া দিল। চতুর নিখিল জানিত যে সাধনা মনে মনে তাহার অনুরাগিণী, সুতরাং তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে বিলম্ব হইবে না। গত রাত্রের অসমাপ্ত প্রেম নিবেদন সম্পূর্ণ করিতে আজ সে বড় আগ্রহান্বিত হইয়াই ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তখন পাখী উড়িয়া গিয়াছে। বড় আশায় হতাশ হইয়া নিখিল এখনকার কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে লাগিল। একবার সে নন্দনপুরে গিয়া দেখিয়া আসিবে নাকি?

কিন্তু তখনই মনে পড়িল বৃদ্ধ ওঙ্কারনাথের ভ্রূকুটী কুটিল নেত্রের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি! বাপ্! বুড়ো তো কম নয়! সেখানে গেলে পৌত্রীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া তো দূরের কথা, হয় তো সে তৎক্ষণাৎ গলা-ধাক্কা দিয়া বিদায় করিয়া দিবে।

এ বিষয় খুব ভাল করিয়া ভাবিয়া অতি সাবধানে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু সেই শূন্য গৃহে আর অপেক্ষা করা কি আবশ্যক? তাই নিখিল বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিল। সে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে মাত্র, এমন সময়ে দেখিতে পাইল সাধনাদের ছোট বাগানের দিকে, কে একজন স্ত্রীলোক একটা কামিনী গাছের অন্তরালে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতেছে।

নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় জনশূন্য নিভৃত স্থানে সেই নারীমূর্ত্তি দেখিয়া নিখিল প্রথমে চম্‌কাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীলোকটি যেই হ'ক, তাহার কাছে হয় তো সাধনাদের সংবাদ জানিতে পারা যাইবে, এই ভাবিয়া অচিরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে কাছে আসিতে দেখিয়া স্ত্রীলোকটি যেন ভয় পাইয়া প্রথমটা আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পরক্ষণেই কি জানি কি ভাবিয়া সে গাছের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল। নিখিলের সম্মুখীন হইয়া সে কুণ্ঠিত মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দত্ত কি এই বাড়ীতে থাকেন?"

তখন চাঁদ উঠিয়াছিল, সেই মুক্ত চন্দ্রালোকে নিখিল স্ত্রীলোকটীকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশী হইবে না। পরিধানে একখানি চওড়া কালাপেড়ে সাড়ী, একটা সাদা ব্লাউস্ আর পায়ে হিল্ দেওয়া বার্ণিশের জুতা, তাহার মুখে চক্ষে কেমন একরূপ চকিত সন্দিগ্ধ ভাব অঙ্কিত। চেহারা দেখিয়া বোধ হয় স্ত্রীলোকটী এককালে পরমা সুন্দরী ছিল, শরীরের উপর নানা অত্যাচার অনিয়মে এবং বয়োধর্ম্মে সে সৌন্দর্য্য এখন লুপ্ত প্রায়। দেখিয়া নিখিলের মনে হইল এই রমণী

তাহার একবারেই অপরিচিতা নয়, এ মুখ সে যেন আগেও কোথা দেখিয়াছে। কোথায় দেখিয়াছে তাহা মনে পড়িল না।

রমণীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নিখিল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে? কি চান?"

"আমি দত্তর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই, তিনি কি বাড়ীতে নেই?"

"না।"

"কোথায় গেছেন তা জানেন?"

"তিনি তো আর জীবিত নেই, আজ চার দিন হ'ল তাঁ'র মৃত্যু হয়েছে।"

"মৃত্যু হয়েছে? হা ভগবান!"

স্ত্রীলোকটি বড়ই বিচলিত ও কাতর হইয়া পড়িল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে আশাহত আর্ত্তকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "তিনি আর নেই! হা অদৃষ্ট! আমার শেষ আশাও নির্ম্মূল হয়ে গেল! এখন আমার দশা কি হবে? আমি কতদিন কত বৎসর খোঁজ করে তবে তাঁ'র সন্ধান পেয়েছিলুম—"

নিখিল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আপনি কি দত্ত মশাইয়ের কোনও আত্মীয়া?"

"আমি তাঁর স্ত্রী, মিসেস্ দত্ত।"

"মিসেস্ দত্ত!" নিখিল চমকিয়া উঠিল। সে জানিত সাধনা ও শোভনা শৈশবে মাতৃহীনা। তাই তাহাদের মৃতা জননীর অস্তিত্বে সে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না, সন্দিগ্ধভাবে অপরিচিতার মুখপানে চাহিয়া সে বলিল, "আপনি দত্ত মশাইয়ের স্ত্রী? তবে যে শুনেছিলুন—"

"যা শুনেছিলেন তা ঠিক নয়। জগতের চক্ষে আমি মৃতা হ'লেও ভগবান পাপের শাস্তি দেবার জন্যেই আমাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন, কিন্তু বোধ হয় বেশী দিন বাঁচতে হবে না—"

কথাটায় অবিশ্বাস করিবার কিছুই ছিল না, কারণ স্ত্রীলোকটির শরীরে যে কোনও দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধি আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা তাহার বিবর্ণ হতশ্রী ও শীর্ণ দেহ দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। কিন্তু সে যে প্রকৃতই মৃত দত্ত মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী, নিখিল সে সম্বন্ধে তখনও নিঃসংশয় হইতে পারিল না। তাই সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিসেস্ দত্তর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে কহিল, "কিন্তু আপনি যে সত্যই মিসেস্ দত্ত তা'র কি—"

"প্রমাণ চাও? দরকার হ'লে তাও দিতে পারি, যে পুরোহিত আমাদের বিবাহ দিয়াছিলেন, তিনি এখনও জীবিত। তা ছাড়া আরো ঢের প্রমাণ আছে।"

নিখিল একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "থাক্, আমি আপনাকে অবিশ্বাস করছি না, আপনাকে দেখে আমার কেন যে চেনা চেনা বোধ হচ্ছিল, তার কারণ এখন বুঝতে পারলুম, আপনার ছোট মেয়েটির চেহারা অনেকটা আপনার সঙ্গে মেলে।"

মিসেস্ দত্ত ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "ভাল কথা, আমার মেয়েরা কোথায়? তা'রা কি এখানে নেই? বাড়ীতো বন্ধ দেখছি।"

"না, তা'রা এখানে নেই।"

"কোথায় গেছে বলতে পারো?"

"পারি, কিন্তু আমি এখানে আর অপেক্ষা করতে পারি না। আপনার মেয়েদের বিষয় যদি কিছু জানতে চান, তাহলে আপনি আমার বাসায় আসুন।"

"তোমার বাসা কত দূর?"

"বেশী দূর নয়, ধীরে ধীরে চলুন না।"

মিসেস দত্ত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তুমি কে? তোমার সঙ্গে দত্তর কি সম্বন্ধ ছিল তা'তো জানতে পারলুম না।"

"আমি তাঁর বন্ধু, নাম নিখিলেশ রায়। আপনি আমার সঙ্গে সচ্ছন্দে আসতে পারেন।"

নিখিল অতিশয় আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়া মিসেস দত্তকে সাগ্রহে নিজালয়ে লইয়া গেল, এবং বিশেষ সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। এই মিসেস দত্তটীকে আজ দৈবাৎ আবিষ্কার করিয়া নিখিলের মন একটা নূতন আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভগবান্ যেন তাহার কার্য্য-সিদ্ধির সহায়তা করিবার জন্যই এই অপরিচিতা নারীকে ঠিক এই সময়ে এমন অপ্রত্যাশিতরূপে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহার দ্বারায় সহজেই কার্য্যোদ্ধার করিতে পারা যাইবে।

নিখিলের বাড়ীতে আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মিসেস দত্ত একটু সন্দিগ্ধভাবে কহিলেন, "তোমার বাড়ীতে আর কেউ নেই বুঝি? একলা থাকো?"

"হ্যাঁ আমার আর কেউ নেই। কিন্তু আপনি সেজন্যে একটুও সঙ্কোচ করবেন না, আমাকে আপনার ছেলের সমান মনে করবেন।"

মিসেস দত্ত আসন গ্রহণ করিয়া আগ্রহভরে কহিলেন, "আচ্ছা, এখন আমার মেয়েদের বিষয় কতদূর জানো, তা' বল দেখি? তা'রা বোধ হয় এখন বেশ বড় সড় হয়েছে, তাদের নাম—"

"বড়টীর সাধনা আর ছোটটীর শোভনা।"

"তাহলে সেই নামই আছে দেখছি! কি ভাগ্যি, আমার রাখা নামটাও তিনি পরিবর্ত্তন করেন নি!"

"আপনি কি তাদের কাছ থেকে অনেকদিন গিয়েছিলেন—"

"ওঃ! সে বহুদিনের কথা,--তখন ছোটটী পাঁচ মাসের, আর বড়টীও নিতান্ত শিশু, আমার কথা তারা কিছুই জানে না।"

"আহা! আপনি তাহলে বড়ই স্নেহহীনা মা দেখ্ছি। সে বেচারিদের ওপর আপনি বাস্তবিক অত্যন্ত নিষ্ঠুরাচরণ করেছেন।"

বিমর্ষ ম্লান মুখে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মিসেস দত্ত সবিষাদে কহিলেন, "তা' তুমি একবার কেন, একশো বার বলতে পারো! আমি মা হয়ে পাষাণী, রাক্ষসীর মত কচি মেয়ে দুটীকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলুম, কিন্তু গিয়েছিলুম কি সাধে? আমার স্বামীর তুমি যখন বন্ধু, তখন তাঁর স্বভাবও বোধ হয় তোমার একেবারে অজানিত নেই। তিনি আমার সঙ্গে কখনও ভাল ব্যবহার করেন নি। রাগ হলে তাঁর হিতাহিত জ্ঞান থাকৃত না, তখন একবারে শয়তানের অবতার হয়ে উঠতেন। আঃ! আমি কি কম দুঃখে, কম জ্বালায় আমার ঘর সংসার, আমার সোনার পুতুল কচি মেয়ে দুটীর মায়া মমতা ত্যাগ করে' চলে' গিয়েছিলুম! কি করি? আর যে কিছুতেই সহ্য করতে পারলুম না, মানুষের সহ্যশক্তিরও একটা সীমা আছে তো?"

মিসেস দত্ত একটু থামিয়া, অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "যাক্, গুরু নিন্দে ক'রে' আর পাপের বোঝা ভারি কর্‌ব না। তার পর তিনি এখন পরলোকে। মেয়েদের জন্যে তিনি কি রকম ব্যবস্থা করেছেন, তাদের বিয়ে থাওয়া হয়েছে নাকি?"

"না এখনো হয় নি।"

"কেন? মেয়ে দুটী আমার এখন দেখতে কেমন হয়েছে?"

"ছোটটী চমৎকার সুন্দরী, বড়টীও মন্দ নয়। দত্তজা মেয়েদের অনেক বয়স পর্য্যন্ত বোর্ডিংয়ে রেখে লেখা পড়া শিখিয়েছিলেন, সেই জন্যই বোধ হয়।

"তবু ভাল, মেয়ে দুটীকেও তিনি যে তাদের মা'র মত হেলা ফেলা করেন নি, এও আমার পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। কিন্তু তা'রা এখন আছে কোথায়?"

"আপনার মেয়েরা বেশ ভাল জায়গায়, সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, তাদের কোনও কষ্ট, কোনই অভাব নেই।"

"কিন্তু কোথায় আছে তা'ত বল্লে না।"

"বল্‌ছি, তার আগে আপনি কিছু খেয়ে দেয়ে একটু সুস্থ হয়ে নিন, আপনাকে বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে।"

"আমি এখন কিচ্ছু খাব না, শুধু একটুখানি ঠাণ্ডা জল দাও।"

নিখিল তৎক্ষণাৎ কিছু মিষ্টান্ন ও এক গ্লাস শীতল জল আনিয়া দিল। মিসেস দত্ত একটু মিষ্টান্ন মুখে দিয়া জল পান করিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আঃ! পিপাসা অনেকক্ষণ থেকেই পেয়েছিল, টের পাই নি। কলকেতা থেকে এসে পর্য্যন্তই—"

"আপনি কি কল্‌কেতা থেকে আসছেন ?"

"হাঁ, আমি সেইখানেই থাকি কিনা। আমার স্বামীর সন্ধানে আজই এখানে এসেছিলুম, কিন্তু তিনি যে নেই তাতো আমি জানতুম না।"

"আপনার স্বামীর কি আর কোনও আত্মীয় স্বজন নেই মিসেস দত্ত ?"

মিসেস দত্ত উদাসভাবে কহিলেন, "জানি না, আমার স্বামীর বিষয় আমি বিশেষ কিছুই জানি না। তিনি আমার কাছে চিরদিনই খোলের ভেতরকার শামুকের মতই দুর্ভেদ্য ছিলেন।"

মিসেস দত্ত তাঁহার স্বামীর প্রকৃত বংশ পরিচয় তখনও অনবগত জানিয়া নিখিল অতিশয় আনন্দিত হইল। কিন্তু সে মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনি একজন জ্ঞানবান্ শিক্ষিত লোক হয়ে আপনার সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করেছেন, তাই নিজেও সুখী হ'তে পারেন নি।"

মিসেস দত্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তা কি করে' হবেন ? মানুষকে দুঃখ দিলেই দুঃখ পেতে হয় এতো ধরা কথা। যাক্, এখন তুমি আমাকে আমার মেয়েদের কথা বল। প্রথমে বল তারা কোথায় আছে ?"

"একথা বলবার আগে আমি আপনার কাছে জানতে চাই গৃহত্যাগের পর আপনি এতকাল কোথায় কি ভাবে জীবন যাপন করেছেন, আর

এতদিন পরে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতেই বা এসেছেন কেন? আপনার মতলব কি?"

"তোমাকে আমি নিতান্ত ভালমানুষ মনে করেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি তুমি তা নও, তুমি মহা ধূর্ত্ত।"

মিসেস দত্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিখিলের মুখের পানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দৃঢ়কণ্ঠে রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আমিও জান্‌তে চাই তোমার এ সব কথা জানবার দরকারটা কি? তুমি কি মতলবে—"

নিখিল একটু হাসিয়া নম্রভাবে কহিল, "মতলব আছে বলেই জিজ্ঞাসা করছি তাহলে আপনাকে কথাটা ভেঙ্গেই বলি। আপনি জানেন না, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।"

"কোনটীকে ছোটটীকে বুঝি? যা'র রূপের সুখ্যাতি তুমি এইমাত্র করছিলে?"

"না বড়টীকে, রূপের চেয়ে আমি গুণেরই পক্ষপাতী বেশী, মানুষের রূপ কদিনের? গুণই চিরস্থায়ী।"

মিসেস দত্ত কিছু সন্তুষ্ট ও নরম হইয়া বলিলেন, "শুনে সুখে হলুম। নাঃ! তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি মন্দ নয় দেখ্‌ছি তুমি আমার মেয়ের অযোগ্য হবে না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য জীবনের ইতিহাস শুনে তোমার কোনই লাভ নেই, বরং তা' শুনলে তুমি আমার মেয়েকে হয়তো ঘৃণা করবে।"

"না, এ আপনার ভুল ধারণা। আমি আপনার মেয়েকে ভালবাসি, সংসারের কোনও বাধা কোন বিঘ্নই আমাকে তা'র কাছ থেকে তফাৎ করতে পারবে না। আমাকে আপনার ইতিহাস জানালে আমার লাভ নাই হ'ক, কিন্তু আপনার বিলক্ষণ লাভ হ'তে পারে।"

"সে কি রকম? জানি না বাবা! আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে

পারছি না। যাক্, লাভ লোকসান যাই হ'ক, তুমি যখন আমার জামাই হবে, তখন তোমার কাছে সব কথা খুলে বলাই ভাল। আমার বাপ মা ভাই বোন কেউ নেই। এক বিধবা পিসী কলকেতায় থাক্তেন, তিনিই আমার বিয়ে থাওয়া দিয়েছিলেন। সংসারে তিনি ছাড়া আমার আর এমন কেউ আত্মীয় ছিল না, যার কাছে গিয়ে দুটো দিন জুড়োতে পারি। তাই স্বামীর সঙ্গে রাগারাগি করে আমি কাশী থেকে তাঁর কাছেই লুকিয়ে পালিয়ে এসেছিলুম। কাজটা যে কত বড় অন্যায় আর দুঃসাহসের করেছিলুম, রাগের ঝোঁকে সেটা তখন খেয়ালই হয় নি। মানুষের রাগের চেয়ে আর শত্রু নেই।"

মিসেস দত্ত একটা অনুতাপের ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলতে লাগিলেন, "বড় মেয়েটা তখন বছর খানেকের, ছোটটা পেটে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে লুকিয়ে এসেছি বলে' পিসীমা আমার ওপর রাগ করলেও তাঁর সংসারে আশ্রয় না দিয়ে থাকতে পারলেন না। কিন্তু পিসীমার ছেলেরা আমাকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারত না।

"রাগটা পড়ে যেতেই আমি আমার নিজের ভুল বুঝতে পারলুম, তখনই কেঁদে কেটে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখলুম, কিন্তু ক্ষমা আর পেলুম না। বুঝলুম তিনি আমাকে একেবারেই পায়ে ঠেলেছেন। পিসীমা আমাকে যত্ন করে রাখলেন। শোভনা তাঁর কাছেই হয়েছিল। সে যখন মাস পাঁচেকের তখন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে একমাত্র আশ্রয়স্থল পিসীমাকেও হারাতে হ'ল। মরবার সময় পিসীমা আমাকে পই পই করে বলেছিলেন, আমি যেন আমার স্বামীর ঘরে আবার ফিরে যাই।

"মান অপমান মনে না রেখে আমি তাঁর উপদেশ পালন করেছিলুম, কিন্তু স্বামী আমাকে আর কিছুতেই গ্রহণ করলেন না। মেয়েটাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ভ্রষ্টা কুলটা বলে আমাকে লাথি মেরে দূর করে

দিলেন। তখন আমি যাই কোথায়? কল্‌কেতার আবার ফিরে এসে দেখি, পিসীমার ঘরের দুয়ারও বন্ধ। তাঁর ছেলেরা স্পষ্ট কথায় জবাব দিলে কুলত্যাগিনীকে তারা ঘরে স্থান দিতে পারে না।"

মিসেস দত্ত অশ্রু সজল নেত্রে চুপ করিলেন। নিখিল সোৎসাহে বলিল, "হ্যাঁ, তার বর? তার পর আপনি কি করলেন?"

"করবার তখন একটা উপায় প্রশস্ত ছিল, সেটা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরা। কিন্তু আত্মহত্যা করতে তখন আমার সাহস বা প্রবৃত্তি হইল না, তাঁর এই অন্যায়ের প্রতিশোধ না নিয়ে যে আমার মরণেও স্বস্তি হবে না! তাই রাগে অভিমানে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে, স্বামীর উপর প্রতিশোধ তুলতে গিয়ে আমি আমার ইহকাল পরকাল সব বিসর্জ্জন দিলুম। আমি থিয়েটারে অভিনেত্রী হলুম।"

"থিয়েটারে—অভিনেত্রী?"

"হ্যাঁ, দেখলে বাবা, কথাটা শুনেই তোমার মুখের ভাব বদলে গেল কিনা? শুধু তুমি কেন, ঘৃণার পাত্রীকে যে সকলেই ঘৃণা করবে। কিন্তু আমি যে কত দুঃখে কি যন্ত্রণায় সমস্ত জেনে শুনে অত বড় ঘৃণার কাজ করেছিলুম, তাতো কেউ বোঝে না! দোষ সকলে আমারই দেখে——"

বাস্তবিক নিখিলের মুখে তখন ঘৃণা বা গ্লানির কোনও কিছুই ছিল না, বরং একটা উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাহার মুখ চক্ষু অস্বাভাবিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

মনের আনন্দ গোপন করিয়া নিখিল একটু গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "কিন্তু আমি আপনার চেয়ে আপনার স্বামীর দোষই বেশী দেখছি, তিনি অমন কুকুর শেয়ালের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে না দিলে আপনার কখনই এমন অধোগতি হ'ত না।"

"ঠিক বলেছ বাবা! তুমিই আমার দুঃখ বুঝেছ দেখছি। উঃ!

অধোগতি বলে অধোগতি!—একেবারে চরম সীমায়! নাঃ, কি জানি এখনও আরো কত ভোগ বাকি আছে!"

মিসেস্ দত্তর গলার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। তিনি নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। বোধ হয় স্মৃতি ও অনুশোচনার গভীর বেদনায় তাহার ব্যথিত চিত্ত আলোড়িত মথিত হইয়া উঠিয়াছিল। খানিক পরে চমক ভাঙ্গা হইয়া তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, কই, আমার মেয়েদের কথা তো তুমি বল্লে না? তা'রা এখন কোথায় আছে, এই কথাটা শুধু তুমি বলে দাও।"

"আপনি কি মেয়েদের সঙ্গে দেখা নিশ্চয় কর্‌বেন?"

"নিশ্চয়—"

"কিন্তু এ দেখা করায় আপনার যে কি উদ্দেশ্য—"

"আবার সেই কথা!—হাজার হ'ক মার প্রাণ তো!—সন্তানকে একবারটী দেখতে কি সাধ যায় না? সেই কতটুকু ছেড়ে গিয়েছিলুম—"

নিখিল একটুখানি শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "কিন্তু এতকাল যখন ছেড়ে আছেন, তখন আর এখন তাদের কাছে আপনার আত্মপ্রকাশ না করাই কর্ত্তব্য। আমি আপনার মেয়েদের মঙ্গলের জন্যেই একথা বলছি, ক্ষমা করবেন।"

মিসেস্ দত্ত কুণ্ঠিত অপ্রতিভ হইয়া ব্যাকুলভাবে কহিলেন, "তুমি বলেছ তো ঠিক, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে দেখা না ক'রে আমি এখন কি করি বল? আমার যে আর কেউ নেই! কতদিন ধরে খোঁজ করে করে' স্বামীর কাছে ছুটে এসেছিলুম—তা' তিনিও আর জীবিত নেই—"

"আপনার স্বামী জীবিত থাকলেই কি আপনাকে আশ্রয় দিতেন?"

"মহাভারত! সে আশায় আমি আসিনি, এসেছিলুম তাঁর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করতে। আমার অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। ভগ্ন-স্বাস্থ্য হয়ে দু'বছর চুপ করে' ঘরে বসে' আছি, থিয়েটারে কাজ করবার

আর শক্তি বা প্রবৃত্তিও নেই। যখন উপার্জ্জন ছিল, তখন খরচও করেছি দুহাতে, সঞ্চয় তো তেমন কিছু করিনি, যা' ছিল এই দুবছরে সমস্তই শেষ হয়ে গিয়েছে, বেশীর ভাগ কিছু দেনাপত্রও হয়ে গিয়েছে।"

"আমার কাছে সাহায্য নিতে কি আপনার কোনও আপত্তি আছে?"

"কিছু নয়, তুমি যখন দুদিন বাদে আমার জামাই হচ্ছ, তখন তোমার কাছে হাত পাততে লজ্জা কি বাবা?"

"আচ্ছা দাঁড়ান।" নিখিল পাশের ঘরে গিয়া আলমারী খুলিয়া এক তাড়া নোট লইয়া আসিল। নোটগুলি সে মিসেস দত্তর সম্মুখে বসিয়া গুণিতে আরম্ভ করিল। সব সুদ্ধ একশত টাকার নোট, মিসেস দত্তর বিবর্ণ মুখে রক্তের লালিমা দেখা গেল। লুব্ধ বুভুক্ষিত দৃষ্টিতে তিনি অপলকে নিখিলের হাতের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নিখিল নোটগুলি আবার গোছাইয়া লইয়া মিসেস দত্তকে বলিল, "আমার কাছে এখন আর বেশী টাকা নেই, এই একশো টাকা আপাততঃ আপনাকে দিচ্ছি। দিনকতক বাদে আরও কিছু দিতে পারব। আর যদি আপনার দরকার হয়, তাহলে এখন থেকে মাসে মাসে আমি আপনাকে কিছু সাহায্যও করতে পারি—কিন্তু এক সর্ত্তে, আপনি আমার অমতে মেয়েদের সঙ্গে কখনও দেখা করতে পাবেন না, রাজি?"

মিসেস দত্ত নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। প্রলোভন কম নয়! ইদানীং অর্থাভাবে তিনি বড়ই কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। সুখের সাথীরা সব অসময়ে ফেলিয়া গিয়াছে, এখন এই রুগ্ন ভগ্ন দেহে, দুঃখ অভাব সহিতে তিনি একাই আছেন, আর কেহই নাই!

নিখিল ঠিকই ধরিয়াছিল, শুধু অপত্য স্নেহের বশীভূত হইয়াই মিসেস দত্ত মেয়েদের দেখিতে চাহেন নাই, এই দেখা করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কিছু অর্থ প্রাপ্তি।

নিখিলও এত গুলি টাকা মিসেস্ দত্তকে নিঃস্বার্থভাবে দান

করিতেছিল না, তাহার মনেও একটা গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। রাজা ওঙ্কারনাথের পুত্রবধূ এই মিসেস দত্তকে হাত করিতে পারিলে, তাঁহাকে আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া যাইবে, অন্ততঃ বৃদ্ধের দর্প ও অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া সে সাধনাকে লাভ করিতে পারিবে, এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া নিখিল তাহার কষ্টার্জ্জিত অর্থ এক কথায় একজন পতিতা স্ত্রীলোককে দান করিতে কুণ্ঠিত হইল না। এই স্ত্রীলোকটিকে লইয়াই এখন নিখিল রঙ্গ-মঞ্চে অবতীর্ণ হইবে, তাহার ভাগ্যোন্নতির রুদ্ধ দুয়ারের চাবিকাটি এখন সে-ই। তারপর কোনও রূপে একবার সাধনার স্বামীত্ব লাভ করিতে পারিলে, নিখিলের আর টাকার অভাব কি? তখন একদিনে এক মুহূর্ত্তে সে যে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিবে!

নিখিলের প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া মিসেস দত্ত সনিশ্বাসে কহিলেন, "তোমার সর্ত্তে রাজি না হয়ে আর কি করি বল? আমি এখন বড়ই বিপন্ন! ক'মাসের বাড়ী ভাড়া না দিতে পারলে বাড়ীওয়ালীও দূর করে' দেবে বলেছে। এ টাকাটায় আমার এখন অনেক উপকার হবে। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে একবারটী দেখা করতে দিলে ভাল করতে বাবা! আমার দ্বারায় তাদের কোনই অনিষ্ট হতে পারে না, আমি যে তাদের মা!"

"সেই জন্তেই বলছি, আপনি মা হয়ে তাদের সঙ্গে শত্রুতা করবেন না। এই টাকাটা নিয়ে এখন কল্‌কেতায় ফিরে যান, তারপর মাস খানেক পরে—"

"মাস খানেক? কিন্তু অতদিন তো এ টাকায় চলবে না, বাবা! তিন মাসের বাড়ী ভাড়া আর ওষুধের দামও কিছু বাকি আছে, সে সব দিয়ে আর কটা টাকাই বা থাকবে? আমি দিন পনেরো পরেই আবার আসব।"

স্ত্রীলোকটীর অসঙ্গত আবদার দেখিয়া নিখিলের বড় রাগ হইল।

কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এখন তাহাকে হাতে রাখা বিশেষ আবশ্যক। তাই মিসেস দত্তর প্রস্তাবে সে সহজেই সম্মত হইল এবং টাকা দিয়া, বাসার ঠিকানা লইয়া তাহাকে বিদায় করিল।

আধ ঘণ্টা পরেই কলিকাতার ট্রেণ, সেই ট্রেণে মিসেস দত্ত ফিরিয়া গেলেন। নিখিলও শুভস্য শীঘ্রম্, এই ভাবিয়া সেই রাত্রেই নন্দনপুর যাত্রা করিল।

তাহার ভাগ্য অনুকূল, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল, তাই নন্দনপ্রাসাদে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই সাধনার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল।

সাধনা তাহাদের পুরাতন বন্ধুকে সরল মনে সমাদরেই অভ্যর্থনা করিল। নূতন স্থানের বৈচিত্র ও বিপুল ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরের মধ্যে আসিয়া শোভনার পীড়িত বিদ্রোহী চিত্ত কিন্তু এখন অনেকটা সুস্থ ও সংযত হইয়াছিল, তাই মনের ভিতর যাহাই থাক্, প্রকাশ্যে সে নিখিলের সহিত বেশ সহজভাবে কথাবার্ত্তা করিতে পারিল।

তেরো

একজন অপরিচিত যুবককে চায়ের টেবিলে আনিতে দেখিয়া গিন্নি ঝি প্রথমটা একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, কিন্তু যখন সে জানিতে পারিল লোকটী তাহাদের ভাবী রাণী সাধনার পিতৃবন্ধু, তখন বেশ সমাদরেই নিখিলকে সম্বর্দ্ধনা করিল। নিখিলের সুন্দর আকৃতি, জমকালো পরিচ্ছদ এবং ভদ্রোচিত অমায়িক ব্যবহারে গিন্নি ঝি বড় সন্তুষ্ট হইল। চা এবং নানাবিধ সুখাদ্যে তৃপ্ত হইয়া নিখিল সাধনাকে বলিল, "অতিথি সেবা তো খুব করলে সাধনা! এখন রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখাটাও তাড়াতাড়ি করিয়ে দাও, আমার কাজটা যে বড়ই দরকারি।"

সাধনা রাজাবাহাদুরের প্রিয় ভৃত্য হরিচরণকে ডাকাইয়া বলিল, "তুমি রাজাবাহাদুরকে আমার নাম করে বলগে, নিখিলেশ বাবু একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান—"

নিখিল বলিল, "হ্যাঁ, আর বলো, আমাকে আজকেই আবার পুরীতে ফিরে যেতে হবে, সেজন্যে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না।"

ভৃত্য তখনই চলিয়া গেল।

রাজা ওঙ্কারনাথের বয়স হইয়াছিল যথেষ্ট, আর করিবার কাজও ছিল বিস্তর, সেজন্য ডাক্তাররা পীড়িতের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া তাঁহাকে বৃথা স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া রাখা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। জীবনের মেয়াদ ফুরাইয়াছে, বৃদ্ধ তাহা নিজেও বুঝিতে পারিতেছিলেন, তাই আহত অবস্থায় নন্দনপুরে আসিয়াই তিনি তাঁহার উইলখানি আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন।

প্রণবনাথ নিরুদ্দিষ্ট হইবার পর দত্ত বংশের আর কোনও উত্তরাধিকারী না থাকায় সকলেই ওঙ্কারনাথকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাবে তিনি তখন কিছুতেই সম্মত

হইতে পারেন নাই। একমাত্র সন্তানের দুর্ব্বব্যহারে ও অন্তর্ধানে বৃদ্ধের মনোভঙ্গ হইয়াছিল। তাঁহার বড় স্নেহের বড় আশার ধন প্রণবের শূন্য সিংহাসনে অন্য একজন নিরাত্মীয়কে. অধিষ্ঠিত করিবেন তিনি কোন্ প্রাণে ?

তাই কয়েক বৎসর নিরুদ্দেশ পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষায় থাকিয়া তাহার আসার আশায় হতাশ হইয়া শেষে ওঙ্কারনাথ তাঁহার বিষয় সম্পত্তি উইল করিয়াছিলেন এই মর্ম্মে, তাঁহার মৃত্যুর পর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির আয় অনাথ আশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয়, অতিথিশালা, এবং সাধারণের শিক্ষার্থে ব্যয়িত হইবে।

তাহার পর এতকাল পরে পৌত্রী দুটীকে অভাবিতরূপে প্রাপ্ত হইয়া ওঙ্কার নাথ পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠা সাধনাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব দিতে মনস্থ করিয়াছেন। সেজন্য উইল আবার পরিবর্ত্তন করিতে হইল।

সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সকালের দিকে ওঙ্কার নাথ একটু সুস্থবোধ করিতেছিলেন এবং ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া সাধনা ও শোভনাকে ডাকিয়া পাঠাইতেছিলেন: এমন সময়, হরিচরণ আসিয়া নিখিলের কথা জানাইল।

নিখিলের নাম শুনিবামাত্র ওঙ্কারনাথ ভ্রূকুটি করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তাকে বলে দাও, এখন আমার সঙ্গে দেখা হতেই পারে না।"

হরিচরণ নিখিলের আগ্রহ ও মিনতি স্মরণ করিয়া সবিনয়ে বলিল, "আজ্ঞে ভদ্রলোকটী সকাল থেকে অপেক্ষা করছেন, বল্লেন তাঁর কাজ বড় জরুরী—"

"ভদ্রলোক!" ওঙ্কারনাথ ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া বিরক্তিভাবে কহিলেন, "যতই জরুরী কাজ হ'ক, আমার এখন সময় নেই।"

আর দিনকতক বেঁচে থাকলে নিজেই এ কাজ করতুম, কিন্তু তাতো আর হবে না—”

সাধনা তাড়াতাড়ি নতমুখে সলজ্জভাবে বলিল, “কিন্তু আমি যদি বিয়ে না করি দাদামশাই! যদি চিরকুমারী থেকে—”

ওঙ্কারনাথ স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন, “পাগল তা'ও কি হয়? ইংরেজ মেয়েদের মত চিরকুমারী থাকা কি আমাদের ঘরে পোষায়? বিবাহ হ'ল নারী জীবনের প্রথম আর প্রধান কাজ, বিবাহ তোমাকে করতে হবেই। আর শোভনা, তা'কেও সুপাত্রে দেওয়ার ভার তোমার হাতে।”

সাধনা বিনীতস্বরে উত্তর করিল, “দাদামশাই! আপনার কাছে আমার একটী ভিক্ষা আছে—”

“কি? নিখিলের সঙ্গে শোভনার বিয়ে দেওয়া?”

“না, নিখিল আর শোভনাকে বিয়ে করুতে চায় না, তার হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। আমি বলছিলুম আমাকে আপনি দয়া করে' যে অধিকার দিচ্ছেন, তা' আমাদের দুই বোনকে সমান ভাবে ভাগ করে' দিলে ভাল হ'ত না? ছোট বোনটীকে বঞ্চিত ক'রে—”

“না। আমি শোভনাকে বঞ্চিত করব না, সাধনা! শোভনা যাতে যাবজ্জীবন ভদ্রভাবে স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারে, সে ব্যবস্থা আমি তোমার বলবার আগেই করে রেখেছি। তবে আমাদের বংশের চিরন্তন প্রথা আমি তো পরিবর্ত্তন করুতে পারি না দিদি? ভবিষ্যতে এ জমীদারি আর জমীদারের সম্মান, ক্ষমতা, উপাধি সমস্তই তোমার স্বামী পাবেন।—আঃ! মুখ শুকিয়ে উঠল যে, একটু জল দাও তো।”

সাধনা তাড়াতাড়ি ফিডিংকাপে পিতামহকে জল পান করাইয়া বলিল “আর বেশী কথা কইবেন না দাদামশাই, আপনি বড় দুর্ব্বল।”

"সেই জন্যেই তো সব কর্ত্তব্য তাড়াতাড়ি শেষ করে' ফেলতে চাই দিদি! হ্যাঁ, কি বলছিলুম? তোমাকে তোমার স্বামী নির্ব্বাচন এখন নিজেই করতে হবে। তোমাকে যে বিয়ে করবে, সে গরীব হলেও বিশেষ ক্ষতি নেই। তবে ছেলেটা বাস্তবিক ভদ্রবংশের সন্তান হওয়া চাই, অর্থাৎ কুলে শীলে মানে যেন আমাদের চেয়ে হীন না হয়। তারপর তার শরীর আর স্বাস্থ্যের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে, শুধু রূপ দেখে ভুল্‌লে চলবে না।"

সাধনার লজ্জানম্র মুখখানি সঙ্কোচভরে ক্রমেই অবনত হইয়া পড়িতেছিল। সেই কুণ্ঠানত মুখের দিকে চাহিয়া ওঙ্কারনাথ আবার বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু কাজটা করা বড় কঠিন। তোমার একে বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা অল্প, তারপর তোমাকে বিয়ে করার সঙ্গে যখন এত বড় একটা রাজসম্পদের প্রলোভন জড়িত রয়েছে, তখন খাঁটি লোক বেছে নেওয়াই শক্ত। আমার মৃত্যুর পরই তোমাকে পাবার জন্যে কত লোক লালায়িত হয়ে ছুটে আসবে, কত রকমে তোমার মন ভোলাবার চেষ্টা করবে, তার মধ্যে থেকে সৎ, অসৎ, আসল নকল যাচাই করে' নেওয়া বড় সহজ কথা নয়! কিন্তু তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, সাধারণ মেয়েদের মত শুধু ভালবাসার খেয়াল নিয়ে ঝোঁকের মাথায় তুমি বোধ হয় কখনই এমন কাজ করবে না, যার জন্যে তোমাকে আজীবন মনস্তাপ ভোগ করতে হবে, আর এই দত্তবংশের সুনাম সম্মান গৌরব যাতে কলঙ্কিত হয়, এমন কোনও—"

সাধনা এতক্ষণ পিতামহের উপদেশবাণী নীরবে নিবিষ্টমনে শুনিতেছিল, তখন তাহার মনের ভিতর যে কি বিপ্লব বাধিয়াছিল তাহা সেই অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। এখন সে আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া ধীরকণ্ঠে অবিচলিত স্বরে বলিল, "না দাদামশাই, আমি এমন কাজ কখনই করব না, যাতে আপনার সুনাম, সম্মান

আর বংশ মর্য্যাদার হানি হ'তে না পারে, আপনি সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ওঙ্কারনাথ স্বস্তির নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "শুনে সুখী হলুম। তোমাকে পরিচিত করে' দেবার জন্যে আমি আমার সলিসিটার মিঃ চ্যাটার্জীকে এখনই ডেকে পাঠাচ্ছি, তিনি অতি বিচক্ষণ আর উপযুক্ত লোক, তা'ছাড়া আমাদের পরিবারের তিনি বাস্তবিকই হিতাকাঙ্ক্ষী। আমার অবর্ত্তমানে তুমি তাঁব কাছে সকলরকমে সাহায্য পেতে পারবে। আর তোমাদের দুটীবোনের তত্ত্বাবধানের জন্যে বাড়ীতে একজন অভিভাবিকা থাকা দরকার, তাই আমি হরমোহিনীকে ডেকে পাঠিয়েছি, সে আজকালের মধ্যেই এসে পড়বে বোধ হয়।"

সাধনা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কে দাদামশাই?"

"তিনি দূর সম্পর্কে তোমাদের পিসীমা হ'ন। হরমোহিনীর স্বামী গণ্যমান্য একজন পদস্থ লোক ছিলেন, কিন্তু পেন্সন নিয়ে শেষ বয়সে কারবার করতে গিয়ে লোকটা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেল, সেই শোকেই তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হল। ছেলেপিলেও কেউ নেই, বিধবা হয়ে বেচারি বড় কষ্টে পড়েছে।"

সাধনা একটু ইতস্ততঃ করিয়া সংশয় জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি দাদামশাই, আপনি কিছু মনে করবেন না। তিনি এলে কি আমাকে তাঁরই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়ে চলতে হবে? আমার নিজের ইচ্ছা, নিজের স্বাধীনতা কি একেবারেই ত্যাগ করতে হবে?"

"না না তা' কেন? এখনে তুমিই এ বংশের প্রধান, তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করবার অধিকার আর কারুর থাকবে না, তবে যতই বুদ্ধিমতী হও, তুমি এখনো ছেলেমানুষ, তাই তোমার ভাল মন্দ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়ে দেবার জন্যে বাড়ীতে গিন্নিবান্নির মতন তিনি

থাকবেন। সেই জন্যই তাঁকে ডেকেছি, আর কিছু নয়। এখন শুধু তোমার নিজের বুদ্ধিবিবেচনার ওপরই আমাদের মান সম্ভ্রম আর হাজার হাজার লোকের সুখ দুঃখ সমস্ত নির্ভর করছে যে দিদি!"

সাধনা সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইয়া মৃদু কোমল কণ্ঠে বলিল, "থাক্, আর কিছু বলতে হবে না, আমি সমস্তই বুঝেছি। আপনি এখন বিশ্রাম করুন। যদিও আমার শক্তি সামান্য তবু আপনার এই বিষয়-আশয়, সম্মান প্রতিপত্তি রক্ষা করতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব দাদামশাই! আপনি শুধু আশীর্ব্বাদ করুন।"

শ্রান্ত ওঙ্কারনাথ চক্ষুমুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "আঃ! বাঁচলুম। ভগবান্ তোমায় সর্ব্বসুখে সুখিনী করুন দিদি, দত্তবংশের মুখ তুমি উজ্জ্বল করো।" সেই সময় হরিচরণ আসিয়া প্রভুর হস্তে এক টুকরা ভাঁজকরা কাগজ দিয়া বলিল, সেই ভদ্রলোকটী দিলেন।" "সেটি এখনও নড়েনি নাকি? লোকটা ভারিতো নাছোড়বান্দা দেখ্ছি।" বিরক্তিভরে ওঙ্কার নাথ কাগজের ভাঁজ খুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে নিম্নলিখিত কথাকয়টী ছিল—"নমস্কার—আমি আজ আমার নিজের কাজের জন্য আপনাকে এই অসুখের সময়ে বিরক্ত করিতে আসি নাই, আসিয়াছি শুধু আপনার পুত্রবধূ মিসেস দত্তের বিষয় কিছু বলতে, আশাকরি কয়েক মিনিটের জন্য দেখা করিতে আপনার কষ্ট হইবে না।"

কথাগুলি লিখিয়াছিল নিখিল, রাজা ওঙ্কারনাথের সহিত সাক্ষাতের আশায় নিরাশ হইয়া সে শেষে এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল।

চৌদ্দ

সাধনা যখন নিখিলকে খাবার ঘরে শোভনার কাছে রাখিয়া পিতামহের কক্ষে চলিয়া গেল, তখন নিখিলও শোভনার সান্নিধ্য ত্যাগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। তাহার উপেক্ষিতা প্রণয়িণীর সঙ্গ আজ আর তাহাকে আনন্দ দান করিতেছিল না, বরং শোভনার কাছে একা থাকিতে সে কেমন ভয় ও অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কিন্তু শোভনা নিখিলকে হাতে পাইয়া সহজে ছাড়িল না, তাহার হৃদয়-ভরা ভালবাসা নিখিল যে কি কারণে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহা শোভনা এখন পর্য্যন্ত ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই সংসারে দ্বিধায় অধীর হইয়া সে আজ মনে মনে সংকল্প করিয়াছিল, এই সুযোগে সে নিখিলের নিজের মুখে কথাটা পরিষ্কার করিয়া শুনিবে।

নিখিল আসন ছাড়িয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতেই, শোভনা তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে যে।—" নিখিল শোভনার মুখের দিকে না চাহিয়াই অনাগ্রহের ভাবে কহিল, "কি কথা শোভনা?—আমার যে এখন একটুও সময় নেই।" "সময় করতে হবে বসো।" শোভনার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় বাধ্য হইয়া নিখিল পুনরায় পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করিল। শোভনা তাহার পাশে বসিয়া একবার এদিক ওদিক চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "নিখিল, তুমি সত্যি করে' বলো, তুমি কি আমাকে এখনো ভালবাসো?—"

মনের ভিতর যাহাই থাকুক, নিখিল ফোঁস করিয়া একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া সদুঃখে বলিল, "আমার ভালবাসায় তুমি সন্দেহ করছ শোভনা? আমি শুধু এখনই কেন, ভবিষ্যতেও চিরদিন মনে মনে তোমাকেই ভালবাসব, তোমার আরাধনা করব, কিন্তু সেই একনিষ্ঠ ভালবাসা আমাকে আমার কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করতে কখনই পারবে না" "কিন্তু এমন ভাবে,

নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে একটা প্রাণের সমস্ত সুখ আশা ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া, এইটেই কি তোমার কর্ত্তব্য হ'ল নিখিল? আঃ! নিখিল! তুমি জানো না, আমি কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা ভোগ করছি। আমি যে তোমাকে ছাড়া এ জগতে আর কিছুই কামনা করিনি, আমার সুখ সৌভাগ্য, ধন সম্পদ্ সমস্তই যে তুমি!"

বলিতে বলিতে শোভনার ইন্দীবর নয়ন দুটী ব্যথার অশ্রু জলে ভরিয়া উঠিল। সেই ব্যথিতা তরুণীর বিষাদকরুণ সৌন্দর্য্যের নিখুঁত ছবি, নিখিলকে পুনরায় বিচলিত করিয়া তুলিল। তাহার রূপমুগ্ধ-চিত্তে পুনর্ব্বার মোহের সঞ্চার হইল। সেই রূপের প্রতিমাটীকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য তাহার মনে প্রবল আশঙ্কা জন্মিল, কিন্তু নন্দনপুরের জমীদার হইবার আশা সে তো পরিত্যাগ করিতে পারিবে না!

আহা! এই সৌন্দর্য্যময়ী শোভনা যদি সাধনার স্থানে হইত! ভগবানের এই অবিচারের জন্য নিখিল মনে মনে তাঁহাকে বিস্তর গালি দিল। শোভনার রূপের প্রলোভনের কাছে আর বেশীক্ষণ থাকিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। সে ক্ষুব্ধ ব্যথিত স্বরে বলিল, আমি তোমার মন জানি, শোভনা,—জানি আমার এই নিষ্ঠুরাচরণে তুমি কত ব্যথা পেয়েছ, কিন্তু কি করি বল আমি নিরুপায় আমি বাধ্য হয়েই—"

সেই সময় গিন্নিঝি আসিয়া নিখিলকে নিষ্কৃতিদান করিল। নিখিল গিন্নিঝিকে বলিল, "হরিচরণকে একবারটী ডেকে দিতে পারো?" গিন্নিঝি তৎক্ষণাৎ হরিচরণকে ডাকিয়া আনিল।

নিখিল নোটবুকের একখানা পাতা ছিঁড়িয়া পেন্সিল দিয়া পূর্ব্বোক্ত কয়টী ছত্র লিখিয়া হরিচরণের হাতে দিয়া বলিল, "এ কাগজখানা তুমি এখনই রাজাবাহাদুরকে দাও গিয়ে।" হরিচরণ মনিবের ব্যবহারে স্পষ্টই বুঝিয়াছিল, তিনি এ লোকটার উপর নারাজ। তাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "রাজাবাহাদুর যে আপনার সঙ্গে দেখা করেন, তাতো

বোধ হয় না, তবে—" "এই চিঠি পড়লে তিনি আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করবেন।" "কিন্তু হুজুর, তিনি এখন বড় অসুস্থ, বড় দুর্ব্বল, এ অবস্থায় তাঁকে বার বার বিরক্ত করা কি আপনার উচিত?"

নিখিল এবার অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। বড় লোকের চাকর গুলো ও কম না? সে বিরক্ত ভাবে কহিল, "তোমাকে তো আমি উপদেশ দিতে ডাকিনি বাবু! যাও চিঠিখানা এখনি তাঁকে দাও গিয়ে।"

হরিচরণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রাজা বাহাদুরের কাছে চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই আসিয়া জানাইল কর্ত্তা নিখিলকে ডাকিতেছেন।

তাহার সহিত হলের ভিতর দিয়া যাইবার সময় সেই সুবৃহৎ কক্ষের মহার্ঘ দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সমুহ ও বহুমুল্য আসবাব পত্র দেখিয়া নিখিলের চক্ষু লোভে জ্বলিয়া উঠিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যেমন করিয়া যে উপায়ে হউক, সে সাধনাকে বিবাহ করিয়া এই রাজ দুর্ল্লভ বিপুল সম্পদের অধিকারী হইবে।

সেই সময় সাধনা ও পিতামহের কক্ষ হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল। নিখিলকে যাইতে দেখিয়া সে একটু বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, "দাদা মশাইয়ের ভারি অসুখ, তুমি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ?"

"হাঁ, তিনি আমাকে ডেকেছেন।"

সাধনা কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন ভাবে কহিল, "কিন্তু এসময়ে তাঁর মেজাজের ঠিক না থাকাই সম্ভব, নিখিল! তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যাতে তিনি বিরক্ত হন, এমন কোনও কথা তুমি বলবে না!"

"না সাধনা! আমা হ'তে তোমার দাদা মশায়ের কোনই অনিষ্ট হবে না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো।"

নিখিলেশ রাজা ওঙ্কারনাথের ঘরে প্রবেশ করিয়া অতিমাত্র বিনয়ের সহিত তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল।

রাজা ওঙ্কারনাথ কোনও রূপ সৌজন্য প্রকাশ করিলেন না।

নিখিলের দিকে একবার সুতীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে স্ত্রীলোকটা কি এখনো বেঁচে আছে নাকি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ আমার সঙ্গে তাঁর কালই দেখা হয়েছিল।"

"তাকেও কি সঙ্গে করে এনেছ ?"

"না মশাই, মিসেস দত্ত এখনো জানেন না যে তিনি আপনার পুত্রবধূ। আমি তা'কে একথা জানতে দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিনি।"

"কেন ?"

নিখিল একটু ইতস্ততঃ করিয়া সসঙ্কোচে কহিল, "বাস্তবিক তিনি আপনার পুত্রবধূ বটে, কিন্তু তা'র পরিচয়—

"তা'র প্রকৃত পরিচয় কি তুমি জানো ?"

আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি একজন অভিনেত্রী, এই কলকেতা সহরেই—"

"অভিনেত্রী!" রাজা ওঙ্করনাথের অপ্রসন্ন মুখ আরো অন্ধকার হইয়া উঠিল, অপরিসীম দারুণ ঘৃণায় ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া গেল।

নিখিলেশ মনে মনে বিলক্ষণ আমোদ অনুভব করিয়া বক্র দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া শান্ত ও সহজ স্বরে কহিল,—

"সেই জন্যেই আমি তা'কে জানতে দিইনি, যে তিনি আপনার পুত্রবধূ আর নন্দনপুরের ভাবী রাণীর গর্ভধারিণী।"

"কিন্তু সে তোমার কাছে কেন এসেছিল !"

"মেয়েদের খোজে আর কিছু সাহায্যের প্রত্যাশায়। তিনি অর্থাভাবে এখন বড় বিপন্ন, তাই আমি কিছু টাকা দিয়ে তা'কে সেইখান থেকেই বিদায় করে দিয়েছি, এখানে আনা সঙ্গত বোধ করিনি।"

"ভাল এবেলা তুমি আমার বাড়ীতেই থাকতে পারো। তোমার সঙ্গে আমার আরো কথা আছে, কিন্তু এখন আমি বড় শ্রান্ত।"

নিখিল হৃষ্টচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। ওঙ্কারনাথ পুনরায় গম্ভীর মুখে রূঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "আর দেখো, তোমার মুখ যদি বন্ধ রাখ্‌তে পারো,

তাহলে তোমার লাভ বই লোকসান নেই, আমি তোমাকে সুখী করব। কিন্তু আমার ইচ্ছানুসারে যদি চল তবেই,—ভয় দেখিয়ে আমার কাছে তুমি কিছুই আদায় করতে পারবে না। বুঝলে?—আচ্ছা যাও,—খাওয়া দাওয়া এবেলা এখানেই করো। আর আমার চাকর হরিচরণকে একবার ডেকে দিও।"

নিখিল সসম্মানে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। এবং ক্ষণপরেই হরিচরণ আসিয়া প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

ওঙ্কারনাথ বলিলেন, "দেখো হরিচরণ! তুমি সরকারকে গিয়ে বল যেন তিনি মিঃ চ্যাটার্জীকে এখনি টেলিফোন করে' দেন, যত শীঘ্র সম্ভব এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে, কোনও মতে যেন দেরী না হয়।" হরিচরণ প্রভুর আজ্ঞা পালনার্থে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেল।

রাজা ওঙ্কারনাথের কক্ষ হইতে ফিরিবার সময় নিখিলের সহিত সাধনার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইল। নিখিলের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষাতেই সে যেন তখনও সেই হলে' একাকিনী দাঁড়াইয়াছিল।

তাহাকে দেখিয়া নিখিলেশ প্রফুল্ল মুখে কহিল, "তোমার দাদামশাই আমার আসাতে অসন্তুষ্ট হননি সাধনা? বরং সন্তুষ্টই হয়েছেন।"

"সত্যি নাকি?"

"হ্যাঁ, আমার সঙ্গে তাঁর অনেক কথা আছে, তাই আপাততঃ এইখানেই থাক্‌তে বল্লেন।"

"থাক্‌তে বল্লেন? এইখানে তাঁর বাড়ীতে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু এর জন্যে তুমি এত আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন সাধনা? আমি নিজের গরজে তো আসিনি, এসেছি তোমাদেরই মঙ্গলোদ্দেশে, শোভনা কোথায়? তাকে দেখছি না যে?"

"তার বড্ড মাথা ধরেছে, তাই নিজের ঘরে গিয়েছে।"

"আহা বেচারি!" নিখিল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সহানু-

ভূতি কোমল কণ্ঠে বলিল, "আশা ভঙ্গ হয়ে সে বড় ব্যথাই পেয়েছে, কিন্তু আমি কি করি? উপায় নেই।—অবশ্য মিথ্যে প্রেমের অভিনয় করে' আমি শোভনাকে আপাততঃ ভুলিয়ে রাখতে পারতুম, কিন্তু সেইটেই কি উচিত? তুমি কি বল সাধনা?" কথাটা বলিয়াই নিখিল একদৃষ্টে সাধনার আয়ত সুস্থ শান্ত নয়ন দুটীর পানে অপলকে চাহিয়া রহিল।

সে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া সাধনা তাড়াতাড়ি চক্ষু অবনমিত করিয়া বলিল, "না, প্রতারণা করে' আজ অবধি পৃথিবীতে কেউ সুখী হতে পারেনি। প্রতারণা না করে' তুমি ভালই করেছ। আজ কি শোভনার সঙ্গে তোমার এ বিষয়ে কোনও কথা হয়েছিল!"

"না, তা'র সঙ্গে এসব কথা বলতে আমার আর যেন সাহস হয় না। তার বিষণ্ণ করুণ মূর্ত্তিখানি আমাকে বড়ই ব্যথা দেয় সাধনা! আমার মনে আজ বড় দুঃখ, বড়ই অনুতাপ হচ্ছে। আমার এ ভুল আমি দু'দিন আগে কেন বুঝলুম না? রূপজ মোহকে প্রেম মনে করে' সরলা বালিকাকে কেন মিছে আশায় প্রলুব্ধ করলুম? আশ্চর্য্য! আমার মন আমি নিজেই বুঝতে পারিনি!"

কথাটা শুনিয়া সাধনা সহসা কিছু বলিতে পারিল না। সে শোভনাকে যেরূপ স্নেহ করিত, সেরূপ ভগিনী স্নেহ এ সংসারে দুর্ল্লভ, কিন্তু সেই আদরের ভগিনীর সেই প্রণয়াস্পদের এই প্রেমহীনতার পরিচয় পাইয়া তাহার যতখানি দুঃখিত হওয়া উচিত, তাহা তো হইলই না, বরং নিখিলের মুখে আজ এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি শুনিয়া সাধনা মনে মনে একটা সান্ত্বনা ও স্বস্তি অনুভব করিল। সঙ্গে সঙ্গে নিখিলের উচ্চ মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া তাহার প্রেম-পূর্ণ কোমল চিত্ত নিখিলের দিকে আরো গভীরভাবে আকৃষ্ট হইল।

তথাপি সাধনা যে নিখিলের সহিত কখনও বিবাহিত হইতে পারে, এ আশা, এ পরিকল্পনা তখন পর্য্যন্ত সাধনার মনেও উদয় হয় নাই।

সাধনাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া নিখিল বলিল, "তুমি বোধ হয় শুনে সুখী হবে সাধনা, আমার সম্বন্ধে রাজাবাহাদুরের যে একটা মন্দ ধারণা ছিল, সেটা আর নেই, তিনি এখন আমার ওপর ভারি সদয়। এ রকম মন্দ ধারণা কখনই হত না, যদি তোমার বাবা তাঁর কাছে আমার বিরুদ্ধে না লাগাতেন—"

"বাবা তোমার বিষয় তাঁকে কি বলেছিলেন ?"

"তা, বলতে পারি না, তবে কিছু বলেছিলেন, নিশ্চয়ই, নইলে খামোখা আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন কেন ? যাই হক, তোমার ঠাকুরদাদা যে এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন, এই আমার সৌভাগ্য। আজ ডাক্তার তাঁর বিষয় কি বল্লেন জানো ?"

সাধনা বিমর্ষভাবে কহিল, "ভাল নয়, দাদামশায় আর বেশী দিন বাঁচছেন না, আঘাতটা বড় সাংঘাতিক লেগেছে কি না ?"

"হ্যাঁ, আঘাতটা শুধু শরীরেই লাগেনি, তাঁর মনেও লেগেছে। এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোক তো বড় একটু খানি কথা নয় ?

"তা' বই কি, তবু দাদামশায়ের শরীর খুব শক্ত ছিল, তাই এখনও টিঁকে আছেন।"

নিখিল বিষণ্ণ সাধনাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য বলিল, "তুমি এখানে একলাটী বসে কি করবে সাধনা ! চলনা তোমাদের বাগানটা একবার দেখে আসি, ভারি, চমৎকার মনোরম স্থান।"

সাধনা আপত্তি করিয়া বলিল, "না নিখিল ! আমার মনের এখন স্থিরতা নেই একে আমাদের জীবনের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, তার ওপর দাদামশাইয়ের এই অসুস্থ আশাহীন অবস্থা, আমি বাস্তবিক বড়ই ঘাবড়ে গিয়েছি।"

"তোমার মনের ভাব বেশ বুঝতে পারছি সাধনা ! আমি যে তোমার দুঃখের দুঃখী, ব্যাথার ব্যথী—"

অতি কোমল গাঢ় স্বরে কথা কয়টী বলিয়া নিখিল কেমন একরূপ আশ্চর্য্য মোহবিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সাধনার দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিতেই সাধনার অন্তঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। কি এক অপূর্ব্ব পুলকাবেশে আবিষ্ট হইয়া তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল। নিখিলের চক্ষের মধ্যে সম্মোহন শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে নাকি?

"আমি এখন শোভনার কাছে যাচ্ছি, দুপুরে আবার দেখা হবে!" বলিয়া সাধনা উদ্বেলিত চিত্তাবেগ সম্বরণ করিবার উদ্দেশে তাড়াতাড়ি নিখিলের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

পনেরো

রাজা ওঙ্কারনাথের সলিসিটার অবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওরফে মিঃ এ, সি, চ্যাটার্জী টেলিফোনের ডাক পাইবামাত্র আর কালবিলম্ব না করিয়া, হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ নন্দনপুর যাত্রা করিলেন, এবং নন্দন প্রাসাদে পঁহুছিয়া প্রথমেই পীড়িত রাজাবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে বসিতে বলিয়া ওঙ্কারনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "উইল সংক্রান্ত কাজ সব হয়ে গেছে কি ?"

আজ্ঞে হ্যাঁ, সমস্তই ঠিক হয়ে গেছে। এখন আপনার শরীর কেমন ? হঠাৎ ডাক পেয়ে বড় উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম—"

"আমার শরীর তো দেখছই, বড় জোর আর দু'একদিন টিকে আছি। যাক্, তোমার চেষ্টায় সব কাজ খুব তাড়াতাড়িই হয়ে গিয়েছে, এতটা আমি আশা করিনি। কিন্তু আবার এক নূতন উপসর্গ উপস্থিত—"

চ্যাটার্জী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি ?"

"এতকাল পরে সেই স্ত্রীলোকটী আত্মপ্রকাশ করেছে—"

"কে ?"

"আমার মৃত পুত্রের স্ত্রী।"

"ওঃ! আপনার মুখে সেদিন তাঁর বৃত্তান্ত শুনে পর্য্যন্তই আমার মনে এই রকম একটা আশঙ্কা হয়েছিল। তিনি কি এখানে এসেছেন নাকি ?"

"না, আসেনি, তবে ভবিষ্যতে এসে জ্বালাতন করতে পারে। আপনাদের আইন অনুসারে আমার বিষয় সম্পত্তির ওপর তার কি এখন দাবী-দাওয়া আছে ?

"মিঃ চ্যাটার্জী একটু চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, দাবী-দাওয়া বিশেষ কিছু নেই তার কারণ তিনি পতিতা। তবে তিনি যখন আপনার পুত্রের বিবাহিতা ধর্ম্ম পত্নী, তার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় দিতে হয়তো আপ-

নাকে বাধ্য হতে হবে কিন্তু এ বিষয় আমি আপনাদের কাগজ পত্র না দেখে ঠিক বল্‌তে পারছিনা।"

"দেখ্‌বার শোনবার এখন আর তো সময় নেই। আবার আর এক উড়ো আপদ এসে জুটেছে যে।"

"সে আবার কে ?"

ওঙ্কারনাথ তখন নিখিল ও তাঁহার পুত্রবধূ ঘটিত ব্যাপার সলিসিটারকে জানাইলেন,—বলিলেন, "ও পাপকে আমি শীঘ্রই বিদায় করতে চাই মিঃ চ্যাটার্জী, ও লোকটা বড় সাংঘাতিক। আমার পুত্র-বধূকে মধ্যস্থ ক'রে সে একটা বড় রকম দাঁও মারতে চায়। আমি মনে করলে তাকে গলাধাক্কানি দিয়ে এই দণ্ডে দূর করে' দিতে পার্‌তুম, কিন্তু তা'র হাতে এমন ক্ষমতা আছে, যার কাছে আমার জোরজবরদস্তি খাটবে না। ওকে এখন কিছু টাকা দিয়ে বিদেয় করে দেওয়াই ভাল।"

"আপনি আপনার পুত্রবধূর জন্যে ভয় পাচ্ছেন।"

"হ্যাঁ সে তো আছেই। কিন্তু তাছাড়া ভয়ের আরও একটা কারণ আছে। আমার ছোট পৌত্রী শোভনা তাকে ভালবাসে, তাদের বিয়ের নাকি ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অমন একটা স্কৌণ্ড্রেলের সঙ্গে আমার নাতনী বিবাহিত হয় সেটা আমি চাই না, তার পর বড়টী, সাধনা, সে যখন এতবড় একটা জমীদারীর মালিক তখন ও ধূর্ত্ত যে তাকেও হাত করবার চেষ্টা করবে না, তারই বা ঠিক কি ; মেয়েদের তো অত তলিয়ে দেখবার ক্ষমতা নেই, তারা ভালবাসা ভালবাসা করেই পাগল। ও লোকটা কে এখানে আসা যাওয়া করতে দেওয়া নিরাপদ নয় বিশেষতঃ ওর হাতে যখন একটা খারাপ স্ত্রীলোক রয়েছে—"

"ওর জন্যে আপনি ভাববেন না, কিছু মোটারকম দক্ষিণা পেলেই ও লোকটা চলে যাবে তবে আপনার পুত্রবধূর বিষয়টা ভাবনার কারণ বটে। আপনার কি অভিপ্রায় ?"

"আমার ইচ্ছা, তা'র খরচ পত্রের কিছু ব্যবস্থা করে তাকেও এখন দূরে সরিয়ে দেওয়াই ভাল। কারণ মেয়েদের আমি জানতে দিতে চাই না যে তাদের গর্ভধারিণী এখন ও জীবিত আর সে ঐ রকম কুচরিত্রা।"

মিঃ চ্যাটার্জ্জী ক্ষণেক ভাবিয়া বলিলেন, "বেশ তাই হবে আমি আপনার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করব। কিন্তু আমার মতে মেয়েদের কাছে তাদের মায়ের বিষয় একেবারে গোপন না রাখলেই ভাল হ'ত। তাহলে এর পর হয় তো এই বিষয় নিয়ে ঐ নিখিল লোকটা মেয়েদের জ্বালাতন করতে পারে।"

"তুমি নিজে যা ভাল বিবেচনা করবে, তাই করো চ্যাটার্জ্জী। আমার এখন ভাল মন্দ ভাববার সময় বা শক্তি কিছুই নেই। তবে তুমি ও আপদ্‌টাকে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে' দাও, আমার ইচ্ছে নয় যে ও আর এক মুহূর্ত্তও আমার বাড়ীতে থাকে। আর হ্যাঁ, দেখ, ও লোকটা তাকে কিছু টাকা কড়ি দিয়েছে বললে, যা দিয়েছে হিসেব করে' বেবাক মিটিয়ে দিও।"

"আচ্ছা, আমি সমস্তই ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি বিশ্রাম করুন। এখন প্রথমে আমার একবার আপনার পৌত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে হবে, আর সেই লোকটার—"

"তোমাকে বল্লুম তো, তুমি এখন যা খুসী তাই কর্‌তে পারো, আমার বাড়ী, আমার কাজ তুমি এখন নিজের বলেই মনে করো। তোমার ভরসাতেই সব ছেড়ে যাচ্ছি, আমার আশা বৃথা।"

চ্যাটার্জ্জী অভিবাদন করিয়া উঠিতেছিলেন, রাজা ওঙ্কারনাথ সহসা তাঁহার হাতখানি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া মিনতিপূর্ণ শ্রান্তকণ্ঠে কহিলেন, "চ্যাটার্জ্জী! তোমাকে আমি কখনো পর ভাবিনি, নিজের ছোট ভাই বলেই মনে করি। তাই আজ থেকে আমি সমস্ত ভার তোমাকেই দিলুম, আমার ষ্টেটের উন্নতি অবনতি, বংশের গৌরব সম্মান মেয়ে দুটীর

ভবিষ্যৎ সমস্তই এখন তোমার উপর নির্ভর করছে, আমার আর সময় নেই—”

মিঃ চ্যাটার্জ্জী বৃদ্ধের শীরাবহুল শীর্ণ কম্পিত হাতখানি সসম্ভ্রমে ললাটে স্পর্শ করিয়া শ্রদ্ধা সহানুভূতিপূর্ণ বিনীতকণ্ঠে কহিলেন, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন রাজাবাহাদুর। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যে কাজ এত দিন আমার পিতা, পিতামহ সম্মান আর বিশ্বস্ততার সহিত করে গেছেন, সে কাজ আমিও আমার প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের ঘরের কাজ মনে করেই নির্ব্বাহ করব। আপনার বংশের মানসম্ভ্রম, আর পৌত্রী দুটীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার ভার আমি আজ সন্তুষ্টমনে গ্রহণ করলুম্। আপনি এখন নিরুদ্বিগ্ন মনে বিশ্রাম করুন।”

ডাক্তার এবং সুশ্রুষাকারিণীকে রাজাবাহাদুরের ঘরে পাঠাইয়া দিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জী নিখিলের সন্ধানে গমন করিলেন। নিখিল তখন লাই-ব্রেরীতে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। আগন্তুককে দেখিয়া সে কাগজখানা রাখিয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, “আমি রাজা ওঙ্কার নাথ বাহাদুরের সলিসিটার, অবিনাশ চন্দ্র চ্যাটার্জ্জী। তিনি একটা কাজের জন্য আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর পুত্রবধূকে আপনি নাকি কিছু অর্থ সাহায্য করেছেন? সে টাকা কত, তা জানতে পারলে আমি এখনই দিয়ে ফেলি।”

নিখিল প্রত্যাভিবাদন করিয়া আগ্রহের সহিত বলিল, “ওঃ সেটা সামান্য তার জন্যে ভাবনা নেই। আমি আমার কর্ত্তব্য মনে করেই সেই বিপন্ন স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করেছিলুম।”

নিখিলকে দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া লোকটা যে বাস্তবিক একজন ফন্দীবাজ ও ধূর্ত্ত, সে বিষয়ে মিঃ চ্যাটার্জ্জীর মনেও সন্দেহ রহিল

না। তিনি বলিলেন, "কিন্তু রাজা ওঙ্কারনাথের পুত্রবধূ আপনার ভিক্ষা কেন গ্রহণ করবেন ?"

"কি ভয়ানক কথা ! আপনি কি সেই পতিতা স্ত্রীলোকের সম্পর্কও সত্যকার পরিচয় প্রদান করে, তার যথার্থ অধিকার প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন ?" উত্তেজিত ত্রস্ত স্বরে নিখিল বলিল, "রাজা বাহাদুর কি আপনাকে বলেননি যে মিসেস দত্তকে তাঁর যথার্থ পরিচয় জানাতে তিনি অনিচ্ছুক ? তিনি এখন যেমন অন্ধকারে আছেন, তেমনই থাকুন, আমার মতেও সেইটেই সঙ্গত বোধ হচ্ছে।"

চ্যাটার্জ্জী গম্ভীরমুখে বলিলেন, "কি সঙ্গত, আর কি অসঙ্গত, সে আমি বুঝব। মিসেস দত্তর ঠিকানা আপনার কাছে আছে তো ? আমি তা'র সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

চতুর নিখিল সলিসিটারের মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া যেন তাঁহার মনের ভাব জানিয়া লইল। তার পর মনে মনে ফন্দী আঁটিয়া নিছক মিথ্যা কথা বলিয়া বসিল, "তাঁর ঠিকানা ? ওহো ! বড় ভুল হয়ে গেছে মশাই ! মিসেস দত্ত তাঁর পুরেনো বাসা যে শীঘ্রই বদল করবেন বলেছিলেন,—"

"তাঁর পুরোনো বাসার ঠিকানা তো জানেন ? তাই দিন।"

"না মশাই, তাও জানি না, তাঁর ঠিকানা নেওয়াটা আমি তখন দরকার বিবেচনা করিনি।"

"যাক্, তাহলে এখন আপনার টাকার হিসাবটা শীঘ্র করে ফেলুন, আমার আর সময় নেই।"

নিখিল দেখিল তাহার অভিসন্ধি যদি নাই খাটে, তবে এই সুযোগে কিছু অর্থলাভ করিতে পারিলে মন্দ কি ? মিথ্যা কথা তাহার মুখে বাধিত না, তাই মিসেস দত্তকে সে যত টাকা দিয়াছিল তাহার দ্বিগুণ হিসাব দেখাইল। মিঃ চ্যাটার্জ্জী বিনা আপত্তিতে তাহার

প্রার্থিত অর্থ দান করিয়া বলিলেন, "মিসেস দত্তর ঠিকানাটা যদি আমাকে দিতে পারেন,তাহলে আপনার লাভ বই লোক্সান নেই বুঝবেন ?"

নিখিল বলিল, "তাঁর ঠিকানা যদি পাই, তাহলে আপনাকে নিশ্চয়ই জানাব।"

"আচ্ছা, আপনি এখন আসতে পারেন, আপনি মিসেস দত্তকে অসময়ে সাহায্য করেছেন, সে জন্যে আমি রাজাবাহাদুরের হয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

মিঃ চ্যাটার্জ্জী লাইব্রেরী হইতে বাহির হইয়া নিখিলের বহির্গমনের প্রতীক্ষায় "হলে" দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিখিল লাইব্রেরী ঘর হইতে বাহির হইল বটে, কিন্তু বিদায় লইবার কোনই লক্ষণ প্রকাশ করিল না। চ্যাটার্জ্জী জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাচ্ছেন নাকি ?" নিখিল তাঁহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া ভয়ানক চটিয়াছিল, তাহার চক্রান্তের মধ্যে এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী, আইন ব্যবসায়ী লোকটীর আবির্ভাব সে বড়ই দুর্লক্ষণ মনে করিতেছিল। কিন্তু মনের বিরক্তি মনেই চাপিয়া সে যেন সংযত ভাবেই কহিল, "হ্যাঁ যাচ্ছি, আগে মিস্ দত্তদের কাছে বিদায় নিয়ে আসি।"

"কোন ও দরকার নেই, আমি আপনার হয়ে তাঁদের বলে দেব—"

"কি বলেন মশাই ? যাঁরা আমার এত যত্ন আদর করলেন, তাঁদের একবার না বলে যাওয়াটা কি ভদ্রতার কাজ ?"

সেই সময়ে শোভনা হলের দিকে আসিতেছিল। সে নিখিলকে দেখিয়া বলিল, "তুমি কি যাচ্ছ নাকি ?"

"হ্যাঁ আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু এই ভদ্রলোকটী বাধা দিলেন। ইনি তোমাদের সলিসিটার—"

শোভনাকে দেখিবামাত্র চ্যাটার্জ্জী শশব্যস্তে এগাইয়া গেলেন, এবং তাহাকেই নন্দনপুরের ভাবী অধিশ্বরী মনে করিয়া কর যোড়ে নত মস্তকে অভ্যর্থনা করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনি কি—"

শোভনা ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "আমি শোভনা দত্ত আমার দিদি এখনি আসছেন।"

চ্যাটার্জ্জী কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "এই ভদ্রলোকটী তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছুক।"

"নিখিল, এতক্ষণে জো পাইয়া নিজেই উপযাচক হইয়া বলিল, "এঁরা দুই ভগিনীই আমার সঙ্গে বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ। তোমার মাথাটা ছাড়ল শোভনা ?"

শোভনা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "আমরা চা খেতে যাচ্ছি তুমি ও এসোনা ;" তার পর চ্যাটার্জ্জীর দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "আপনার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে আপনিও—"

"আপত্তি কিছুই নেই চলুন।"

বাস্তবিক চ্যাটার্জ্জীর তখন চা পানের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিখিলের প্রতি মেয়েদুটীর মনের ভাব কিরূপ তাহাই লক্ষ্য করিবার জন্য তিনি তাহাদের সঙ্গী হইলেন। তাহারা চায়ের টেবিলে পৌছিবার অব্যবহিত পরেই সাধনা আসিয়া যোগ দিল। নিখিল ও শোভনার সহিত আর এক জন অপরিচিত প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোককে দেখিয়া সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিখিলের দিকে চাহিল। নিখিল তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিল। মিঃ চ্যাটার্জ্জী সাধনাকে সসম্মানে অভিবাদন করিল। সাধনা ও সৌজন্য ও বিনয় প্রকাশ করিয়া চ্যাটার্জ্জীকে অভ্যর্থনা করিল এবং তাঁহাকে চা পান করিতে অনুরোধ করিল!

তিনজনের মধ্যে কেহই বেশী বার্ত্তালাপ করিতেছিল না। চ্যাটার্জ্জী নীরবে চা পান করিতে করিতে বিশেষ মনোযোগ সহকারে মেয়েদুটী ও নিখিলের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিলেন। শোভনা যে নিখিলকে ভালবাসে তাহা রাজা বাহাদুরের প্রমুখাৎ তিনি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সাধনার ভাবগতিক দেখিয়া তাহার মনে আর এক

সন্দেহ উপস্থিত হইল। সাধনা যেরূপ অতিরিক্ত আগ্রহ ও আদরের সহিত নিখিলকে নিজের হাতে চা ঢালিয়া দিতেছিল, যেরূপ সানুরাগ সপ্রেম দৃষ্টিতে নিখিলের পানে ক্ষণে ক্ষণে চাহিয়া দেখিতেছিল, এবং তাহার সহিত নিখিলের দৃষ্টি বিনিময় হইবামাত্র সে যেরূপ উচ্ছ্বসিত পুলকে, সরমে, লাজ নম্রলতার মত অবনত হইয়া পড়িতেছিল, দেখিয়া চ্যাটার্জ্জী স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, এ মেয়েটীও নিখিলের অনুরাগিণী। শঙ্কিত উদ্বিগ্ন হইয়া চ্যাটার্জ্জী আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, এ ধূর্ত্ত লোকটা এদের দুজনকেই এক সঙ্গে প্রেমের ফাঁদে জড়িয়েছে?—হা ভগবান!

মিঃ চ্যাটার্জ্জীর বয়সের চেয়েও অভিজ্ঞতা আরো অধিক ছিল, সেই অভিজ্ঞতা বলে তিনি বেশ বুঝিতেছিলেন এই তুখোড় লোকটার কবল হইতে মেয়ে দুটীকে উদ্ধার না করিতে পারিলে তাহাদের নিজের এবং ষ্টেটের মঙ্গল সম্ভাবনা এক্ষণে সুদূরপরাহত। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা করিবেন? নিখিলের যে রমণী-হৃদয় জয় করিবার শক্তি অসাধারণ, তাহা তাহার চক্ষুদুটী ও দৃষ্টির ভঙ্গী দেখিয়াই বেশ অনুমান করা যায়। নিখিল সেই বিমোহন চক্ষুদুটীতে সাধনার দিকে চাহিয়া "আমি মনে করছি, এখন দু একদিন এইখানেই থেকে যাই—" এই বলিয়া পরক্ষণেই চ্যাটার্জ্জীর অপ্রসন্ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল "এখানে তোমার পিতামহের অতিথিশালায় থাকবার আর খাবার বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত আছে শুনেছি, আমি যে কদিন থাকি, সেই খানেই থাকব।"

চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "কিন্তু আপনি শুনেছি ব্যবসাদার লোক, সেখানে আপনার কাজের কোনও ক্ষতি হবে না?"

"ক্ষতি হলেই বা কি করব? এ সময় এঁদের একলা ছেড়ে যাওয়াটা কি উচিত? আপনি তো জানেন না, এঁদের পিতা, স্বর্গীয় দত্তমশাই আমাকে কি রকম স্নেহ করতেন!"

মিঃ চ্যাটার্জ্জী অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন "তা যদি নেহাত থাকতেই হয় তাহলে অতিথিশালাতেই বন্দোবস্ত করুন গে। এখানে সুবিধে হবে না। পিতামহের অসুখে ওরা দুজনেই বড় ব্যস্ত আছেন, এসময় বাইরের লোক থাকলে—"

সাধনা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কিন্তু ইনি তো বাইরের লোক নয়, আমাদের পিতৃবন্ধু, সেজন্যে এঁর কথা স্বতন্ত্র।"

"ওঃ। আমাকে মাপ করবেন সাধনা দেবী! এঁর সঙ্গে যে আপনাদের এতটা আত্মীয়তা আছে, তা' আমার জানা ছিল না, কিন্তু যাই হউক আপনাদের এই বিপদের সময়ে গোলমাল যত কম হয়, আমার মতে—"

বাধা দিয়া নিখিল রুক্ষস্বরে কহিল, "এই বিপদের সময়ে এঁদের সাহায্য দেবার সান্ত্বনা দেবার জন্যেও তো একজন কাছে থাকা চাই?"

"সে জন্যে আমি রয়েছি, আমার কর্ত্তব্য কাজ আমি ভাল করেই করব।"

"হাঁ। তাতো করবেনই, কিন্তু আপনি করবেন পয়সা নিয়ে স্বার্থের অনুরোধে, আর আমি করব ওঁদের বন্ধুভাবে, নিঃস্বার্থ হ'য়ে।" উত্তেজিত তিক্ত কণ্ঠে কথাগুলি বলিয়া নিখিলেশ দারুণ বিরক্তিতে চ্যাটার্জ্জীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। নিখিলের যদি কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তাহার এই ভাগ্যগগনের ধূমকেতুটাকে নখে টিপিয়া মারিত।

সলিসিটার মহাশয়ের নিখিলের প্রতি এই অশিষ্ট আচরণ শোভনা ও সাধনা দুইজনকেই দুঃখিত করিয়াছিল, কারণ তাহারা দুইজনেই নিখিলকে ভালবাসে। শোভনা মুখে কিছু না বলিলেও সাধনা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে নিখিলের কথায় সায় দিয়া বলিল, "না নিখিল আমাদের এই বিপদের সময়ে ছেড়ে যাওয়াটা তোমার কোনও মতেই উচিত হয় না। মিঃ চ্যাটার্জ্জী আপনি আমাদের সাহায্য দিতে এসেছেন

সে জন্যে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই নূতন জায়গায় আমাদের একজন পরিচিত ও যথার্থ হিতৈষী বন্ধুর প্রয়োজন হতে পারে নাকি? দাদামশাইয়ের জীবনের তো কোনই ভরসা নেই।"

চ্যাটার্জ্জী নিখিলকে বিদায় করিবার আর কোনই পন্থা খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি দেখিলেন লোকটাকে যত দূর বিপজ্জনক মনে করিয়াছিলেন, সে তাহার চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ। নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সে সব কাজই করিতে পারে। কিন্তু শয়তানটা নন্দনসুখের অধিকারিণী সাধনাকে যখন হাতের মুঠায় করিয়া লইয়াছে, তখন তাহার উপর বলপ্রয়োগ চলিবে না; ছলে কৌশলে তাহাকে দূর করিতে হইবে।

নিখিল তাহার প্রথম সহায়তায় জয়লাভ করিয়া একরূপ উল্লাসভরে চ্যাটার্জ্জীর দিকে সগর্ব্বে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর "ওহো, ভুলে গেছি, একখানা চিঠি লিখবার ছিল যে!—" বলিয়া সেও সাধনার পন্থানুসরণ করিল।

'হলে' তখন আর কেহই ছিল না। নিখিল সাধনার কাছে আসিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গাঢ়কণ্ঠে কহিল, "সাধনা! তুমি আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করে আজ যে আমাকে দারুণ অপমানের হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছ, তার জন্যে তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি তোমার কাছে চিরবাধিত।"

সাধনা দুঃখিত স্বরে বলিল, "মিঃ চাটার্জ্জী নূতন লোক, তিনি আমাদের পুরোনো আলাপের কথা জানেন না তো, কিন্তু নিখিল! আমার দাদামশাই, মিঃ চ্যাটার্জ্জী সকলেই তোমার সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার করছেন কেন, সেইটেই যে আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তোমার ওপর ওদের কিসের এত আক্রোশ?

নিখিল মাথা নাড়িয়া অবজ্ঞার সহিত বলিল, "ওঃ! কুচ পরওয়া নেই! আমার সঙ্গে যে যেমনই ব্যবহার করুক তার জন্যে আমার

কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। সাধনা! শুধু তুমি যদি আমার সহায় থাক, তুমি যদি আমার হিতৈষী থাকো, তুমি যদি আমাকে আপন মনে করো, তাহলে আমি পৃথিবী সুদ্ধ লোকের অপমান অবহেলা সব তুচ্ছ করতে পারি। সাধনা! তুমি জান না—"

নিখিল তাহার সেই বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন অপরূপ চক্ষুদুটীতে সাধনার মুখের দিকে চাহিয়া উচ্ছ্বাসিত আবেগে তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিল। আবার সেই সম্মোহন কটাক্ষ, সেই রোমাঞ্চকর মোহময় স্পর্শ!

সাধনার সর্ব্ব শরীরে যেন তড়িৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল। সেই সময়ে কাহার পদ শব্দ শুনিতে পাইয়া নিখিল তাড়াতাড়ি সাধনার হাত ছাড়িয়া দিল। রাজা ওঙ্কার নাথের ভৃত্য হরিচরণ শশব্যস্তে আসিয়া রুদ্ধশ্বাসে কহিল, "রাণী দিদি!" তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল না তাহার চেহারা ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল, আতঙ্কে সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছিল!

সাধনা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে হরিচরণ!"

"রাণী দিদি! রাজা বাহাদুর আর নেই!" বলিতে বলিতে হরিচরণ কাঁদিয়া ফেলিল। এই বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্যটী তাহার রুক্ষ স্বভাব মনিবকে আন্তরিক ভালবাসিত। এবং তাঁহার মৃত্যুতে সে বাস্তবিকই বড় মর্ম্মাহত হইয়াছিল।

ভৃত্যের মুখে এই দুঃসংবাদ শুনিয়া নিখিল ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল না রাজা বাহাদুরের এই আকস্মিক মৃত্যু তাহার চক্রান্তের পক্ষে অনুকূল না প্রতিকূল?

ষোলো

"আমি দিনকতকের জন্যে একটু বেড়িয়ে আসি বাবা ?"

নিশীথের পিতা উমাপদ বাবু তাঁহার পড়িবার ঘরে বসিয়া নিবিষ্ট মনে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, পুত্রের প্রশ্নে তিনি পুস্তক নিবদ্ধ দৃষ্টি তাহার মুখের দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা কহিলেন, কেন ? কোথায় যাবে ?"

নিশীথ ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত বলিল, "এই কাছাকাছি কোথাও, বসে' বসে' আর ভাল লাগছে না। আমাদের রেজেল্টবেরুতে তো এখনো ঢের দেরি ! আপাততঃ কলকেতায় যাব মনে করেছি, তারপর অন্য কোথাও—".

"যেখানে যাও, গিয়েই ঠিকানা দিতে ভুলোনা। আর খুব সাবধানে থেকো বুঝলে ; তোমার খরচ পত্রের জন্যে যা দরকার নিয়ে নিও।—"

"হ্যাঁ বাবা ! আমি যেখানেই যাই, গিয়েই চিঠি দেব, তার জন্যে আপনি ভাবিত হবেন না।"

নিশীথ যে পিতার কাছে এত সহজে যাইবার অনুমতি পাইবে, তাহা মনে মনে আশা ও করে নাই, তাই সে হৃষ্ট অন্তরে কৃতজ্ঞ স্বরে বলিল, "তা'হলে আজই যাই বাবা ?"

"তা যাও, কিন্তু দেখো, বেশী দেরি করো না, শীঘ্রই আবার ফিরে এসো।"

"আমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরব বাবা ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

উমাপদ আর কিছু বলিলেন না, অধীত পুস্তকে পুনরায় মনঃসংযোগ করিলেন।

চিরদিন দর্শনের অধ্যাপনা করিয়া হ'ক, কিম্বা অন্য যে কারণেই হক, উমাপদবাবু সাধারণ গৃহস্থের মত কখনই সংসারের মায়ামোহে লিপ্ত হইতে

পারেন নাই। তাহার জীবনের অধিকাংশ কাল দর্শনশাস্ত্রের জটিল আলোচনায় মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছিল! তাহার উপর পত্নীর অকাল মৃত্যু তাহার শোকে ব্যথিত চিত্তকে একেবারেই অনাসক্ত ও উদাসীন করিয়া তুলিয়াছিল।

একমাত্র সন্তান নিশীথ ভিন্ন সংসারে তাহার আর কোনও বন্ধন ছিল না। গৃহধর্ম্মে নির্লিপ্ত হইলেও এই ছেলেটীর শিক্ষা দীক্ষা ও সংসর্গের দিকে উমাপদবাবুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল।

স্নেহবান্ কর্ত্তব্য পরায়ণ পিতা তাহার নিরবলম্ব প্রাণের সমস্ত স্নেহ মমতা ও যত্ন দিয়া সেই মাতৃহীন পুত্রটীকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার যত্ন ও চেষ্টা আশানুরূপ সফল হইয়াছিল। নিশীথের মত শান্ত সুধীর সংযত চরিত্র ও পিতৃপরায়ণ যুবক সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার আকৃতি প্রকৃতি অতি সুন্দর ও অনিন্দনীয় ছিল। একমাত্র সন্তান নিশীথকে উমাপদবাবু এক দণ্ড চক্ষের অন্তরাল করিতে চাহিতেন না, নিশীথ ও পিতার বড়ই অনুরক্ত ও বাধ্য ছিল।

কিন্তু আজ সে বড় দায়ে ঠেকিয়াই পিতাকে গৃহে একাকী রাখিয়া বাহিরে যাইতে চাহিল তাহার গম্যস্থান নন্দনপুর।

সাধনা ও শোভনা পুরী ত্যাগ করিবার পর নিশীথের আর সেখানে কিছুতেই মন লাগিতেছিল না। সমস্তই যেন শূন্যময় অন্ধকার ঠেকিতেছিল। প্রতীমা বিহীন মন্দিরের মত শূণ্য সাগর কুটীরের দিকে চাহিয়া নিশীথের উদাস উন্মনা চিত্ত নিবিড় ব্যথায় ভরিয়া উঠিতেছিল।

একদিন এক রাত্রি কষ্টে কাটাইয়া পর দিন সে পিতার অনুমতি লইয়া নন্দনপুরের ট্রেণে উঠিয়া বসিল। নন্দনপুর ষ্টেশনে নামিয়া নিশীথ ভাবিতে লাগিল, সে এখানে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, এবং যাইবেই বা কোথায়? রাজা ওঙ্কারনাথের গৃহে? সাধনা ও শোভনার কাছে?

হা অদৃষ্ট! সেখানে তাহার মত নগণ্য ব্যক্তির প্রবেশাধিকার কোথায়? তথাপি নিশীথ একেবারে হতাশ হইল না।

সেখানে কিছুদিন অপেক্ষা করিলে হয় তো কোন ও সুযোগে তাহার আরাধ্য দেবী শোভনার দর্শন লাভ হইলে ও হইতে পারে, এই আশায় বুক বাঁধিয়া নিশীথ রাজা ওঙ্কারনাথের প্রধান কীর্ত্তি সুবৃহৎ অতিথিশালায় আসিয়া উপনীত হইল। অতিথিশালার ম্যানাজারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, নন্দন প্রাসাদ সেস্থান হইতে বিস্তর দূর নহে। সুতরাং নিশীথ আপাততঃ সেই অতিথিশালায় থাকাই সাব্যস্ত করিল। একটা কামরায় নিজের তল্পি-তল্পা রাখিয়া দিয়া সে প্রথমেই দত্ত ভবনের পথ ধরিল।

শোভনাদের সংবাদ জানিবার জন্য তাহার প্রাণ যেন ছটফট করিতেছিল। কিয়দ্দুর গমন করিতেই নন্দন প্রাসাদের সুবিশাল গৌরবোন্নত চূড়া তাহার নয়ন পথবর্ত্তী হইল। নিশীথ যতই অগ্রসর হইতেছিল, ইন্দ্র ভবন তুল্য সুবৃহৎ প্রাসাদ খানি ততই তাহার সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, তাহার মুগ্ধ বিস্মিত মনে নিরাশার অন্ধকার ততই ঘনাইয়া আসিতেছিল।

এই সুবিশাল রাজ ভবন, এই বিপুল বিত্ত, প্রভৃতি সম্মানের অধিকারিণী এখন সাধনা ও শোভনা! নিশীথ আজ প্রথম বুঝিল, মেয়ে দুটীর ভাগ্য আজ কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং সে পৃথিবীর মধ্যে যে নারীকে সব চেয়ে ভালবাসিত, সারা মন প্রাণ দিয়া যাহাকে কামনা করিত, নিশীথের সেই চির আকাঙ্ক্ষার ধন আজ নিয়তির বিধানে তাহার কাছ হইতে কত দূরে কত দূরান্তরে গিয়া পড়িয়াছে! ঐ নন্দন প্রাসাদের সুদূর বিশাল পাষাণ প্রাচীর আজ তাহাদের মধ্যে কি বিকট, কি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ ব্যবধান এ দূরত্ব নিশীথকে নিরতিশয় ব্যথিত ও হতাশ করিয়া

তুলিল। সে বুঝিল নন্দন প্রাসাদের অধিবাসীনীদের সহিত সাক্ষাৎ লাভের আশা এক্ষণে তাহার পক্ষে একেবারে সুদূর পরাহত।

নিশীথ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তখনই মনে পড়িল রাজা ওঙ্কারনাথের সাংঘাতিক অবস্থার কথা কি জানি তিনি এখন কেমন আছেন, সাধনা ও শোভনা দুইজনেই নিশীথকে যথার্থ পরমাত্মীয় মনে করিয়া ভালবাসিত, স্নেহ করিত। এই সুখ সমৃদ্ধির মধ্যে আসিয়াও বোধ হয় তাহারা সে আত্মীয়তা এত শীঘ্র ভুলিয়া যায় নাই; অন্ততঃ তাহাদের পীড়িত পিতামহের কুশল প্রশ্ন করিতেও নিশীথের একবার নন্দন প্রাসাদে যাওয়া উচিত।

আর মানুষের ভাগ্যের কথা বলা যায় না, কি জানি যদিই তাহার ভাগ্য অনুকূল হয়, তবে—

নিশীথের নিরাশ মনে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ক্ষণ দৃষ্ট নক্ষত্রের মত একটা মৃদু ক্ষীণ আশা চকিতে জাগিয়া উঠিল। সাধনা এখন নন্দনপুরের রাণী, তাহার বিবাহ এখন সম্ভবতঃ তাহারই সমতুল্য কোনও অভিজাত বংশীয় ভাগ্যবানের সহিত সংঘটিত হইবে। কিন্তু শোভনা সে যে রাণী হয় নাই, সেজন্য নিশীথ ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ দান করিল।

নিশীথ ধনবান না হইলেও ভদ্র সন্তান ও শিক্ষিত সুতরাং শোভনাকে পাইবার আশা সে যতখানি দুরাশা মনে করিতেছে, বাস্তবিক তাহা নহে বোধ হয়। একবার চেষ্টা চরিত্র করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

এই সব আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে নিশীথ আবার মৃদু মন্থর গতিতে নন্দন প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইল।

খানিক পথ গিয়াই সে দেখিতে পাইল কে একজন ভদ্রলোক বিপরীত দিক হইতে সেই পথ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কাছে আসিতেই নিশীথ চিনিল, সে লোক আর কেহ নহে নিখিলেশ। নিশীথকে দেখিতে পাইয়া সে চকিত ভাবে বলিল, "আরে কে'ও নিশীথ নাকি? এখানে কি মনে করে'?"

নিশীথের ইচ্ছা হইল সেও জিজ্ঞাসা করে তুমি এখানে কি মনে করে' ?

কিন্তু তাহা না করিয়া সে উত্তর করিল, "রাজা বাহাদুরের অবস্থা এখন কি রকম, তাই একবার জানতে এলুম।" "ওঃ! তিনি তো মারা গেছেন!"

"মারা গেছেন? কখন্?—"

"এই মাত্র—"

সাধনা ও শোভনার এখনকার অবস্থা সঙ্কটের কথা মনে করিয়া নিশীথের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহাদের দুটি বোনকে এই অপরিচিত নূতন স্থানে এই বিষাদের সময় একটু সান্ত্বনা না দিয়া সে ফিরিয়া যায় কেমন করিয়া?

নিশীথকে তখনও নন্দন প্রাসাদের দিকে পা বাড়াইতে দেখিয়া নিখিল অসন্তুষ্ট চিত্তে রুক্ষ ভাবে কহিল, "কি? নন্দন প্রাসাদে যাচ্ছ নাকি?" "হ্যাঁ, সাধনা দেবীর এই বিপদের সময় একবার নিশ্চয় দেখা করা উচিত।"

নিখিলের অভিপ্রেত ছিল না, যে তাহার যত্ন রচিত চক্রব্যুহের ভিতর আর দ্বিতীয় কেহ প্রবেশ করে, তাই সে নিশীথকে বাধা দিবার জন্য কহিল, "ওঃ! সাধনা দেবীর সঙ্গে এ সময় তোমার দেখা হতেই পারে না, পিতামহের মৃত্যুতে তিনি এখন বড়ই ব্যাকুল আর ব্যস্ত আছেন। এখন তা'কেই সব করতে কর্ম্মাতে হবে তো?" "কিন্তু শোভনা—"

"ওঃ! বুঝেছি, তুমি শোভনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছ, ঠিক কিনা?" নিশীথের মুখে শোভনার কথা শুনিয়া নিখিলের মনে পড়িয়া গেল সে শোভনাকে ভালবাসে এবং শুধু তাহার জন্যই এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে। অমনি নিখিলের মনের ভাব নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

শোভনার প্রতি নিশীথের এই অনুরক্তি, তাহার এখনকার চক্রান্তের

পক্ষে প্রতিকূল তো নহেই, বরং অনুকূল। মনে মনে একটা মতলব আঁটিয়া নিখিল কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া সহাস্যে কহিল, "আমি তোমাকে এর জন্যে দোষ দিতে পারি না ভাই, ও শোভনা মেয়েটার সৌন্দর্য্য যাকে তাকে আকর্ষণ করতে করে, ওর রূপের একটা মোহিনী শক্তি আছে, আমি নিজেই যে একদিন ওর একজন ভক্ত উপাসক ছিলুম।"

"আর এখন? এখন কি তুমি শোভনাকে সত্যিই চাওনা? ধর্ম্মতঃ বলো নিখিল দা!"

নিশীথ উত্তর প্রত্যাশায় রুদ্ধশ্বাসে নিখিলের পানে চাহিয়া রহিল।

নিখিল ঘাড় নাড়িয়া অবিচলিত স্বরে কহিল, "ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিনা, কিন্তু মানুষের অন্তর যদি দেখাবার হ'ত তাহলে তোমাকে দেখাতুম, সেখানে শোভনার ছায়াটাও কখনো পড়ে নি, আমি শুধু তার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলুম।"

নিশীথ কথাটা প্রত্যয় করিতে পারিল না, তাহার ভয় হইল ধূর্ত্ত নিখিল এবার ভোল বদলাইয়া নিশ্চয় কোনও নূতন মতলব আঁটিতেছে। কিন্তু মনের সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া সে বলিল, "সত্যি নাকি? কিন্তু তুমি তাহলে এত তাড়াতাড়ি এখানে ছুটে এলে কেন? শুধু কি রাজা ওঙ্কারনাথকে দেখবার জন্যে?"

"শুধু দেখবার জন্যেই নয়, তা'র কাছে আমার একটা জরুরী কাজ ছিল, তা তিনি তো আর নেই, এখন সাধনাদের এই বিপদের সময়ে তাদের ছেড়ে আমি যাই কেমন করে? তাই আটক পড়ে গেছি! বাড়ীতে যতই লোক থাক, সে বেচারিদের জানাশোনা তো এখানে কেউ নেই, একেবারে নির্ব্বান্ধব পুরীতে এসে পড়েছে।"

"নির্ব্বান্ধব! বল কি নিখিল দা? নন্দনপুরের রাণী নির্ব্বান্ধব হতে গেলেন কোন দুঃখে? এত বড় জমিদারী যার অধীনে তার কিসের অভাব থাকতে পারে?"

"কিন্তু যথার্থ হিতৈষী বন্ধু তো সংসারে পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না যে ভাই!" "সেটা ঠিক কথা বটে, কিন্তু সাধনা দেবীকে যে বিয়ে করবে তার কি ভাগ্য বল নিখিল দা! লোকটার বাস্তবিকই কপাল খুলে যাবে। এত বড় সম্পত্তির মালিক, বল কি? বলিতে বলিতে নিশীথ তীক্ষ্ণ কটাক্ষে নিখিলের দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারিল না।

নিখিল বেশ সহজ ভাবেই বলিল, হ্যাঁ, সাধনার যে স্বামী হবে, সে তো রাজা।"

"কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধনাদেবী তা'র ছোট বোনের মত সুন্দরী নয়, শোভনার রূপ বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি!"

"তা হোক, সাধনার রূপের অভাব ভগবান তো অপর্য্যাপ্ত ভাবেই পূর্ণ করে দিয়েছেন। সংসারে তার মত ধনবতী স্ত্রীলোক আর ক'জন আছে বল?"

"সে তো নিশ্চয়ই। সহসা কি একটা কথা স্মরণ হওয়ায় নিশীথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ ভাল কথা, কাল আমি সাধনাদের নন্দনপুরে যাওয়ার খবর দিতে তোমার বাসায় যাই, তখন সেখানে একটী স্ত্রীলোক কে দেখতে পেলুম, তিনি কে বল দেখি? তা'কে দেখে প্রথমটা আমার শোভনা বলে ভ্রম হয়েছিল, কিন্তু বয়স তার চেয়ে ঢের বেশী।"

নিখিল চমকিয়া উঠিল। সাধনাদের গর্ভধারিণীর গুপ্ত রহস্য সে অন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক ছিল, তাই তাড়াতাড়ি বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, "আমার বাসার দিকে? কই না তো? আমি তো কাল সমস্ত দিনই বাইরে ছিলুম। বাড়ীর খবর কিছুই জানি না।"

"শোভনা বোধ হয় তার মায়ের দিকে গিয়েছে, তার মা নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী ছিলেন। আর সাধনা?—"ঠিক তার বিপরীত" "কিন্তু আমি

তোমার মতে মত দিতে পারলুম না নিখিল দা! সাধনাকে একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, তার রূপ নেহাত তুচ্ছ করবার জিনিস নয়। সাধনার চক্ষু দুইটী দেখেছ? কি চমৎকার। আর অমন মিষ্টি স্বভাব—"

নিখিল সহাস্তে কহিল "এঃ! তুমি যে দেখছি একেবারে সাধনার প্রেমে পড়েগেছ নিশীথ! কিন্তু মনে রেখো তাকে পাওয়াটা বড় সহজ কথা নয়, তার চেয়ে বরং শোভনাকে নাড়া চাড়া দিয়ে দেখতে পারো।"

"আমি কাউকে দেখতে চাই না নিখিল দা! ও সব প্রেমে পড়া টড়া আমার ধাতে সহ্য হবে না। আমি ওদের দুটী বোনকেই ভালবাসি বটে, কিন্তু তা'র সঙ্গে প্রেমের কোনই সম্পর্ক নেই।"

নিখিল আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "চল তাহলে ফেরা যাক, তুমি এখন আছ কোথায়?" "সেটা এখনো স্থির করিনি, এই তো অল্পক্ষণ হল পৌছেছি। তুমি কোথায় আছ নন্দন প্রাসাদে?"

"নাঃ! এরাতো থাকবার জন্তে বিস্তর পেড়াপিড়ি করেছিল, কিন্তু সেটা ভাল দেখায় না, তাই অতিথিশালায় নেমেছি। তুমিও চলনা, সেখানে খাবার দাবার বেশ ব্যবস্থা আছে।"

"দেখি যেমন সুবিধে হয়" নিখিল তাহার হাত ধরিয়া আগ্রহ ভরে কহিল, "সুবিধে খুব হবে চল তো।"

"আচ্ছা তুমি এগোও, আমি একটু ঘুরে ফিরে আসছি। এ জায়গাটা আমার বড় ভাল লাগছে, নন্দনপুর নাম রাখা এর সার্থক হয়েছে।"

নিশীথ এই লোকটীর সহিত একত্র থাকিতে অনিচ্ছুক ছিল, কারণ তাহার পিতা উমাপদবাবু নিখিলকে মোটেই পছন্দ করিতেন না, আর সে নিজে ও নিখিলকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না। তাই সে নিখিলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একটা স্বতন্ত্র বাসা খুজিতে লাগিল।

নিশীথের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল। সে শীঘ্রই তাহার মনের মত

আশ্রয়ের সন্ধান করিতে পারিল। নন্দন প্রাসাদের খুব কাছেই এক খানি ছোটখাটো পাকা দ্বিতল বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীতে একজন ভদ্রবংশীয়া বৃদ্ধা বাস করিতেন। তিনি বিধবা, একটী মাত্র পুত্র, সেও কার্য্যানুরোধে প্রবাসী, বাড়ীতে বৃদ্ধাকে একাকিনীই বাস করিতে হইত সেই জন্য তিনি বাটীর নিম্নতলটা ভাড়া দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। নিশীথ দুই সপ্তাহের জন্য সেই বাড়ী ভাড়া লইল, এবং পিতাকে তাহার ঠিকানা দিয়া পত্র লিখিয়া দিল

সতেরো

রাজা ওঙ্কারনাথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তাঁহার পদোচিত সম্মান ও সমারোহের সহিত যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। পরদিন সাধনাদের অভিভাবিকা পিসীমাতা ঠাকুরাণীও আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশের উপর, বেশ শক্ত সমর্থ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক। ওঙ্কারনাথের মৃত্যু সংবাদে তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। সাধনা ও শোভনা তাঁহাদের এই অপরিচিতা আত্মীয়াকে সম্মান সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিল।

মেয়ে দুটীকে দেখিয়া হরমোহিনী বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। শোভনার অসাধারণ রূপ সাধনার বিনয়-নম্র মধুর প্রকৃতি তাঁহাকে আনন্দিত ও চমৎকৃত করিল। হৃষ্টচিত্তে তিনি সেই স্বজনহীনা মেয়ে দুটির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিলেন।

রাজা বাহাদুরের সলিসিটার মিঃ চ্যাটার্জ্জী যথাসময়ে আসিয়া, মদন-পুরবাসী কয়েকজন বিশিষ্ট মাতব্বর লোকের সম্মুখে মৃত রাজাবাহাদুরের নূতন উইল পাঠ করিলেন। সকলেই শুনিল রাজা ওঙ্কারনাথ জ্যেষ্ঠা পৌত্রী সাধনা দত্তকেই তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমগ্র সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যতে সাধনার স্বামীই দত্তবংশের রাজ উপাধী ও সম্মান প্রাপ্ত হইবেন।

কনিষ্ঠা শোভনা বিবাহের পণস্বরূপ নগদ বিশ হাজার টাকা ও বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি পাইবে মাত্র।

শুনিয়া শোভনা দুঃখিত হইল কি না, তাহা বোঝা গেল না; কিন্তু সাধনা বস্তুতঃই বড় মনঃক্ষুণ্ণ হইল। তাহার পূর্ব্বাবধি ইচ্ছা ছিল, পিতা-মহের দত্ত সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দুই ভগিনীকে তুল্যাংশে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়। মনের অভিলাষ সাধনা চ্যাটার্জ্জীকে জানাইল। কিন্তু চ্যাটার্জ্জী আপত্তি করিয়া বলিলেন "না মা! স্বর্গীয় রাজাবাহাদুর

একেবারে পাকা কাজ ক'রে গেছেন, তিনি নিজের ইচ্ছায় যা করেছেন তার ওপর কারও হাত দেবার যো নাই। আর এ ব্যবস্থা তিনি বিবেচনা করে ঠিকই করেছেন, একটা জমিদারীর দু'জন মালিক হ'লে ভবিষ্যতে অনর্থ ঘটাই সম্ভব।"

শোভনা তখন সাধনার পার্শ্বেই বসিয়াছিল, সে বলিল, "দাদামশাই খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি যা ক'রে গেছেন, তা' ভাল ভেবেই করেছেন, তার জন্যে তুমি এমন কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন দিদি? ওসব জমি-জায়গীরের হাঙ্গামায় থাক্‌তে আমি নিজেই যে চাই না।"

উইল শুনানীর পর কোষাগারের বহু মূল্যবান্ অলঙ্কারপত্র ও হীরা-মুক্তা জহরৎ সব বাহির করা হইল।

সেই সময়ে ভৃত্য আসিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জীকে কহিল, "নিখিল বাবু একবার আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে চান, বলেন বিশেষ দরকার আছে।" চ্যাটার্জ্জী ঈষৎ বিরক্তির সহিত বলিলেন, "এখন আমার দেখা করবার সময় নেই; তাঁকে বল ওবেলা আস্‌তে।"

সাধনা বলিল, "তাঁকে এইখানেই ডেকে নিন্ না, আপনার ত বোধ হয় ওবেলাও সময় হ'বে না"। সাধনার অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য চ্যাটার্জ্জী অনিচ্ছায় বলিলেন, "আচ্ছা তাঁকে এইখানেই নিয়ে এসো।"

নিখিলেশ যখন ভৃত্যের সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন চ্যাটার্জ্জী একটী ভেলভেট্‌মণ্ডিত বড় আধারের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন, তন্মধ্যে একছড়া বহুমূল্য শুভ্র নিটোল মুক্তার কণ্ঠী হীরার টায়রা এবং আরও কত সুন্দর চাকচিক্যময় রত্নাভরণ সযত্নে রক্ষিত ছিল। চ্যাটার্জ্জী সাধনাকে বলিলেন, "এই গহনাগুলি আপনার পিতামহীর। আর এখন আপনার।"

সেই দুষ্প্রাপ্য রাজদুর্লভ রত্নাভরণগুলির সমুজ্জ্বল তীব্র দীপ্তি যেন

দর্শকদিগের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দিল। নিখিলের চক্ষু দুটী হিংস্র পশুর মত জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল।

শোভনা আর নীরব থাকিতে না পারিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল, "বাঃ! কি সুন্দর, কি চমৎকার জিনিষ!—সঙ্গে সঙ্গে একটা মৃদু নিশ্বাসও অলক্ষ্যে বাহির হইয়া গেল। সাধনার দৃষ্টিতে তাহাও এড়াইল না। সে চ্যাটার্জ্জীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ গহনা আমাদের ঠাকুমার, তা হলে ত আমাদের দুইজনেরই এতে সমান অধিকার আছে? আমি যদি এর অর্দ্ধেক শোভনাকে দিই—"

"না তা আপনি পার্‌বেন না, এ কেবল নন্দনপুরের রাণীর সম্পত্তি, ভবিষ্যতেও এ বংশের মধ্যে যিনি রাণী হবেন, তিনিই শুধু এ স্থাবর জহরতের এক মাত্র অধিকারিণী হবেন, আর কেউ নয়। এ জিনিষ "আপনি নিজে ইচ্ছামত ব্যবহার কর্‌তে পার্‌বেন, কিন্তু দান কর্‌বার ক্ষমতা আপনার নেই।"

শুনিয়া সাধনা অতিশয় দুঃখিত হইল। শোভনার ক্ষুব্ধ মুখখানির দিকে চাহিয়া সে ক্ষোভের নিশ্বাস ত্যাগ করিল। কিন্তু উপায় নাই, সে যে এখন পরাধীন।

জিনিষগুলি সমস্ত সাধনা ও সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে দেখাইয়া পুনরায় স্বস্থানে রক্ষিত হইল। নিখিল সাধনাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমি আজকে অসময়ে এসে পড়েছি সাধনা দেবী! সেজন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" তাহার পর চ্যাটার্জ্জীর দিকে ফিরিয়া সে বিনীতভাবে কহিল, "আপনি বোধ হয় এখন এইখানেই আছেন মিঃ চ্যাটার্জ্জী! অন্ততঃ দু একদিন?"

"না, আমাকে আজই কল্‌কেতায় ফিরে যেতে হবে, হাতে বিস্তর কাজ রয়েছে।"

"আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, কথাটা আপনাকে আমি প্রাইভেট্ বলতে চাই।"

"বেশ, আপনি তাহলে কাল আমার আফিসে এসে দেখা কর্‌বেন। আফিসের ঠিকানাটা—"

"আজ কি আপনার একটুও সময় হবে না? কথাটা বড় দরকারী" চ্যাটার্জ্জী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সময় হতে পারে তবে সন্ধ্যার পূর্ব্বে নয়।" "বেশ, তাহলে সেই সময়েই আমি আস্‌ব, আপনি এই-খানেই থাক্‌বেন তো?" "কিন্তু দেখুন—"

নিখিলের নন্দন প্রাসাদে ঘন ঘন যাতায়াত করাটা চ্যাটার্জ্জীর ভাল লাগিতেছিল না, তাই তিনি বলিলেন, "এখানে সুবিধা হবে না, আমি সন্ধ্যার পর নিজেই গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব, আপনি অতিথি-শালায় আছেন তো?"

"হ্যাঁ, এখন কিছুদিন আমি সেইখানেই থাক্‌ব মনে করছি।" "কিছুদিন!"—চ্যাটার্জ্জী শঙ্কিত দৃষ্টিতে নিখিলের দিকে চাহিলেন। নিখিল মনের চাঞ্চল্য গোপন করিয়া বেশ সহজভাবেই উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাকে বাধ্য হয়েই দিনকতক নন্দনপুরে থাক্‌তে হচ্ছে, বিশেষতঃ আপনিও এখানে থাক্‌তে পার্‌ছেন না, যখন, তখন এঁদের দেখাশোনা কর্‌বার জন্যে একজন বিশ্বস্ত লোক থাকা চাই তো, কি বলেন সাধনা দেবী!" মিঃ চ্যাটার্জ্জী শশব্যস্তে বলিলেন, "কিন্তু এঁদের পিসীমা এসেছেন, এখন দেখাশোনা তিনি কর্‌তে পার্‌বেন, সেজন্যে আমাদের কারুর দরকার নেই তো।"

সাধনা মাঝখানে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু আমরা আপাততঃ ওঁর এখানে থাকাটা দরকার মনে করছি, এই গোলযোগের সময়ে আমরা ওঁর কাছে অনেক রকম সাহায্য আর সুপরামর্শ পেতে পারি, কি বল শোভনা?" শোভনা কথা কহিল না, শুধু দিদির পক্ষসমর্থন করিয়া ঘাড় নাড়িল। চ্যাটার্জ্জী আর, কোনও আপত্তি তুলিতে পারিলেন না, এই কূটবুদ্ধিফন্দীবাজ লোকটাকে মেয়েদের কাছে থাকিতে দেওয়া

তাঁহার বড়ই বিপজ্জনক মনে হইল। কিন্তু ধূর্ত্ত নিখিল শক্ত দিক্‌টাই ধরিয়াছিল, তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা সহজসাধ্য নহে।

নিখিল সেদিনও জয়লাভ করিয়া আনন্দে ফুলিতে ফুলিতে অতিথি-শালায় ফিরিয়া গেল।

চ্যাটার্জ্জী বিষয় সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ সাধনাকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া এবং হরমোহিনীকে নিভৃতে কয়েকটা কথা বলিয়া যখন সেদিন-কার মত বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ষ্টেশনে যাইবার পূর্ব্বে নিখিলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন, তাই ড্রাইভারকে অতিথিশালার দিকে মোটর চালাইতে আদেশ করিলেন।"

সেই সময় সাধনা তাড়াতাড়ি আসিয়া একখানি খামে বন্ধ চিঠি তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "আপনি তো এখন নিখিল বাবুর কাছেই যাচ্ছেন? এ চিঠিখানা দয়া করে তাঁকে দিয়ে যাবেন।"

চ্যাটার্জ্জীর চিন্তাকুল গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি চিঠিখানি হাতে লইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই দুষ্ট নিখিলের কবল হইতে মেয়ে দুটীকে এখন কেমন করিয়া রক্ষা করিবেন? নন্দনপুর ষ্টেটের মঙ্গলামঙ্গল, দত্তবংশের গৌরব প্রতিপত্তি সমস্তই যে কুমারী সাধনার ভাবী স্বামীর যোগ্যতার উপর নির্ভর করিতেছে। এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে পড়িয়া যাদুকরটা যদি মেয়েটীকে ছলে-কৌশলে আয়ত্ত করিয়া, বিবাহ করিয়া বসে, তাহা হইলে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

সাধনা এখন নাবালিকা নহে, বয়স্থা; সে যদি স্ব-ইচ্ছায় নিখিলকে পতিত্বে বরণ করিতে চায়, তাহা হইলে আইনের দিক হইতে তো তাহাকে বাধা দেওয়া যাইবে না। তার স্বভাব-চরিত্র যেমনই হ'ক, নিখিল ভদ্রবংশের সন্তান এবং তাহাদের করণীয়

পরও বটে, তবে এ বিবাহে বাধা দিবার তো কোনই সঙ্গত কারণ বর্ত্তমান নাই।

অবিলম্বে চিন্তাবিষ্ট চ্যাটার্জ্জীকে লইয়া দ্রুতগামী মোটরখানি অতিথি-শালার গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আঠারো

নন্দন-প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া নিখিল নিশীথের সন্ধানে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া শেষে বিফলমনোরথ হইয়া অতিথিশালায় ফিরিয়া আসিল এবং কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া এক 'পেগ্' হুইস্কির সাহায্যে চিন্তাশক্তি তীক্ষ্ণ ও মন সবল করিয়া লইল। তাহার পর একটা সিগার ধরাইয়া তাহার আরব্ধ কার্য্যের ফলাফল বিচার করিতে বসিল।

সাধনার রাজোচিত সম্মান বিপুল ধনৈশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ দেখিয়া নিখিলের লুব্ধ চিত্ত লালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি শোভনার রূপের মোহ সে তখনও কাটাইতে পরিতেছিল না, কিন্তু রূপ চাহিলে রূপ-চাঁদের আশা ত্যাগ করিতে হয়, শোভনাকে রাজা ওঙ্কারনাথ যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত সামান্য নহে, তবে সাধনার বিপুল বিভবের সহিত তুলনা করিলে তাহা সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ মাত্র।

নিখিলের মনে আজ বড় আপশোষ হইতেছিল, এই দুই ভগিনীর মধ্যে শোভনা জ্যেষ্ঠা হইল না কেন?

ঐ সব অপরূপ মহার্ঘ রত্নাভরণ যে নিরুপমা সুন্দরী শোভনাকেই সাজিত ভাল। সেই শুভ্র নিটোল মুক্তার কণ্ঠী হারটী শোভনার অমল শুভ্র মরাল কণ্ঠে কি সুন্দর মানাইত! আর সেই হীরার টায়রা—না, তাহা যে হইবার নয়—হইলে আর ভাবনার কারণ কি ছিল!

শোভনার মত অতুলনীয় সুন্দরী স্ত্রী,—আর এই রাজ সম্পদ্ তখন তো সে অনায়াসেই লাভ করিতে পারিত, কারণ শোভনা তাহাকে অন্ধভাবে ভালবাসে, সাধনাও যে নিখিলের মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া দিন দিন তাহার দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে, তাহা নিখিল বুঝিতেছিল, কিন্তু ভগিনীকে সাধনা যেরূপ স্নেহ করে, নিখিলকে

যতই ভালবাসুক, ভগিনীর মনে ব্যথা দিয়া সে কখনই তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারিবে না। তবে যদি দৈব অনুকুল হয়,—যদি—সাধনার এখন মৃত্যু ঘটে—

রুদ্ধদ্বারে করাঘাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সলিসিটার মহাশয় ডাকিলেন, "নিখিল বাবু!—ঘুমোলেন নাকি?"

নিখিল শশব্যস্তে দ্বার মুক্ত করিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জীকে অভ্যর্থনা করিল। চ্যাটার্জ্জী আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আমাকে এই ন'টার ট্রেণ ধর্‌তে হবে, সেজন্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না।"

নিখিল তাহার রিষ্টওয়াচের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আট-টা দশ মিনিট,—কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার কথা শেষ হবে না তো, আপনি যদি আজকের রাত্রিটা এখানে থেকে সকালের ট্রেণে যান, তা'হলে কি আপনার বিশেষ কোনও ক্ষতি—"

"বিলক্ষণ! আমরা কাজের লোক, মিথ্যে সময় নষ্ট কর্‌লে আমাদের চল্‌বে কেন মশাই? আর আধঘণ্টা টাইম্ আমার হাতে আছে এর মধ্যে আপনার যা' বল্‌বার বলে ফেলুন। আপনি কি মিসেস্ দত্তর বিষয় কিছু বল্‌তে চান, তার ঠিকানা কি পেয়েছেন?"

"না, আমি নিজের বিষয় কিছু বল্‌তে চাই, আমার ভবিষ্যতের—"

"আপনার?—আপনার ভবিষ্যতের জন্যে আমি কি কর্‌তে পারি মশায়? এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা বল্‌ছেন আপনি!

"আঃ! আগে কথাটা সব শুনন তো—" "বলুন আর দেরী কর্‌বেন না।"

"বল্‌ছি, রাজা ওঙ্কারনাথ যখন আপনাকেই তাঁর ট্রষ্টী করে' গেছেন, তখন সাধনা দেবীকে বিবাহ কর্‌তে হ'লে আগে আপনার রায় নেওয়া আমি উচিত বোধ করছি, আশা করি, আপনি আমাকে—"

"ওঃ এই আপনার মতলব?" সলিসিটার মহাশয় এতক্ষণ মনে মনে

যে আশঙ্কা করিতেছিলেন, দেখিলেন তাহা অলীক নহে। নিখিল বিষয়ের লোভে সাধনাকে বিবাহ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। কিন্তু মনের উদ্বেগ বাহ্যিক প্রকাশ না করিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জী কথাটা তাচ্ছিল্যের ভাবে উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "বুঝেছি নিখিলবাবু! এতক্ষণে আপনার আসল মতলবটা বুঝেছি আমি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনি আপনার নিজের আর আমারও সময় এতক্ষণ বৃথাই নষ্ট করলেন, আপনার এ দুরাশা পূর্ণ হ'বার আপাততঃ কোন সম্ভাবনা নাই।"

"কেন নাই তা' শুনি?" নিখিল উত্তেজিত হইয়া দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "আমি যা' মনে করেছি, তা' নিশ্চয় করব! শুধু আপনার একবার সম্মতি নেওয়াটা কর্ত্তব্য বলেই আপনাকে ডেকেছিলুম, কিন্তু যাক্ আপনি এখন যেতে পারেন, আমার আর কিছু বলবার নেই।"

মিঃ চ্যাটার্জ্জী নড়িলেন না, তিনি ধীরভাবেই কহিলেন," কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনি সাধনাদেবীর সম্মতি পেয়েছেন কি?' তিনি কি আপনাকে—"

"আমি আর কিছু বল্‌তে চাই না, তবে সাধনাকে আমি বিবাহ কর্‌বই, আমাকে কেহ বাধা দিতে পারবে না, আজ একথা আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে রাখলুম।"

লোকটার দৃঢ়তা ও অশ্চার্য্য সাহস দেখিয়া সলিসিটার বিস্মিত হইয়া গেলেন, কিন্তু তাহার চোখ রাঙ্গানিতে ভয় না পাইয়া তিনিও দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আপনাকে বাধা আর কেউ না দিতে পারে, কিন্তু আমি তো পারি নিখিলবাবু? আমার সাহায্য না পেলে আপনি—" "ওঃ! রেখে দিন আপনার সাহায্য! সাধনাদেবী যখন নিজেই আমার সহায়, আর তাঁর গর্ভধারিণী মিসেস্ দত্তও আমার স্বপক্ষে তখন আমি আর কারও সাহায্যের প্রত্যাশা করি না মশাই! জানেন কি না?"

মনে মনে আসে। উদ্বিগ্ন হইয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "মিসেস্ দত্তের মেয়েদের উপর কোনই অধিকার নেই, কারণ তিনি পতিতা। আপনি মিসেস দত্তের স্বামীর প্রকৃত পরিচয় তাঁকে জানিয়েছেন না কি? তাঁর মেয়েদের কথা,—"

নিখিল গম্ভীর মুখে বলিল, "এখনো জানাইনি, তবে দরকার হলে জানাতেও পারি। আপনার হাতে এ চিঠিখানা কার? আমার নামেই দেখছি না।"

"ওঃ! কথায় কথায় ভুলে গিয়েছি, এ চিঠি সাধনা দেবী আপনাকেই দিয়েছেন!"

চিঠি খানি গ্রহণ করিয়া নিখিল এমন ভাবে পড়িতে লাগিল, যাহাতে সব কথাগুলিই সলিসিটার মহাশয়ের কর্ণগোচর হয়। চিঠিতে লেখা ছিল "নিখিল আজ যখন তুমি এসেছিলে, তখন আমি এতই ব্যস্তছিলুম, যে তোমার সঙ্গে একটা কথা কইবারও ফুরসৎ পাইনি। তুমি সন্ধ্যার পর যদি একবারটী আস্‌তে পার, তা' হলে বড়ই সুখী হই। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া এইখানেই করবে।"—সাধনা দত্ত।"

নন্দনপুরের অধীশ্বরীর উপর এই ধড়িবাজ লোকটার অসীম প্রভাব দেখিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জী বাস্তবিক বড় দমিয়া গেলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল কলিকাতায় না গিয়া নন্দনপ্রাসাদেই পুনরায় ফিরিয়া যান, কিন্তু তিনি কাজের লোক, কতলোকের মামলা-মোকদ্দমা তাঁর হাতে, সাধনাকে এভাবে অবিরত আগলাইয়া রাখা তো তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে।

তবে আসিবার সময় সাধনার পিসিমা হরমোহিনীকে মিঃ চ্যাটার্জ্জী নিখিলের বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া আসিয়াছিলেন, এই যা ভরসা।

চ্যাটার্জ্জীর চিন্তাকুল মুখের দিকে সত্রস্তে চাহিয়া ঠোঁটের কোণের প্রচ্ছন্ন হাঁসিটুকু চাপিতে চাপিতে নিখিল বলিল, "আচ্ছা আপনি তাহলে

আসুন, আমি আর দেরী করতে পারি না, সাধনা দেবী আমার অপেক্ষা করছেন।"

চ্যাটার্জ্জী কিন্তু উঠিবার লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না, তিনি বলিলেন,—"যাচ্ছি, আগে আপনি আমার একটা কথার উত্তর দিন, আপনি কি এখন সাধনাদেবীকে জানাতে চান যে, তাঁর গর্ভধারিণী এখনও জীবিতা।"

"আমি কি করতে চাই, না চাই, আপনাকে বলতে বাধ্য নই মশাই! আপনি এখন উঠে পড়ুন, ট্রেণের সময় হয়ে এলো।"

সলিসিটার এবার রাগত হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! আপনি কি ধূর্ত্ত!—ভয়ানক ধূর্ত্ত!"

নিখিল কুটিল হাসি হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, সেটা এতক্ষণে বুঝলেন বুঝি! এখনও বলছি আমার কথায় রাজি হয়ে যান, নইলে আমাদের যদি যুদ্ধ বাধে, তবে জয়লাভ হবে আমারই।"

সলিসিটার তখন গম্ভীর মুখে কি ভাবিতেছিলেন, তাঁহাকে নীরব দেখিয়া আরও সাহস পাইয়া নিখিল বলিল, "আমি শুধু আপনার কাছে বন্ধুভাবেই পরামর্শ চেয়েছিলুম, কিন্তু কি জানি কেন আপনি গোড়া থেকেই আমার ওপর একবারে খড়্গহস্ত হয়ে রয়েছেন। আচ্ছা আপনি ধর্ম্মতঃ বলুন তো আমি কি সত্যি সত্যি সাধনার স্বামীর যোগ্য নই?"

চ্যাটার্জ্জী সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না কখনই না।"

কারণ?'—"কারণ একটা নয়, অনেক। প্রথম ধরুন আপনার আর্থিক অবস্থা—"

"কিন্তু সাধনার মতন ধনবতী স্ত্রী যার, তার আর্থিক অবস্থার জন্যে কিছুই আসে যায় না।"

"এটা আপনার ভুল, আপনি জানেন রাজা ওঙ্কারনাথ আমাদের হাতে কতদূর ক্ষমতা দিয়ে গিয়েছেন?"

"জানি, কিন্তু আপনার হাতে যতই ক্ষমতা থাক,—আপনি আমাদের বিবাহে বাধা কোনও রকমেই দিতে পারেন না। সাধনা এখন বয়স্থা,—নাবালিকা নয় তো? হুঁ, আপনাদের ওসব আইন-কানুন আমিও কিছু কিছু বুঝি মশাই!"

কথাটা বলিয়া নিখিল নির্লজ্জের দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। চ্যাটার্জ্জীর ইচ্ছা হইতেছিল তখনই ঘুসির চোটে শয়তানটার মুখের হাসি বন্ধ করিয়া দেন, কিন্তু মনের রাগ মনেই চাপিয়া তিনি সহজভাবেই কহিলেন, "আপনার অভিপ্রায় আমি বুঝেছি, আপনি কেবল বড়লোক হবার লোভেই সাধনা দেবীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক।"—"না না, আমি তাঁকে ভালবাসি—বহুদিন থেকেই ভালবাসি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একথা আগে বুঝি নি,—কি করে জানব যে সাধনা আমার পক্ষে এমন দুর্লভ হয়ে পড়িবে।" কথাটা বলিয়াই নিখিল একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী চিন্তিতভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। নিখিলও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা'হলে আপনি কি আমায় একটুও আশা দিতে পারেন না মশাই? আমি বন্ধুভাবে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।"

"আমি একটু ভেবে দেখবার সময় চাই নিখিল বাবু!"

"বেশ, তাই দেখুন, আমি তাড়াতাড়ি করছি না। ভগবান্ আমাকে ধৈর্য্য দিয়াছেন বিস্তর।"

তাহার পর কণ্ঠের স্বর আরও নম্র ও মৃদু করিয়া নিখিল বলিতে লাগিল, "বেশ করে ভেবে দেখুন মশাই! আমি জানি আপনি একজন বুদ্ধিমান্, ক্ষমতাবান্ লোক,—কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন আমার আর সাধনা দেবীর সম্মিলিত ইচ্ছায় বাধা দিতে পারবেন না, তখন আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে, আপনি কেন অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন?"

চ্যাটার্জ্জী ভাবিয়া দেখিলেন, কথাটা অসঙ্গত নহে। নিখিল সাধনাকে যেভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে, তাহাতে এক্ষেত্রে তাহারই জয় সুনিশ্চিত।

আর বাস্তবিক নিখিলের বিপক্ষে এমন কোন প্রমাণ নাই, যাহা এ বিবাহে প্রতিবন্ধক আনিতে পারে।

সাধনা তাহাকে ভালবাসে ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, স্ত্রীলোকের ভালবাসা ও বিশ্বাস সহজে টলিবার নহে। তবে ভবিষ্যতে যদি চেষ্টা করিয়া নিখিলের চরিত্র বা বংশগত কোন দোষ ক্রটী বাহির করা যায়, তাহা হইলে হয় তো সাধনার মন ধীরে ধীরে তাহার দিক হইতে ক্রমশঃ ফিরিলেও ফিরিতে পারে।

কিন্তু তাহা করিতে হইলে সময়ের প্রয়োজন। যতদিন না কার্য্য-সিদ্ধি হয়, ততদিন এই ধূর্ত্তলোকটাকে আশ্বাস দিয়া ভুলাইয়া রাখাই ভাল। তাই তিনি নিখিলের কথার উত্তরে বেশ নম্রভাবেই কহিলেন,—

"দেখুন, আপনি তো জানেন, রাজা ওঙ্কারনাথ আমাকে ওঁদের ট্রষ্টী করে গিয়েছেন, এখন ওঁদের, আর ষ্টেটের মঙ্গলামঙ্গলের সমস্ত দায়িত্ব—সমস্ত ভারই আমার উপর, সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে আমাকে আপনাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে অর্থাৎ—"

"অর্থাৎ আপনি আমাদের বিবাহ কিছুতেই ঘটতে দেবেন না, কিন্তু কেন বলুন দেখি?—" নিখিল উত্তর প্রত্যাশায় চ্যাটার্জ্জীর মুখের পানে নিরুদ্ধ শ্বাসে চাহিয়া রহিল। চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "কেন তা' এখনও বুঝতে পারছেন না? সাধনা দেবী তো সাধারণ মেয়ে নন্, তাঁর স্বামী,—যিনি এই প্রকাণ্ড জমীদারি, এত বড় উচ্চপদ আর ক্ষমতার অধিকারী হবেন, খলে না হোক, কুলে, শীলে মানে তাঁকে স্ত্রীর

সমযোগ্য হওয়া চাই। কিন্তু মাপ করবেন নিখিল বাবু!—আপনি হয়তো সে শ্রেণীর—"

"কথাটা তাহলে আপনাকে স্পষ্ট করেই বলি মশাই! আপনি বোধ হয় জানেন না, সাধনার পিতা, প্রণব দত্ত যে শ্রেণীর লোক ছিলেন, তার চেয়ে আমি কোনও অংশেই হীন নই।"

"আমি সব জানি, কিন্তু আপনি তাঁর কথা ছেড়েই দিন, তিনি তো পিতার ত্যাজ্যপুত্র, দত্ত বংশের কলঙ্ক ছিলেন। কিন্তু সাধনা দেবী এখন তাঁর পিতামহের বংশগৌরব আর সম্মানের অধিকারিণী হয়েছেন।"

"ভাল, কিন্তু মিসেস দত্তের কথা আপনি এরি মধ্যে ভুলে গেলেন নাকি? তাঁর মেয়েকে গ্রহণ করবার উপযুক্ত পাত্রও কি আমি নই?" চ্যাটার্জ্জীর মুখ গম্ভীর, অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা আমি আবার শীঘ্রই আপনার সঙ্গে দেখা করব এখন, আর সময় নেই।"

মিঃ চ্যাটার্জ্জীকে মোটরে উঠাইয়া দিয়া নিখিল পুনরায় নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল, এবং গোপন স্থান হইতে হুইস্কির বোতল বাহির করিয়া আর এক 'পেগ' পান করিয়া নিজের মনে হাসিতে হাসিতে বলিল, "সাবাস্ নিখিল! সাবাস্! এটর্ণির পো আজ খুব টের পেয়ে গিয়েছে যে, সে কি রকম শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছিল!"

তাহার পর বিশেষ যত্ন ও পারিপাট্যের সহিত প্রসাধন করিয়া নিখিল সাধনার আমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল।

ঊনিশ

অলিন্দ প্রাসাদের নিকটস্থ হইয়া নিখিল নিশীথকে দেখিতে পাইল। নিখিল এখন শোভনার প্রেমাকাঙ্ক্ষী নহে, তাই নিশীথের প্রতি তাহার আর একটুও বিদ্বেষ ছিল না, বরং এখন তাহার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে নিশীথের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। নিশীথ যদি শোভনার মন আকর্ষণ করিয়া তাহার দিক্ হইতে ফিরাইতে পারে, তাহা হইলে সাধনাকে পাইবার পথে আর বিশেষ কোনও বাধা বিঘ্ন থাকে না! ভগিনীকে অন্যানুরাগিণী দেখিলে সাধনা নিশ্চয় তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে; কারণ নিখিলকে সে প্রাণ দিয়া ভালবাসে।

নিখিল দ্রুতগতিতে একবারে নিশীথের সম্মুখে আসিয়া আনন্দিত স্বরে কহিল, "আরে! তুমি এখানে? আর আমি কাল থেকে তোমাকে খুঁজে হায়রাণ হচ্ছি—কোথায় ছিলে?" নিশীথ অনাগ্রহের ভাবে কহিল, "এইখানেই, আমি মনে করেছিলুম তোমার সঙ্গে সকাল বেলা দেখা করব, কিন্তু নূতন বাড়ীতে গোছ-গাছ করতে দেরি হয়ে গেল।"

"বাড়ী ভাড়া নিয়েছ বুঝি? কোথায়?"

"খুব কাছে, ঐ যে লাল রংয়ের ছোট্ট দোতলা বাড়ীখানি, যার নাম শান্তি কুঞ্জ।—"

নিখিল হাসিয়া বলিল "ওঃ বেশ বেশ!—তবে তো তুমি শোভনার খুব কাছেই আছ দেখছি! সেই লোভেই বুঝি অতিথিশালায় থাকাটা তোমার মতঃপূত হল না?"

নিশীথও হাসিতে হাসিতে বলিল "ঠিক ধরেছ নিখিলদা কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এ পর্য্যন্ত একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলুম না।"

নিশীথকে আজ স্ব-মুখে সরলভাবে শোভনার প্রেম স্বীকার করিতে দেখিয়া নিখিল সন্তুষ্ট উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, সে উৎসাহের সহিত বলিল,

ভাই! পাবে, দুটো দিন ধৈর্য্য ধরো, তারপর ঐ রূপসী শোভনা যদি সেধে এসে তোমার পায়ে না পড়ে তবে আমার নামই নিখিলেশ রায় নয়।”

নিশীথ সহাস্যে কহিল, “তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক নিখিলদা, কিন্তু আপাততঃ তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবার ত কোনই সম্ভাবনা দেখছি না। যাক্ তুমি এখন যাচ্ছ কোথায় নন্দনপ্রাসাদে?”

“হ্যাঁ সাধনা দেবী আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তুমিও চল না।”

“বিনা নিমন্ত্রণে?”

“তাতে কি হয়েছে? তোমাকে আমি নিজের তরফ থেকে নিয়ে যাচ্ছি,—তাঁরা ত কেউ জানে না যে তুমি এখানে আছ, তোমাকে হঠাৎ নিয়ে গিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেব। শোভনা তোমাকে পেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুসী হবে। আহা বেচারি! সে আজ কাল বড়ই মনমরা হয়ে আছে!”

শোভনার জন্য নিশীথের প্রাণে বিলক্ষণ ব্যাকুলতা জাগিতেছিল, তাহাকে একবার না দেখিয়া যেন সে আর কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছিল না। কিন্তু নিমন্ত্রিত নিখিলের সহিত সে অনাহুত ভাবেই বা যায় কেমন করিয়া? তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া নিখিল তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “কি ভাবছ? আজ আর ছাড়ান ছোড়ন নেই, আমার সঙ্গে তোমাকে চলতেই হবে। আমি যাব এইজন্যেই তোমাকে কাল থেকে খুঁজে মরছি।”

“কেন বল দেখি? আমার ওপর তোমার এতখানি টান হলো কবে থেকে?”

নিখিল হাসিতে হাসিতে বলিল, “যবে থেকে শোভনার আশা ছেড়েছি! সত্যি বলছি নিশীথ! যত দিন আমি শোভনাকে ভালবাসতুম্ তত দিন তোমাকে বিশেষ শুভদৃষ্টিতে দেখতে পারিনি, কেন না জানতুম্ তুমিও শোভনাকে ভালবাসো। কিন্তু এখন তোমার ওপর আর আমার কিছুমাত্র রাগ বা বিদ্বেষ নেই। আমরা দুজন্ এখন বন্ধু।”

তাহার পর নিশীথের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আমি তোমার কাছে এখন সাহায্য চাই ভাই! আজ সাধনার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে, সেই সময়টা তুমি শোভনাকে নিজের কাছে কথায় ভুলিয়ে রাখবে, তাতে আমাদের দুজনেরই কার্য্যসিদ্ধি হওয়া সম্ভব, বুঝেছ কি না?"

নিশীথের মুখ ঘৃণায় কালো হইয়া উঠিল। সবলা শোভনাকে ছলনায় প্রতারিত করিয়া শয়তানটা এখন আবার ধনবতী সাধনার উপাসনা আরম্ভ করিয়াছে না কি?

সে দুঃখ মিশ্রিত ঘৃণার স্বরে কহিল, "নিখিলদা! রাগ করোনা, তোমার এই পশুর মত ব্যবহার দেখে বাস্তবিক আমার মনে বড় ঘৃণা জন্মে গেছে। এই শোভনাকে পাবার জন্যে একদিন তুমি যে কি রকম লালায়িত হয়ে উঠেছিলে, সে কথা তুমি ভুলে গেলেও আমি ত ভুলিনি! আবার সেই শোভনার প্রেমে তুমি এত শীঘ্র ক্লান্ত হয়ে পড়লে, তাকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলে, এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা!

"আহা! তুমি বুঝতে পারনি নিশীথ!—প্রেম যে কোনও কালেই ছিল না! যেখানে প্রেম নেই সেখানে শুধু রূপের মোহ ক'দিন টিকতে পারে। তুমি আমাকে বৃথাই গঞ্জনা দিচ্ছ ভাই!"

নিখিলের বাক্‌চাতুরীতে নিশীথের কোনওকালেই আস্থা ছিল না, কিন্তু প্রকাশ্য পথের উপর মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সে কহিল, "এখানে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবে? তোমার যে দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল।"

গেটের কাছাকাছি আসিয়া নিশীথ পুনরায় প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, নিখিলদা! ঠিক করে বলো, তুমি কি শোভনাকে সত্যই আর চাও না?"

"যদি বলি, না, তুমি বিশ্বাস করবে?"

"বিশ্বাস করা সহজ নয়, কারণ এই শোভনার জন্যে তুমি এক সময় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, আর সেও বেশী দিনের কথা নয়।"

"কিন্তু এখন আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর্‌রো ভাই!—শোভনার প্রকে আর আমার কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই।—তোমার প্রেমের পথ আমি মুক্ত করে দিয়েছি, এখন তোমার ভাগ্য।"

নিশীথ আর কিছু বলিল না, সে নীরবে ভাবিতে লাগিল, নিখিল কি সত্যই আর শোভনাকে চাহে না? অথবা ধনলোভে লুব্ধ হইয়া সাধনাকে আয়ত্ত করিবার জন্য এই নূতন খেলা খেলিতেছে।

যাই হোক, তাহার মত ধূর্ত্ত লোকের সংসর্গ সাধনা ও শোভনা দুই-জনেরই পক্ষে কল্যাণকর নহে। কারণ স্ত্রীলোককে বশীভূত করিবার মায়া-মন্ত্র নিখিলের বিলক্ষণ জানা আছে।

নিশীথ মনে মনে স্থির করিল, নন্দন প্রাসাদে সে আজ নিজে উপস্থিত থাকিয়া এই নিখিলের গতিবিধি ও আচরণ গোপনে পর্য্যবেক্ষণ করিবে এবং কোনওরূপ অসঙ্গত ভাব দেখিলে তাহার সম্বন্ধে দুই ভগিনীকে সতর্ক করিয়া দিবে!

এ কাজ সে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবেই করিতে মনস্থ করিল, কারণ শোভনার দিক হইতে তাহার মনে বিন্দুমাত্র আশা ছিল না। সে জানিত শোভনা নিখিলকে ভুলিয়া তাহাকে কখনই ভালবাসিতে পারিবে না।

নিশীথকে চিন্তান্বিত দেখিয়া নিখিলেশ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া সোৎসাহে কহিল, "লেগে যাও বন্ধু!—লেগে যাও!—তোমার কোনও ভয় নেই, আমি তোমাকে সাহায্য করব। এমন সুযোগ তুমি আর কখনও পাচ্ছ না।"

সলিসিটার মহাশয়ের চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই যে সাধনা নিখিলকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া পাঠাইল, তাহার কারণ নিখিলের প্রতি উক্ত ভদ্রলোকটীর রূঢ় ব্যবহারে সে অন্তরে বড় দুঃখ ও ব্যথা পাইয়াছিল। ইচ্ছা ছিল এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য সে নিখিলের কাছে যে কোনও সময়ে ক্ষমা চাহিয়া লইবে। কিন্তু এ দুই দিন যাবৎ কাজের ব্যস্ততা ও গোলযোগের মধ্যে সে সময় বা সুবিধা হইয়া উঠে নাই।

বিশেষতঃ মিঃ চ্যাটার্জ্জী নিখিলকে যে ভাবে দেখেন, তাঁহার সম্মুখে নিখিলের সহিত মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে সাধনার যেন সাহস হইতেছিল না। সে দেখিল, তাহার এই স্বাধীনতাহীন সম্পদ্‌ ও সৌভাগ্যে মণ্ডিত নূতন জীবন বিশেষ সুখের নহে, বরং অতীতের সেই অনাড়ম্বর শান্তিপূর্ণ জীবনই যেন ইহাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ছিল।

সাধনা যখন গিন্নিঝিকে নিখিলের খাবার কথা বলিতেছিল, তখন তাহার পিসীমা হরমোহিনীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কথাটা শুনিয়া তিনি প্রসন্ন হইতে পারিলেন না, সাধনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ যে নিখিলেশ উনি তোমাদের কেউ আত্মীয়-কুটুম্ব হন নাকি মা?"

সাধনা ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "না, তবে ওঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় অনেক দিনের। উনি বাবার বন্ধু ছিলেন, তাঁর ব্যারামের সময়ে বিস্তর করেছিলেন।"

হরমোহিনী একে তো বয়স্কাকুমারীদের পরপুরুষের সহিত অবাধ মেলা-মেশাটা কোনও কালেই পছন্দ করিতেন না, তাহার উপর মিঃ চ্যাটার্জ্জী নিখিল সম্বন্ধে তাঁহাকে যেটুকু আভাস দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নিখিলের সঙ্গে মেয়েদের মিশিতে দেওয়া তিনি একেবারেই যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেছিলেন না, বিশেষতঃ রাত্রিকালে।

তাই সাধনার কথার উত্তরে, তিনি অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, "তা' হোক্ যতই ঘনিষ্ঠতা থাকুক, তিনি তোমাদের আত্মীয়-কুটুম্ব নয় যখন, তখন ডাকবার এত তাড়াতাড়ি কিসের ছিল? অশৌচটা গেলে একদিন দিনের বেলা নেমন্তন্ন করে' খাইয়ে দিলেই হ'ত।"

সাধনার মুখ শুকাইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, না বুঝিয়া খেয়ালের ঝোঁকে আজ কাজটা সে বড় অন্যায় করিয়াছে। সত্যইতো নিখিলকে ডাকিবার এতই কি তাড়াতাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল? তাহার জন্য সাধনার কিসের এত ব্যাকুলতা? নিখিল তাহার কে?

সাধনাকে অপ্রতিভ নীরব দেখিয়া হরমোহিনী বলিলেন, "তা আসতে বলেছ, আসুক, এলে পরে আমি তা'র খাওয়া দাওয়া সমস্তই দেখব' খন তোমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি বলে দেব তোমার শরীর ভাল নাই।"

সাধনা শুষ্কস্বরে কহিল, "কিন্তু আমার যে তাঁকে একটা কথা বলবার আছে।"

কথা না ছাই! ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে মেলা মেশা কর্‌বার এও একটা বাহানা আর কি! মনে মনে বিরক্ত হইলেও হরমোহিনী সাধনার মুখের উপর আর কিছু বেশী বলা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন নিখিল আসিলে যাহাতে সাধনার সহিত একা আলাপের অবকাশ একটুও না পায়, তিনি এখন সেই ব্যবস্থাই করিবেন।

সাধনা প্রাণের ভিতর একটা অস্বস্তি ও বিরাগের ভাব লইয়া নিজের ঘরে কাপড় ছাড়িতে গেল। সেই সময় শোভনা ধীরে ধীরে আসিয়া মৃদু কোমল স্বরে বলিল, "তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে দিদি!"

"কি অনুরোধ ভাই?"

শোভনা বাধ বাধ গলায় কহিল, "আমি একবার নিখিলের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"ওঃ! সে আর বেশী কথা কি? নিখিল যে এবেলা এইখানেই খাবে।"

"ভাল কথা।" শোভনা শ্রান্ত অবসন্ন ভাবে সাধনার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। তাহার সুন্দর মুখখানি আতপ তাপ ক্লিষ্ট গোলাপের মত বড় বিষণ্ণ, বড় ম্লান।

তাহাদের দুই ভগিনীর যুগল প্রতিবিম্ব সম্মুখস্থ ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নায় এক সঙ্গে প্রতিফলিত হইল।

শোভনার নিশান্তের দীপ্ত শুকতারার মত অম্লান উজ্জ্বল রূপের কাছে শ্যামাঙ্গী সাধনার অনুজ্জ্বল স্নিগ্ধ লাবণ্যের মৃদু ভাতিটুকু কত নিষ্প্রভ—কত মলিন দেখাইতেছে! শোভনার মর্ম্মস্থল কম্পিত করিয়া অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল, এত রূপ তার? কিন্তু এ রূপের মূল্য কি?

সে ব্যথিত ক্লিষ্ট স্বরে বলিল, "আমি তার সঙ্গে একটা স্পষ্ট বোঝা পড়া করতে চাই দিদি! সে যে আমার সঙ্গে কেন এমন লুকোচুরী ভাব করছে, সেটা যে আমি আজও বুঝে উঠতে পারছি না, তাই ব্যাপারটা আমি পরিষ্কার করে' ফেলতে চাই, তুমি আমাকে একটু সুযোগ দিও।"

সাধনা কথা কহিল না। তাহাকে মৌন গম্ভীর মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া শোভনা অধীর ভাবে কহিল, "কি ভাবছ দিদি? তোমার কি মনে হয়? আমি বড়লোক নই, তাই কি নিখিলের মনের ভাব ফিরে গেছে? সেকি শুধু ধনের প্রত্যাশী অর্থ পিশাচ?"

এই বড়লোক কথাটার মধ্যে এমন একটা খোঁচা ছিল, যাহা সাধনার মনে কাঁটার মত ফুটিয়া গেল। সে শোভনার হাত ধরিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "শোভনা! আমি তোমার কাছে আর লুকিয়ে রাখতে চাই না, কথাটা স্পষ্ট করেই বলি। তুমি জানো আমাদের দুই বোনের মধ্যে গোপনীয় কিছু ছিল না, আর তা' থাকাও ঠিক নয়।

নিখিল সে দিন তার মনের ভাব আমার কাছে সমস্তই প্রকাশ করে' বলেছিল, তুমি মনে বড় ব্যথা পাবে বল্লে আমি তখন সত্যকথা গোপন করেছিলুম, কিন্তু এখন তোমাকে সব জানিয়ে দেওয়াই আমি উচিত বোধ করছি—"

শোভনা অধৈর্য্য হইয়া বলিল, "হ্যাঁ দিদি, বল সে তোমার কাছে আমার বিষয় যা বলেছে—তা অসঙ্কোচে বল, তুমি আমার কাছে আর কিছুই গোপন রেখো না।

"বলছি,—কিন্তু শোভনা! কথাটা শুনে তুমি প্রাণে বড়ই আঘাত পাবে, সেই জন্যেই আমি—"

শোভনা ব্যাকুল ভাবে আর্ত্তস্বরে কহিল, "না, না, তুমি বল, সে যত বড়ই আঘাত হক্, আমি সহ্য করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ সংশয়, সন্দেহ, এ যাতনা আর যে আমার সহ্য হয় না দিদি! আমি যে আমার প্রাণের সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত একাগ্রতা দিয়ে নিখিলকে ভালবেসেছিলুম—তার প্রতিদানও পেয়েছিলুম যথেষ্ট। তাই পৃথিবীতে আমি নিজেকে সব চেয়ে সুখী, সব চেয়ে ভাগ্যবতী মনে করতুম। আমার সে স্বপ্ন এমন হঠাৎ কি করে' ভেঙ্গে গেল দিদি?—কি করে তার মনের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হল, আমি যে তা' কিছুই বুঝতে পারছি না!"

"মনের পরিবর্ত্তন যে মানুষমাত্রেরই আছে শোভনা! এতে আশ্চর্য্য হবারতো বিশেষ কিছুই নাই।"

"তা হ'তে পারে, কিন্তু নিখিল তো সে রকম হাল্‌কা প্রকৃতির লোক নয় দিদি!"

"সে তো ঠিক কথা। কিন্তু নিখিল আমার কাছে সে দিন যা বল্লেছিল, আমি শুধু তোমাকে সেই কথাই বলছি শোভনা! এর সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন।"

"নিখিল বল্লে, সে নাকি তোমাকে কখনও ভালবাসেনি, শুধু রূপের

মোহে মুগ্ধ হয়ে তোমাকে তখন বিয়ে করতে চেয়েছিল। তার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরেই সে তার মনকে চাবুক মেরে ফিরিয়ে নিয়েছে। নিখিল মনে করলে মিথ্যে প্রেমের অভিনয় করে তোমাকে অনায়াসে ভুলিয়ে রাখতে পারত, কিন্তু সে তা' চায় না। যে নারীকে সে সহধর্ম্মিনীর প্রকৃত অধিকার দিতে পারবে না, অকপট মনে শ্রদ্ধা ভালবাসা অর্পণ করতে পারবে না, তাকে বিয়ে করাটা নিখিল গুরুতর অপরাধ বলেই মনে করে। এটা তা'র অন্তরের মহত্ত্ব বলতে হবে!"

সাধনার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে শোভনার মুখের ভাব প্রথমে ব্যাকুল ব্যথিত, পরে কঠিন হইয়া উঠিল। সে যন্ত্রণা-বিদ্ধ-ত্রস্ত-স্বরে বলিল, "সে নিজের মুখে এসব কথা বল্লে দিদি?"

"হ্যাঁ ভাই!"

"আর তুমিও বিশ্বাস ক'রে নিলে?"

"বিশ্বাস না ক'রবার কারণ কি শোভনা?—নিখিলের মতন মহৎ অন্তঃকরণ যার——"

"তা'তো বল্‌বেই,—তুমি যে তাকে——তাকে বিশ্বাস করো,—বিশ্বাস কর্‌তেই চাও——"

"আজ তুমি এ সব কি ব'ল্‌ছ শোভনা? আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"থাক্ দিদি!"

সাধনার দিকে স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া শোভনা নম্র স্বরে বলিল, "নিখিলের কথায় আর কাজ নেই দিদি! সে যে তার নাগপাশের বন্ধন থেকে আমাকে এত শীঘ্র মুক্তি দিয়ে দিয়েছে, সেইটেই আমি এখন পরম সৌভাগ্য ব'লে মনে কর্‌ছি। কিন্তু আজ আবার সে এখানে আস্‌ছে কি মতলবে? তুমি কি তাকে ডেকেছ নাকি?"

"হ্যাঁ, তাকে এবেলা এখানেই খেতে ব'লেছি।"

"কেন ?"

"আমাদের এতদিনের বন্ধুত্ব, আজ বড়লোক হ'য়েছি ব'লেই কি ভুলে যেতে হবে শোভনা ? এমন অকৃতজ্ঞ আমি নই। তুমি কি মনে করো এটা অন্যায় হয়েছে ?"

শোভনা অভিমান-ভরা ভগ্ন-কণ্ঠে কহিল, "তোমার ন্যায় অন্যায় বিচার করবার অধিকার আমার তো নেই দিদি!—তুমি এখানকার রাণী,—সর্ব্বেশ্বরী,—আর আমি—আমি একজন——"

"শোভনা! শোভনা! কি হ'য়েছে তোর ?"

চকিত ত্রস্ত হইয়া দু'জনে পরস্পরের দিকে অপলকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ দুইজনের মুখেই কথা ফুটিল না। তাহার পর সাধনা ব্যথিতা ভগিনীকে সাদরে বাহু-বেষ্ঠনে আবদ্ধ করিয়া, বেদনা-মথিত মমতা-গাঢ় কণ্ঠে কহিল, "শোভনা! বোন্!—আমাকে তুমি যতখানি সৌভাগ্যবতী মনে ক'রছ, বাস্তবিক আমি তা' নই। আমার অবস্থায় পড়্‌লে তুমি বুঝতে পারতে এই রাণী হওয়াটা আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের হয়নি,—আমার এ সুখের জীবনে আমি এরি মধ্যে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি,—কিন্তু কি করি, উপায় নেই।"

শোভনা লজ্জিত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তুমি আমাকে মাপ ক'রো দিদি!—রাগের মাথায় কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলেছি। কিন্তু আমি তোমার ছোট বোন, ক্ষমার পাত্রী।"

সাধনা স্নেহভরে ভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "ক্ষমা তুমি না চাইতেই করেছি শোভনা!—কিন্তু আমাদের মধ্যে এ রকম ভাব থাকা তো উচিত নয়।"

"আর থাকবে না দিদি! আমাদের রাগ, অভিমান, মনান্তরের এইখানেই ইতি হ'য়ে গেল। এখন তুমি কাপড়-চোপড় পরে ঠিক হ'য়ে নাও, সে হয়তো এখনি এসে পড়বে।"

"আর তুই ?—তুই কাপড় ছাড়্‌বি কখন্ ? চুলটা—"

"সে সব আমার অনেকক্ষণ সারা হ'য়ে গেছে।"

শোভনার পরিধানে একখানি সাধারণ ভেলভেট্ পাড় সাড়ী,—একটী হাফ্ হাতা সাদা ব্লাউজ,—মোমের মত শুভ্র নিটোল হাত দু'খানিতে সরু কয় গাছি তীরকাটা স্বর্ণ-চুড়ী,—কাণে দু'টী চুণি বসানো 'টপ্'—এলোচুলের কবরী শিথিলভাবে বাঁধা।

কিন্তু সেই অনাড়ম্বর সামান্য প্রসাধনেও স্বভাব সুন্দরী শোভনার অনুপম সৌন্দর্য্য যেন শতধারে উথলিয়া পড়িতেছিল। সাধনা তাহার দিকে সস্নেহ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া বলিল, "পিসীমা আমাদের আট পৌরে পরবার জন্যে যে সব গয়না বার করে দিয়েছেন ; তা থেকে একছড়া হার আমি তোর জন্যে পছন্দ করে রেখেছি, সেটা বারকরে দিই পরবি ভাই ?"

"না দিদি ! এখন থাক্ পরে দিও।"

দর্পণে তাহার লাঞ্ছিত সৌন্দর্য্যের অপরূপ ছবি দেখিয়া শোভনা আর একবার গাঢ় নিশ্বাস ত্যাগ করিল। মনে মনে বলিল, ছাইরূপ, পোড়ারূপ তার ! যে রূপের এতটুকু শক্তি নাই, যাহা আকৃষ্ট ব্যক্তির প্রাণে প্রকৃত পবিত্র প্রেমের উদ্রেক করিতে পারে, পারে শুধু লালসা জাগাইতে,—এমন ব্যর্থরূপের প্রসাধন করিবে সে আর কোন্ লজ্জায় ? এ লাঞ্ছিত রূপের বোঝা বহিয়া তাহার লাভ কি ?

শোভনা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলিয়া আসিল। নিভৃত কক্ষে একাকিনী বসিয়া সে অন্যমনে ভাবিতে লাগিল নিখিলের কথা। নিখিল সাধনার কাছে যাহা বলিয়াছিল, তাহা কি যথার্থ ? যথার্থই কি সে শোভনাকে কোনও দিন অন্তরে স্থান দেয় নাই ? শুধু রূপে মুগ্ধ হইয়া রূপের আরাধনা করিয়াছে ?

না, না, মিথ্যা কথা,—নিখিল তাহাকে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু এখন সে ভালবাসা ধনৈশ্বর্য্য ও উচ্চপদাকাঙ্ক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া

গিয়াছে। তাই শোভনার হৃদয় ভরা ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া সে নন্দনপুরের রাণীর প্রেমকণা লাভের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে।

ব্যাপারটা এক মুহূর্ত্তে শোভনার কাছে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। নিখিলের ক্ষণ-ভঙ্গুর প্রেম এবং হীন উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাহার মন বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল যেমন করিয়া হক্, সে প্রতারক নিখিলের দিক হইতে নিজের মনকে ফিরাইয়া লইবে এবং এ আঘাতে ভাঙ্গিয়া না পড়িয়া সে দেখাইবে তাহার দুর্ব্বল নারী-হৃদয়ের শক্তি কত প্রবল এবং নিখিলের অত হীনমনা অর্থপিশাচের প্রেমকে সে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে।

শোভনা মাথা ধরার ভাণ করিয়া সন্ধ্যার পর আর নিজের ঘর হইতে বাহির হইল না। কিন্তু ভোজনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ভীরু স্বভাব সৈনিক যেমন মনের সকল ভয় আশঙ্কা সবলে ঠেলিয়া দিয়া যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়, শোভনা তেমনি করিয়া নিজের দুর্ব্বল মনকে সবল ও দৃঢ় করিয়া লইয়া নির্ভীক নির্ব্বিকার চিত্তে ড্রয়িংরুমের দিকে চলিল।

সেখানে নিখিল, হরমোহিনী, সাধনা এবং নিশীথ বসিয়াছিল। হরমোহিণী তখন নিখিলের সহিত রীতিমত গল্প জুড়িয়া দিয়াছিলেন, সে গল্পের তোড়ে নিখিল সাধনার সহিত একটী কথাও বলিবার অবকাশ পাইতেছিল না।

নিখিলের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান জীবনের ইতিহাস, বংশ পরিচয়, পিতা, পিতামহ এমন কি প্রপিতামহের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত বাদ যাইতেছিল না। কিন্তু নিখিলের এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অতি অল্পই ছিল। কারণ তাহার পিতা মাতৃহীন পুত্রটীকে লইয়া যখন উদরান্নের চেষ্টায় স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া প্রবাসে আসিয়াছিলেন, তখন সে নিতান্ত শিশু।

তাহার পর সে আর কখনও দেশে যায় নাই, বা পিতার জীবিতাবস্থায় তাঁহার মুখে কোনও দিন স্বদেশ অথবা আত্মীয়-স্বজনের প্রসঙ্গও

শোনে নাই। সুতরাং সে হরমোহিনীর প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দিয়া উঠিতে পারিতেছিল না এবং মনে মনে সেজন্য বিলক্ষণ কুণ্ঠা ও অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

নিখিলের আদিবাসস্থান বরিশাল এবং পদবী রায় শুনিয়া হরমোহিনী যখন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহলে তুমি বরিশালের রায় গোষ্ঠীর কেউ হও না তো? তাঁরা আমার কুটুম্ব। মস্ত বড় লোক।"

তখন নিখিল আরো কুণ্ঠিত হইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে তা ঠিক বলতে পারি না; ঐতো বল্লুম, ব্যবসার খাতিরে বাবার দেশে বড় একটা যাওয়া আসা ছিল না।"

হরমোহিনী তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন, "এঃ! তোমার বাবার সেটা কিন্তু ভারি অন্যায় হয়েছে,—মানুষের দশের কাছে পরিচয় দিবার মত কিছু থাকা চাই তো?"

নিখিল এবার বড়ই অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া পড়িল। কিন্তু সে অল্পে হটিবার পাত্র নহে, সে যে একটা নগণ্য তুচ্ছ লোক নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন নিখিল সাধনার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি আমাকে কি বলবে বলছিলে না?"

সাধনা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই হরমোহিনী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু আজ আর বলবার কইবার সময় কোথায়? হ্যাঁ, তারপর কি বলছিলুম? তোমার বাবা যখন এদেশে আসেন তখন তোমার কি——"

সেই সময় শোভনা আসিয়া পড়ায় নিখিল যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। শোভনাকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিয়া সে হাস্য রঞ্জিত মুখে বলিল, "দেখো শোভনা! আজ তোমার জন্যে কা'কে ধরে এনেছি!"

শোভনা নিখিলের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একেবারে নিশীথের পার্শ্বে আসন লইয়া বলিল, "কখন এলে?"

"পরশুদিন—"

"পরশু ? তা এর মধ্যে বুঝি একটীবারও দেখা দিতে নেই ?"

"দেখা দেব কি করে' বল ?—আমার কি প্রাণের ভয় নেই ?—গেটের দুধারে যা' সব সঙ্গীণ উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে—বাপ্‌রে !"

নিশীথের কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। সাধনা হাসিতে হাসিতে নিখিলের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল "ওঃ! তাই বুঝি 'বডিগার্ড'টাকে সঙ্গে নিয়ে তবে এসেছ ?"

নিখিল বলিল, "বাস্তবিক আমি ওকে ধরপাকোড় করে না আনলে ও কখনই আস্‌ত না, অথচ এই কাছের গোড়ায় রয়েছে। আমি জানি নিশীথকে পেয়ে শোভনা বড়ই খুসী হবে"—বলিতে বলিতে নিখিল সহাস্যবদনে শোভনার দিকে একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

নিখিলের কথা, নিখিলের সান্নিধ্য আজ আর যেন শোভনা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাই সে নিশীথকে বলিল "আমাদের লাইব্রেরী ঘরে চল না নিশীথ, সেখানে কত ভাল ভাল বই আছে তোমাকে দেখাব।" নিশীথ শোভনাকে নিরালায় পাইবার আশায় হৃষ্ট অন্তরে তাহার অনুগমন করিল।

হল ও লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে যাতায়াত করিবার জন্য দুটী বড় বড় দরজা ছিল। শোভনা নিশীথকে লইয়া এমন স্থানে বসিল, যেখান হইতে সাধনাকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নিখিলকে লক্ষ্য করিয়া শোভনা নিশীথকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "ও লোকটা এখানে কি মনে করে এসেছে জানো ?—রাত হয়ে গেল এখনো ওঠবার নাম নেই !"

নিশীথ সহাস্যে বলিল, "তা কি জানি,—তোমার দিদিই তো ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন শুনলুম, নিখিল তোমার দিদিকে কি একটা কথা বলতে চায়, কথাটা নাকি গোপনীয়—"

"গোপনীয়! সে আবার কি ? কার বিষয় বলতে চায় তা' জানো ?"

"না শোভনা! কারুর মনের কথা আমি কি করে জানব বল ?

বিশেষতঃ ও লোকটার মাথায় অনেক রকম বুদ্ধি খেলে। আমি ওকে কখনই বিশ্বাস বা পছন্দ করি না। আজ আমাকে মুখের উপর স্পষ্টই বলে দিলে কি না—"

নিশীথকে থামিতে দেখিয়া শোভনা ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি বল্লে তোমাকে? বল না?"

"বল্লে তোমার দিকে নাকি ওর মন এখন একটুও নেই—" বলিতে বলিতে শোভনার দিকে চাহিয়া নিশীথ থামিয়া গেল। সে মুখখানির বিবর্ণ আর্ত্তভাব তাহাকে নিরতিশয় পীড়িত করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর নিখিলের উপর তাহার ভয়ানক রাগ হইল। এমন সৌন্দর্য্যময়ী প্রেমপ্রতিমাকে যে এত বড় ব্যথা দিতে পারে সেকি মানুষ?

নিশীথ ব্যথিত উত্তেজিত হইয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল, "শোভনা! আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী, তোমার মঙ্গল কামনা ভিন্ন আমার মনে আর কোনও কামনাই নেই। আমি তোমার ভালর জন্যেই ব'লছি, তুমি ওই নিষ্ঠুর পাষণ্ডটাকে একেবারেই ভুলে যাও, ভুলে দেখিয়ে দাও, তুমি এখন আর ওর কৃপাভিখারিণী নও। তুমিও ওকে ঘৃণা করো—ও মানুষ নয়, পশু!"

শোভনা আহত ত্রস্ত কণ্ঠে কহিল, "না না, ও-কথা ব'লো না নিশীথ!—নিখিলকে আমি ভালক'রেই জানি।—যে ওকে পশু বলে, সে ওকে কখনই চেনে না।"

নিশীথ হাসিতে হাসিতে কহিল, "আচ্ছা বাপু! এই নিয়ে আমি এখন তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। তুমি যদি ওকে পশু না ব'লে দেবতা বলতে চাও, আমি তাতেও রাজি আছি। যাক্, ওসব কথায় আর কাজ নেই, এখন তুমি আমার নিজের কথা কিছু শোনো; আমি যে এখানে কেন এসেছি, কোথায় আছি তা' তো একবার জিজ্ঞাসাও করলে না তুমি।"

শোভনা লজ্জিত হইয়া বলিল, "তাই তো!—আমাকে মাপ ক'রো নিশীথ!—এখানে এসে আমার সমস্তই গোলমাল হ'য়ে গেছে। তুমিও কি অতিথিশালায় রয়েছ নাকি?"

"না, আমি এখানে থাকবার বেশ একটী নিরিবিলি জায়গা পেয়ে গেছি শোভনা। বেশ ছোটখাটো পরিচ্ছন্ন বাড়ীখানি, সঙ্গে একটু বাগানও আছে।—আর সব চেয়ে লাভের কথা এই যে, বাড়ীওয়ালী যিনি, তিনি আমাকে ঠিক মায়ের মত স্নেহ যত্ন করছেন। তোমাদের একদিন নিয়ে যাবো,—যাবে তো?"

কিন্তু নিশীথ দেখিল শোভনা কিছুই শুনিতেছে না, সে বড় অন্যমনস্ক। তাহার আগ্রহভরা উৎসুক দৃষ্টি নিখিলের দিকেই নিবদ্ধ। দেখিয়া নিশীথ বলিল, "চল না শোভনা! আমরাও হলে গিয়ে বসি, তোমার পিসীমা খুব গল্প ক'রতে পারেন, চল আমরাও শুনিগে।"

শোভনা কিন্তু উঠিল না, সে মুখ ভার করিয়া বলিল, "গল্প শুনতে হয় তুমিই শোনো গিয়ে, আমি এখানেই ব'সব।"

হরমোহিনীর গল্প তখনও অশ্রান্তভাবে চলিতেছিল। বেচারা নিখিল কোনও খানে একটু ফাঁক না পাইয়া সাধনাকে বলিল, "তোমার একটু সময় হবে কি সাধনাদেবী? একটা বিশেষ দরকারি কথা বলবার ছিল, কাল হয়তো আসতে পারব না।"

সাধনা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই হরমোহিনী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "সাধনাকে এখন ছুটী দাও বাবা! ও বেচারি বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছে, দু'তিন দিন থেকে ধকলটা তো কম যাচ্ছে না,—এখন যে সমস্ত ভারই ওর ওপর।"

নিখিল মনে মনে বুড়ীর মুণ্ডপাত করিতে করিতে বলিল, "তা'হলে এখন ওঠা যাক, রাত হ'য়ে গেছে,—নিশীথ কোথায়?"

"এই যে,——" নিশীথ সাধনা ও পিসীমাকে বিদায় অভিবাদন জানাইয়া, সোজা গিয়া মোটরে উঠিয়া বসিল।

নিখিলও তাহাদের নমস্কার করিয়া অনিচ্ছুক-মৃন্দ-গতিতে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইল। এমন সময়ে সাধনা ত্বরিতে তাহার কাছে আসিয়া মৃদু-স্বরে ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে কহিল, "আমাকে মাপ ক'রো নিখিল, আজ তোমাকে বৃথাই কষ্ট দিলুম।"

নিখিল সেইরূপ স্বরে উত্তর করিল, "আমি কাল বিকেলে আবার আস্‌ব, তুমি কিছু মনে ক'রো না, শোভনা কোথায়?"

"ঐ যে লাইব্রেরী ঘরে,—তাকে একবারটী ব'লে যাবে না?"

"থাক্ তুমিই ব'লে দিও, নিশীথ আমার অপেক্ষা ক'রছে।"

আর কিছু বলিবার সময় হইল না, হরমোহিনী ডাকিলেন, "শোবে এসো সাধনা! রাত হ'য়ে গেছে।"

লাইব্রেরী ঘরের দরজা ঈষৎ মুক্ত ছিল। বাহিরে যাইবার সময় নিখিল দেখিতে পাইল, আলোকোজ্জ্বল নিভৃত-কক্ষে, নিরুপমা সুন্দরী তরুণী শোভনা একাকিনী বসিয়া। সে তরুণী আবার তাহারই প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী। দেখিয়া নিখিলের কঠিন হৃদয়ও কম্পিত স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

মনে পড়িল আর একদিনের স্মৃতি। সেই এক জ্যোৎস্না পুলকিত মধুর সন্ধ্যায় তাহাদের দু'জনের নিভৃত প্রেম-আলাপন,—প্রেম-বিহ্বলা আত্মহারা শোভনার সেই উচ্ছ্বসিত দারুণ মর্ম্ম-বেদনা, সেই অধীর ব্যাকুলতা। হায়! ছার ধনৈশ্বর্য্যের প্রলোভনে পড়িয়া, সে প্রেম-মুগ্ধা সরলা বালিকাকে কেন এমন নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যান করিল? পরিপূর্ণ সুধা-পাত্র মুখের কাছে পাইয়াও সে নির্ব্বোধের মত কেন অবহেলায় ঠেলিয়া ফেলিল? ঐ রূপের রাণী, প্রেমের নির্ঝরিণী শোভনাকে সে একটু চেষ্টা করিলেই তো লাভ করিতে পারিত,—তবে সে স্বেচ্ছায়

কেন এ স্বর্গ-সুখে বঞ্চিত হইল। ইহার কাছে কি সাধনা দাঁড়াইতে পারে? ভগবান্ শোভনাকে রাণীর যোগ্য রূপ-সম্পদ্ দিয়াও কেন তাহাকে বঞ্চিত করিলেন? এই অনুপমা সুন্দরী শোভনা, রাণী হইলে যে মণি-কাঞ্চন যোগ হইত!

শোভনার সেই সমুজ্জ্বল সম্মোহন রূপের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিখিল বহ্নিমুখ পতঙ্গের মত ধীরে ধীরে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র শোভনা চকিত, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "তুমি এখানে কেন?"

নিখিল কোমল কণ্ঠে অনুনয়ের সুরে বলিল, "আমাকে তুমি ক্ষমা করো শোভনা! আমি হৃদয়হীন পাষণ্ডের মত তোমার কোমল অন্তরে বড় বিষম আঘাত দিয়েছি,—কিন্তু যা' করেছি, তোমার ভালর জন্মেই করেছি শোভনা! তোমার ইষ্ট কামনা ভিন্ন আমার আর—"

"মিথ্যা কথা!" নিখিলের সেই সুমধুর প্রিয় সম্বোধনে, সেই অনুরাগ ভরা মিষ্ট চটুল বচনে শোভনার সমস্ত রোষ অভিমান যেন ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া অবিচলিত দৃপ্তকণ্ঠে কহিল, "থাক্, আমি সব জেনে গেছি তোমাকে আর কিছুই বল্‌তে দেব না,—তুমি আগাগোড়াই আমার সঙ্গে প্রতারণা করে' এসেছ।—"

"না শোভনা! প্রতারণা আমি তোমার সঙ্গে কখনই করিনি, আর কখনও করবও না! তাই যেদিন, যে মুহূর্ত্তে আমি নিজের ভুল বুঝতে পারলুম, সেই——"

"ধন্তবাদ!—কিন্তু এ ভুলটা দুদিন আগে বুঝতে পারলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।" নিখিলের প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া শোভনা সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল, নিখিল বাধা দিয়া কাতর ভাবে কহিল,

"যেওনা শোভনা! একটু দাঁড়াও, বলো তুমি আমাকে ক্ষমা করলে? আমাকে হিতৈষী বন্ধু বলেও অন্ততঃ—"

"না, তোমার বন্ধুত্ব আমি চাইনা,—তুমি দয়া করে আমাকে এখন নিস্কৃতি দাও—"বলিতে বলিতে শোভনা দ্রুতপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

নিখিল মনে করিয়াছিল শোভনার কাছে মার্জ্জনা চাহিয়া লইয়া সে তাহার সহিত পুনরায় সন্ধিস্থাপন করিবে, কিন্তু শোভনার নিষ্করুণ আচরণে বিফলমনোরথ হইয়া সে নীরবে মোটরে গিয়া বসিল। আব্ছায়া অন্ধকারে তাহার বিমর্ষ মুখের পানে চাহিয়া নিশীথ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "আজকের যাত্রাটা বড় অশুভক্ষণে করা হয়েছিল, না নিখিল দা?" নিখিল নিশীথের চাপা হাসি অন্ধকারে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কথা বলছ?—আমার, না তোমার?"

"আঃ! আমার আর শুভাশুভ কি আছে বল? অন্ধ জাগো,—না কিবা রাত্রি কিবা দিন?—আমি তোমার কথাই বলছিলুম।—যার জন্তে এসেছিলে, তার কিছুই হল না,—মনে রইল সই মনের বেদনা।"—নিশীথ হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'ওই পিলীমাটা বড় সহজ মেয়েমানুষ নয় দাদা!—ওর কাছে তোমার কারসাজি খাটবে না!"—

নিখিল রুদ্ধ আক্রোশে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "রসো না!—আমাকে এখানে একটু বস্‌তে দাও, তারপর যদি ঐ বুড়ীকে লাথি মেরে দূর না করে দিই, তাহলে আমার নাম নিখিলেশ রায় নয়!"

নিশীথ সহাস্তে কহিল, "তা' পারবে না নিখিল দা। ওকে এখান থেকে এক পা-ও নড়াতে পারবে না তুমি,—ও বুড়ী সাধনাকে এরি মধ্যে কি রকম বশ করে ফেলেছে তা' দেখ্‌লে তো?"—

"কিন্তু সাধনা তো এখন আমারি হাতে,—নিশীথ! তোমার কাছে আমি আর কিছুই লুকোতে চাই না, কারণ আমাদের দুজনেরই উদ্দেশ্য এক। অর্থাৎ তুমি চাও শোভনাকে, আর আমি চাই সাধনাকে। কিন্তু তা' হলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা আর সহানুভূতি থাকা দরকার। তুমি যদি একটা কাজ করতে পারো, তা'হলে আমাদের দু'জনেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।"

নিশীথ নিখিলের কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "তুমি আমায় কি করতে বল?"

"তুমি শোভনাকে যেমন করে পারো বশ করে তাকে বিয়ে করে ফেলো, নইলে সাধনাকে লাভ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

"বাঃ! বেশ উপদেশ দিলে দাদা?—শোভনাকে বশ করা অমনি মুখের কথা কি না?—তার মন যে এখনো তোমার দিক্ থেকে ফিরেছে বা কোনও দিন ফিরবে, তা'তো বোধ হয় না।"

"না না, এটা তোমার ভুল ধারণা ভাই! মেয়ে মানুষের মন বদ্‌লাতে দেরি লাগে না,—শোভনা এখন আমাকে বিষের মতন দেখে।" নিশীথ স্বগত বলিল, "তুমি যে বিষধর!" প্রকাশ্যে বলিল, "তাই নাকি?—শোভনা কি আজ তোমাকে কিছু বলেছে?" "সে কথা তোমার আর জেনে দরকার নেই, তবে সে আমার ওপর ভয়ানক চটে গেছে। তাই তো বলছি, তুমি যদি সত্যই শোভনাকে পেতে চাও, তা'হলে এই বেলা ভিড়ে যাও। তার মন এখন আশ্রয়হারা লতার মত হুয়ে পড়েছে, এ সময় তুমি একটু চেষ্টা করলেই তাকে বশে আন্‌তে পারবে। একে তো তোমার দিকে ওদের দু বোনের বরাবরই একটা টান আর সহানুভূতি আছে।"—

নিশীথ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। নিখিল "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" জানিয়া তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া সানন্দে সোৎসাহে

কহিল "একদিন আমি তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দী ছিলুম, কিন্তু এখন বন্ধুভাবে নিজেই তোমার পথ পরিষ্কার করে সরে দাঁড়াচ্ছি, তোমার ভাবনা চিন্তার আর সময় নেই ভাই!—লেগে যাও, এমন স্বর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করলে তোমাকে চিরজীবন অনুতাপ করতে হবে।"

একুশ

নিখিলের গোপন অভিসন্ধি অবগত হইয়া নিশীথ বড় চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইল। সে বেশ বুঝিতে পারিল নিখিল এখনও শোভনার রূপে মুগ্ধ, সাধনার প্রতি তাহার বাস্তবিক কোনই আকর্ষণ নাই, শুধু ধন লোভ ও উচ্চপদের কামনাতেই সে কপট প্রেমের অভিনয় করিয়া সরলা সাধনাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। তাহার চক্রান্ত হইতে দুটী বোনকে রক্ষা করিতে হইলে নিশীথকে এখন সদা সর্ব্বদা তাহাদের কাছে কাছে থাকিতে হইবে। সুতরাং পরদিন নিশীথ পিতাকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া দিল যে নন্দনপুর স্থানটী তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে, সেজন্য সে দিনকতক এইখানেই থাকিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে।

নিখিল প্রত্যহই একটা না একটা কিছু ছুতা ধরিয়া নন্দনপ্রাসাদে গমনাগমন করিতে লাগিল। কিন্তু সুচতুরা হরমোহিনীর কৌশলে সাধনার প্রতি প্রেম নিবেদনের নিভৃত অবসর সে একদিনও পাইতেছিল না। নিশীথও তাহার সঙ্গের সাথী ছিল। নিখিল তাহাকে বাধা দিত না, বরং তাহার ভাগ্যোন্নতির পথের অন্তরায় শোভনাকে সরাইবার জন্ম সে নিশীথকে নিজেই আশ্রয় করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিত।

এই সরল মধুর প্রকৃতি নিশীথ ছেলেটীকে হরমোহিণীর বড় ভাল লাগিয়াছিল। বিশেষতঃ নিশীথের বিস্তারিত পরিচয় অবগত হইয়া তিনি যখন জানিতে পারিলেন নিশীথ তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর বন্ধুপুত্র, তখন ছেলেটীর উপর তাঁহার আপনা হইতেই একটা মমতার ভাব আসিয়া পড়িল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ নিখিলেশ এই পিসীমাটীকে কিছুতেই সপক্ষে আনিতে পারিতেছিল না।

সাধনা তাহার পিতা ও পিতামহের শেষকার্য্য তাঁহাদের যোগ্য

সম্মান ও সমারোহের সহিত যথা সময়ে সম্পন্ন করিল। শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া গেলে সলিসিটার মহাশয় নন্দনপুরের সমস্ত প্রজামণ্ডলিকে আহ্বান করিয়া এক বিরাট সভার অধিবেশন করিলেন, এবং সেই প্রকাশ্য সভায় রাণী সাধনাকে আনিয়া সকলের কাছে পরিচিত করিয়া দিলেন।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী নিখিলকে নন্দনপুরে মেয়েদুটীর অত কাছে রাখিয়া কলিকাতায় গিয়া সুস্থির হইতে পারেন নাই। হরমোহিনীর ও নিশীথের উপর তিনি নিখিলের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের ভার দিয়া আসিয়াছিলেন, তথাপি নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া নিজেও প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করিতেছিলেন।

মিসেস দত্তর সন্ধানও মিঃ চ্যাটার্জ্জী তলে তলে করিতেছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোনই উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। নিখিল চাটার্জ্জীর দিকে মোটেই ঘেঁস দিতে চাহিত না। সেই দিনের পর তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে আর বিশেষ কোনও কথাবার্ত্তা হয় নাই। কলিকাতায় বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও চ্যাটার্জ্জী যখন মিসেস দত্তের ঠিকানা জানিতে পারিলেন না, তখন নিখিলের কাছে ছলে কৌশলে ঠিকানাটা আদায় করিবার সংকল্প করিয়া তিনি একদিন নন্দনপুরে অতিথিশালায় উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, নিখিলের কামরাতে কুলুপ বন্ধ, এবং সেই বন্ধ দরজার কাছে একটী প্রৌঢ়া রমণী চিন্তান্বিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। চ্যাটার্জ্জী চমকিয়া উঠিলেন, স্ত্রীলোকটী দেখিতে অনেকটা শোভনার মত।

তবে কি ইনিই সেই নিখিল কথিত মিসেস দত্ত। সাধনা ও শোভনার গর্ভধারিণী? তাঁহাকে অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া স্ত্রীলোকটী এগাইয়া আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি জানেন কি? নিখিলেশ রায় কি এই কামরায় থাকেন?—"

মিঃ চ্যাটার্জ্জী প্রত্যভিবাদন করিয়া সাগ্রহে বলিলেন, "হ্যাঁ, তিনি এই কামরাতেই থাকেন, কিন্তু এখন তো নেই দেখছি।"

"কোথায় গেছেন বলতে পারেন?" "না, তবে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারা যায়।"

"তবে দয়া করে' আপনি একবারটী তাঁকে জিজ্ঞাসা করে' দেখুন না,—আমার যে বড্ড দরকার!"

"তা করছি, কিন্তু আপনার নাম—" "আমার নাম মিসেস দত্ত—" মিঃ চ্যাটার্জ্জীর মন উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, নিখিল কালই রাত্রে বাহিরে গিয়াছে; কোথায় গিয়াছে, কেন গিয়াছে, ম্যানেজার তাহা বলিতে পারিলেন না, তবে সে যে দুই এক দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে, এইটুকু সংবাদ তিনি জানেন।

মিসেস দত্ত এ সংবাদে বড়ই দুঃখিত ও আশাহত হইলেন। তিনি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "তাই তো, আমি যে ক'দিন থেকে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, পুরীতে দু'বার গিয়েছি, সেখানে খবর পেলুম, সে নন্দনপুরে এসেছে, খবর পেয়েই এখানে ছুটে এসেছি। মনে বড় আশা নিয়েই এসেছিলুম, কিন্তু এখানেও সে নেই, তবে গেল কোথায়?"

"আপনি কি কলকেতা থেকে আসছেন?" "হ্যাঁ, আবার আজই ফিরে যেতে হবে, যে জন্যে এসেছিলুম, তা'তো কিছুই হ'ল না।"

মিঃ চ্যাটার্জ্জী মনে মনে ভাবিলেন, ভগবান যখন দয়া করিয়া এই স্ত্রীলোকটীকে আপনা হইতে মিলাইয়া দিয়াছেন, তখন সহজে ছাড়া হইবে না, ইহাকে এই সুযোগে হস্তগত করিতে হইবে।

তাই আগ্রহের সহিত বলিলেন, "সে লোকটা যেখানেই থাক্, জিনিস পত্র যখন রেখে গেছে, তখন আজ কালের মধ্যেই ফিরে আসবে নিশ্চয়। তা'র ফিরে আসা পর্য্যন্ত আপনি এই অতিথিশালায় স্বচ্ছন্দে অপেক্ষা করতে পারেন আমি আপনার থাকবার সব বন্দোবস্ত করে' দিচ্ছি।"

মিসেস্ দত্ত সে প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। চ্যাটার্জ্জী ম্যানেজারকে বলিয়া মিসেস্ দত্তের জন্য একখানি কামরা ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বৈকালের দিকে মিসেস দত্তর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার অভি-প্রায়ে গিয়া দেখিলেন তিনি চিন্তিত মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। চ্যাটার্জ্জী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো?" "না, ধন্যবাদ!" চ্যাটার্জ্জীকে বসিতে আসন দিয়া মিসেস দত্ত কৃতজ্ঞ স্বরে বলিলেন, "আপনি কে তা জানি না—কিন্তু আপনার বড়ই দয়ার শরীর দেখছি,—কোথাকার এক জন অপরিচিতা স্ত্রীলোককে—"

"আপনি আমার একেবারেই অপরিচিতা ন'ন মিসেস্ দত্ত! আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ না থাকলেও নিখিল বাবুর কাছে আমি আপনার কথা সমস্তই শুনেছি।" মিসেস দত্ত চমকিত হইয়া বলিলেন তাই নাকি? নিখিল বাবু কি আপনার বন্ধু?—"হ্যাঁ ত'ার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় আছে, তাঁর কাছে আপনি কি দরকারে এসেছেন তা বলতে আপনার কোনও আপত্তি আছে কি?" "কিছুনা," মিসেস দত্ত একটু ইতঃস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আপনার পরিচয় তো আমি জানতে পারলুম না, আপনি কে, কোথায় থাকেন দয়া করে' বলবেন কি?"

মিঃ চ্যাটার্জ্জীর পরিচয় পাইয়া মিসেস্ দত্ত প্রকৃতই আনন্দিত হইলেন। "আপনি এটর্ণী? তা'হলে আপনার কাছে আমি এ সময়ে অনেক উপকার পেতে পারি। সে লোকটার কাছে আমি যে জন্যে এসেছি, তা আপনার কাছে সত্যি করেই বলছি।"

"বলুন, আপনি আমার কাছে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। নিখিল বাবুর সঙ্গে আপনার কোথায় আর কবে প্রথম সাক্ষাৎ হয়?"

"পুরীতে, অল্পদিন হ'ল আমার স্বামীর খোঁজ পেয়ে আমি সেখানে গিয়েছিলুম, তিনি যে মারা গেছেন তা তো আমি জানতুম না।

বাড়ীতে কাউকে না দেখতে পেয়ে আমি ফিরে যাচ্ছিলুম সেই সময় নিখিল বাবুর সঙ্গে দেখা হল। শুনলুম সে আমার বড় মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায়। আর মেয়েরা কোথায় আছে কেমন আছে তাও জানে।"

"আপনাকে সে মেয়েদের কথা সমস্তই বলেছে ?"

"না, মেয়েরা আমার ভাল আছে, সুখে আছে, শুধু এইটুকু জেনেছি, তা ছাড়া আর কিছুই জানি না। মেয়েরা এখন কোথায় আছে, তা অনেক পিড়াপিড়ীতেও সে বলেনি। সেই কথা জানবার জন্যে আর কিছু সাহায্য পাবার প্রত্যাশায় আমি সেই থেকে তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সে লোকটা কি জানি কেন এখন লুকোচুরী খেলছে।"

মিঃ চ্যাটার্জ্জী গম্ভীর মুখে বলিলেন, "মিসেস্ দত্ত, আমি আপনাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিচ্ছি। আপনি ও লোকটাকে কখনই বিশ্বাস করবেন না। ও সর্ব্বাংশেই আপনার কন্যার যোগ্য পাত্র নয় !"

মিসেস্ দত্ত চকিত হইয়া বলিলেন, "তাই নাকি, কিন্তু আমার সঙ্গে সে তো খুব ভাল ব্যবহারই করেছিল, সে দিন তার কাছে সাহায্য না পেলে—"

"সাহায্য সে নিঃস্বার্থ ভাবে করেনি, নিখিলবাবুর মনে একটা গুপ্ত অভিসন্ধি আছে, সেই জন্যেই টাকা দিয়ে সে আপনাকে হাত করতে চাইছে।"

মিসেস্ দত্ত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছেন, সেদিন তার কথাবার্ত্তা শুনে আমার মনেও এই রকম একটা সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু তার অভিসন্ধিটা কি বলতে পারেন ?"

"সব কথা আমি আপনাকে বলতে পারব না, তবে এইটুকু জেনে রাখুন এই ধূর্ত্ত লোকটা তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনার মেয়েটীর সর্ব্বনাস করতে চায়—"

মিসেস দত্ত শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ ! মিঃ চ্যাটার্জ্জী তাহলে

আমি বড়ই ভুল করেছি। বাস্তবিক ওর মনে যে কোনও মন্দ অভিসন্ধি আছে, সেটা আমি বুঝতে পারিনি। মানুষের অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় জানেন তো? বড় কষ্টে বড় অভাবে পড়েই সেদিন ওর কাছ থেকে আমি সাহায্য গ্রহণ করেছিলুম।"

মিসেস দত্তকে দেখিয়া বাস্তবিকই বড় বিপন্ন বোধ হইল। মিঃ চ্যাটার্জ্জী বলিলেন "তার জন্যে আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, সে টাকা মায় সুদ শুদ্ধ আমি পরিশোধ করে দিয়েছি।"

"আপনি? আপনি সে টাকা দিলেন?"—মিসেস দত্ত বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে অবাক্ হইয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। চ্যাটার্জ্জী সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ,—শুধু সেই টাকা কেন, আপনি যদি আমার মতে চলেন তাহলে আমি এমন ব্যবস্থা করতে পারি যাতে আপনাকে অর্থাভাবে কখনই কষ্ট পেতে হবে না। আপনি চিরজীবন নির্ভাবনায় আয়াসে কাটাইতে পারবেন।"

মিসেস দত্তর বিস্ময়ের পরিমাণ এবার যেন সীমা ছাড়াইয়া উঠিল। ব্যগ্র অধীর কণ্ঠে কহিলেন "বলেন কি? আপনি আমার জন্যে কেন এতটা করবেন? আর আমিই বা আপনার দেওয়া সাহায্য নেব কোন্ অধিকারে?"

"এ সাহায্য আমি করছি না, করছেন আপনার এক আত্মীয়, সুতরাং—"

"আমার আত্মীয়! আপনি এসব কি বলছেন মিঃ চ্যাটার্জ্জী? —আমার এই দুঃসময়ে অযাচিত সাহায্য করতে পারে, এমন আত্মীয় কেউ এ পৃথিবীতে আছে না কি? থাক্‌লে আজ আমার এ দশা হবেই বা কেন?"

"আছে, কিন্তু আপনি তা জানেন না, আর কোনও বিশেষ কারণে আমি এখন সে কথা আপনাকে জানাতেও পারব না।"

"আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না, মিঃ চ্যাটার্জ্জী। এ সমস্তই আমার যেন প্রহেলিকার মত বোধ হচ্ছে। যাই হোক্ আপনার দয়ায় যদি শেষ জীবনটা একটু নিশ্চিন্ত হয়ে কাটাতে পারি সেও আমার পরম লাভ।"

চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "আপনি মাসে মাসে যে মাসহারা পাবেন, তা' আপনার একক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আপনি যদি আমার দুটী সর্ত্তে রাজি হতে পারেন তবেই—"

"বলুন আপনার সর্ত্ত কি?"

"প্রথম আপনি আর এদেশে থাকতে পারবেন না, কলকেতা ছেড়ে আপনাকে অন্য কোথাও গিয়ে বাস করতে হবে।"

"কলকেতা ছেড়ে আমি কোথায় যাবো?

"অন্য কোন দূরদেশে কাশী কি হরিদ্বার—"

"ওঃ! অতদূরে? কিন্তু আমাকে আপনি কেন এত দূরদেশে তাড়িয়ে দিতে চান মিঃ চ্যাটার্জ্জী?"

"তা আপনাকে আমি বলতে পারব না মিসেস দত্ত! তবে আপনি যেখানে যতদূরেই গিয়ে থাকুন, আমাকে ঠিকানা জানালেই মাসে মাসে আপনার খরচের টাকা ঠিক সময়ে পেয়ে যাবেন। উপস্থিত এক মাসের খরচা আর গাড়ি ভাড়া আমি এখনি আপনাকে দিতে পারি। কেমন— রাজি?"

খানিক ভাবিয়া মিসেস দত্ত হর্ষ ও বিষাদ মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "রাজি না হয়ে আর করি কি বলুন! প্রলোভনটা তো আপনি কম দিচ্ছেন না! অবশ্য চিরদিন আমি এমন অর্থের কাঙ্গাল ছিলুম না, কিন্তু এখন আর পারি না। এ বয়সে এই শরীরে আর ওসব উৎপাত ভাল লাগে না। আমার এ অস্বস্তি ভরা পাপ জীবনে বাস্তবিক বড় ঘৃণা ধরে গেছে মিঃ চ্যাটার্জ্জী!"

"তাহলে কবে যাবেন?"

"যত শীঘ্র পারি,—কিন্তু যাবার পূর্ব্বে যদি আমার মেয়েদুটীকে একবার স্বচক্ষে দেখে যেতে পারতুম। আপনার কথায় ভাবে বোধ হয় আপনি আমার মেয়েদের বিষয় সব জানেন—"

"ঠিক বলেছেন, কিন্তু আপনার মেয়েদের মঙ্গলের জন্যই আমি বলছি, আপনি তাদের দেখার আশা ত্যাগ করুন। আপনার মেয়ে দুটী বেশ সুখে আছে, তাদের কোনই কষ্ট বা দুঃখ নেই, শুধু এইটুকু জেনেই আপনাকে সন্তুষ্ট থাক্‌তে হবে।"

মিসেস্ দত্ত একটী ক্ষুব্ধ নিশ্বাষ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আপনার দ্বিতীয় সর্ত্তও বলুন।"

"দ্বিতীয় সর্ত্ত এই যে, ঐ নিখিল লোকটার সংশ্রব আপনাকে ত্যাগ করতে হবে। ওর সঙ্গে কোনও চিঠি পত্র ব্যবহার করতে আপনি পারবেন না।"

"কেন?"

"ও লোকটা ভাল নয়, তার যে কোনও মন্দ অভিসন্ধি আছে, তা' ত আপনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন।"

মিসেস্ দত্ত চ্যাটার্জ্জীর মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন, "তা'তো বুঝলুম, কিন্তু আপনার অভিসন্ধি যে ভাল, তারই বা প্রমাণ কি? সে লোকটা টাকা দিয়ে আমাকে হাত করতে চায়, আর আপনি মাসোহারার লোভ দেখিয়ে, আমাকে দূর বিদেশে নির্ব্বাসন পাঠিয়ে দিতে চাইছেন। আপনাদের দুজনের মধ্যে কার মনে কি আছে, আমি কি করে বুঝব?—আমি একজন পতিতা স্ত্রীলোক, থিয়েটারের অভিনেত্রী, আমার জন্যে আপনাদের মাথাব্যথা কেন?—এমন উপযাচক হয়ে আমাকে সাহায্য করতেই বা চাইছেন কিসের জন্যে? আপনাদের দুজনের মনেই নিশ্চয় কোনও গূঢ় অভিসন্ধি আছে মিঃ চ্যাটার্জ্জী!"

"ঠিক বুঝেছেন, কোনও উদ্দেশ্য না থাকলে শুধু নিঃস্বার্থ ভাবে এ জগতে কেউ কাহাকে এতটা সাহায্য দিতে পারে না, তবে আমাদের দুজনার উদ্দেশ্যে প্রভেদ আছে বিস্তর। নিখিলবাবু আপনাকে হাত করতে চান তাঁর নিজের স্বার্থানুরোধে, আর আমি যা করতে যাই, তা শুধু আপনার মেয়ে দুইটার ইষ্ট কামনায়। তা'ছাড়া আমার মনে আর কোনই কু-অভিসন্ধি নেই।"

"কিন্তু আপনি আমার মেয়েদের জন্যেই বা কেন করছেন?—আপনি ব্রাহ্মণ, তাদের সঙ্গে আপনার আত্মীয়তার কোনও সম্পর্ক—"

"না, আমি আপনার মেয়েদের আত্মীয় নই বটে, কিন্তু অভিভাবক, তাদের সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতির সমস্ত ভার ঈশ্বরেচ্ছায় এখন আমার হাতেই এসে পড়েছে, সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাকে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে হচ্ছে।"

মিসেস্ দত্ত আর কিছু বলিলেন না। গম্ভীর মুখে বসিয়া তিনি বোধ হয় তাঁহার এখনকার কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে লাগিলেন।

চ্যাটার্জ্জী আবার বলিলেন, "বেশ করে ভেবে দেখুন মিসেস্ দত্ত। আপনার মেয়েদের মঙ্গলের জন্যেই বলছি, আপনি যত শীঘ্র পারেন, এদেশ ছেড়ে চলে যান তাদের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছাটা আপনি একেবারেই পরিত্যাগ করুন। মা হয়ে সন্তানের জন্য আপনি এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারবেন নাকি?

মিসেস্ দত্ত শুষ্ক মুখে ক্লিষ্ট স্বরে বলিলেন, "কিন্তু নিখিলেশ যে আমার মেয়ে দুটীকে দেখাবে বলেছিল, তাদের সেই কতটুকু বা দেখেছি!"—

"আপনি নিখিল বাবুর কথায় কথনই বিশ্বাস করবেন না মিসেস্ দত্ত, করলে কষ্ট পাবেন। সে আপনার মেয়েদের, আর আপনাকেও প্রতারিত করবার চেষ্টায়"—

"মিথ্যা কথা!—প্রতারিত আমি করছি না আপনি?" অশরীরি দুষ্ট

আত্মার মত নিখিলের আকস্মিক আবির্ভাবে চ্যাটার্জ্জী ও মিসেস্ দত্ত দুইজনেই চমকিয়া উঠিলেন। নিখিল একা আসে নাই, তাহার সঙ্গে নিশীথও ছিল?

নিখিল মিসেস্ দত্তর পানে অসন্তোষপূর্ণ তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রুক্ষ রূঢ় বচনে কহিল, "মিসেস্ দত্ত!—আপনি তো বেশ মজার লোক!—আমি আপনার সন্ধানে কলকেতা পুরী সব তন্ন তন্ন করে খুঁজে মরছি, আর আপনি দিব্যি যে এখানে বসে আর এক নূতন শিকার—"

"চুপ!" নিখিলের দিকে রোষদীপ্ত কটাক্ষে চাহিয়া মিসেস্ দত্ত তর্জ্জন স্বরে কহিলেন, "আমি প্রথমেই বুঝেছিলুম তোমার মতলব ভাল নয়। তুমি আমার বড় মেয়েটীকে বিয়ে করতে চাও বলেছিলে, কিন্তু তোমার মত অভদ্র—"

নিখিল ভ্রুকুটী করিয়া সরোষে কহিল, "আমি অভদ্র? আর ইনি—" চ্যাটার্জ্জীর দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "ইনি ভদ্র কি অভদ্র তাই বা আপনি কি করে' জানলেন? বড় আশ্চর্য্যের কথা, একজন অপরিচিত লোককে আপনি এত শীঘ্র এক কথায় বিশ্বাস করে' ফেল্লেন।—একেই বলে স্ত্রী বুদ্ধি!—এ লোকটার উদ্দেশ্য যে যথার্থই সাধু, ইনি যে আপনার সঙ্গে প্রতারণা করছেন না, তার কোনও প্রমাণ আপনি পেয়েছেন কি মিসেস দত্ত?"

"পেয়েছি বই কি, ইনি একজন পদস্থ ভদ্রলোক, চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও এর নাম আমি আগেও শুনেছি। তা' ছাড়া ইনি আমার মেয়েদের অভিভাবক।"

"ছাই অভিভাবক!" চ্যাটার্জ্জীর দিকে আরক্ত নয়নে চাহিয়া নিখিল বিরক্ত রুষ্ট স্বরে বলিল, "ভারি তো অভিভাবক হয়েছেন! কথায় বলে যে রক্ষক সেই ভক্ষক! মা থাকলে মেয়ে দুটীকে ভোগা দেওয়া সহজে হবে না; তাই এত কাছে থাকতে ও তাদের একবার চোখের দেখাও

যেতে দিচ্ছেন না, এমনি হিতৈষী। মিসেস্ দত্ত!—আপনি জানেন না, আপনার মেয়ে দুটী আপনার খুব কাছেই আছে।"

"কোথায়? তারা কোথায় আছে মিঃ চ্যাটার্জ্জী! আপনি আমাকে সত্যি করে বলুন, আমা হতে তাদের কোন অনিষ্ট হবে না।"

মিসেস দত্ত কথা কয়টী বলিয়া ব্যাকুল আগ্রহে, রুদ্ধ নিশ্বাসে চ্যাটার্জ্জীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু চ্যাটার্জ্জী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নিখিল ক্রূরহাসি হাসিয়া বলিল, "তা উনি কখনই বলবেন না। কিন্তু আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন মিসেস দত্ত! আপনি জানেন না আপনার স্বামী এই নন্দনপুর ষ্টেটের অধিস্বামী রাজা ওঙ্কারনাথের এক মাত্র সন্তান, দত্তবংশের একমাত্র বংশধর ছিলেন। এখন তাঁর মৃত্যুর পর আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা সাধনা দত্তই পিতামহের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আর জমীদারির উত্তরাধিকারিণী হয়েছেন তারা এখন এই-খানেই রাজা ওঙ্কারনাথের বাসভবন নন্দনপ্রাসাদে আছেন—"

অতিমাত্র বিস্ময়ে মিসেস্ দত্তর মুখ হইতে একটা অস্ফুট শব্দ বহির্গত হইল। সম্মুখে অতর্কিত বজ্রপাত হইলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, মিসেস্ দত্ত এই অভাবিত অপ্রত্যাশিত সংবাদে তেমনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। কথাটা তিনি যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না, তাই অধীর উৎকণ্ঠায় চ্যাটর্জ্জীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একথা কি সত্যিই চ্যাটার্জ্জী? আমার স্বামী যে একজন বর্দ্ধিষ্ণু বংশের সন্তান, তা আমি শুনেছিলুম, কিন্তু তিনি যে সত্যিই এত বড়লোক—"

চ্যাটার্জ্জী বুঝিলেন মিসেস্ দত্তর কাছে আর এখন কোনও কথা গোপন রাখা চলিবে না, তাই বলিলেন, "আপনি যা শুনলেন তা যথার্থ; মিসেস্ দত্ত! সেই জন্যেই আমি আপনার কথা আপনার মেয়েদের কাছে গোপন রাখতে চাইছিলুম। ঈশ্বরেচ্ছায় তারা যখন এত বড় একটা সম্ভ্রান্ত বংশগৌরব এত বড় একটা রাজ সম্পত্তির

আত্ম প্রতিপত্তির অধিকারিণী হয়েছে, তখন আমার বেয়াদবি মাপ করবেন মিসেস্ দত্ত! আপনার কি এখন উচিত তাদের গর্ভধারিণীর নিকৃষ্ট পরিচয় দিয়ে মেয়ে দুটীকে সাধারণের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করা? আপনি যদি নিজের সন্তানের যথার্থই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী হন, তাহলে আপনার অস্তিত্ব তাদের কাছে গোপন রাখাই কর্ত্তব্য।"

নিখিল সুমিষ্ট স্তোকবাক্যে কহিল, "ওর কথা শোনেন কেন মিসেস্ দত্ত; আপনি অভিনেত্রী হন, আর যেই হ'ন, তাঁদের মা তো বটে? সাধনা আর শোভনা আপনাকে পেলে বড়ই সন্তুষ্ট হবে, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, এখনই আপনাদের সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেব। আহা! বেচারিরা মা যে কি বস্তু তা জানেই না।"

নিশিথ এতক্ষণ একটীও কথা কহে নাই, মনোযোগ দিয়া চুপ করিয়া সব শুনিতেছিল। ব্যাপারটা যেন তাহার কাছে একটা রহস্য-ময় প্রহেলিকার মতই বোধ হইতেছিল। কিন্তু এখন নিখিলের ধৃষ্ট-তায় আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া সে এসে বলিয়া উঠিল, "তা উনি কখনই করবেন না নিখিল দা!—তুমি ওকে বৃথাই টানাটানি করছ। সন্তানের যাতে অকল্যাণ হয়, এমন কাজ কোনও মতেই করতে পারে না"—মিসেস্ দত্তর দৃষ্টি এতক্ষণ পরে নিশীথের দিকে আকৃষ্ট হইল। ছেলেটীর সুন্দর প্রিয়দর্শন আকৃতি ও সুমিষ্ট নম্র বচনে তাঁহার মাতৃহৃদয়ে স্বতঃই মমতার উদ্রেক হইল। তিনি নিশীথের দিকে ফিরিয়া সস্নেহ ব্যাকুলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ঠিক বলেছ বাবা। আমার মেয়েদের ওপর আমি মায়ের কর্ত্তব্য কিছুই করিনি বটে, কিন্তু তাই বলে বাছাদের যাতে অমঙ্গল হয় এমন কাজ আমি কখনই করব না। থাক্ তারা মাতৃহীন, এই বিশ্বাস নিয়ে যেমন আছে তেমনি থাক্। ভগবান্ তাদের সুখ সৌভাগ্য অটুট অক্ষয় করুন, আমি আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে যে দিকে দু চক্ষু যায়, সেই দিকে চলে যাই। আমার

পাপের ছাপ, আমার নিষ্পাপ বাছাদের গায়ে লাগতে আমি দেব কেন? হাজার হক, আমি তাদের মা তো; তবে একবারটী চক্ষের দেখাও দেখতে পেলুম না, এই বড় আপশোষ রইল।"

মিসেস্ দত্ত একটী অনুতাপের গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছল ছল চক্ষে কহিলেন, "থাক্, তাও চাই না, কি জানি যদি নিজেকে না সাম্‌লে রাখতে পারি!—যে অধিকার নিজের দোষেই হারিয়েছি, তা তো আর ফিরে পাব না আমি! তবে কেন বৃথা তাদের মনে কষ্ট দেব? মিঃ চ্যাটার্জ্জী! আমি আপনার সর্ত্তেই রাজি, আজই কলকেতায় গিয়ে, আমি সব বন্দোবস্ত করে, ফেলছি, তারপর আপনার সঙ্গে দেখা করব, আপনার ঠিকানা—"

"বেশ কথা, আপনি বড় বুদ্ধির কাজ করলেন মিসেস্ দত্ত!" নিজের ঠিকানাটা তাড়াতাড়ি লিখিয়া দিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জী হৃষ্ট অন্তরে প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "আমি আপনার যাবার ব্যবস্থা সব ঠিক করে দেব, সেজন্য আপনার কিছুমাত্র কষ্ট করতে হবে না।"

মুখের শিকার কাড়িয়া হিংস্র পশুর যে অবস্থা হয়, নিখিলের অবস্থা তখন অনেকটা সেই রকম হইয়া দাঁড়াইল। সে রুক্ষ স্বরে কহিল, "কাজটা কিন্তু আপনি ভাল করলেন না মিসেস্ দত্ত! মনে রাখবেন এই অবিবেচনার জন্য আপনাকে চিরজীবন অনুতাপ আর কষ্ট ভোগ করতে হবে।"

বলিতে বলিতে রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে চ্যাটার্জ্জীর দিকে একটা ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টি হানিয়া নিখিল গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর চ্যাটার্জ্জী, মিসেস্ দত্ত ও নিশীথের মধ্যে আরো অনেক কথা হইল। মিসেস্ দত্ত নিশীথকে তাঁহার মেয়েদুটীর কথা সব খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিশীথের মুখে শোভনার সলজ্জ প্রশংসা-বাদ শুনিয়া তাঁহার মনেও সন্দেহ হইল ছেলেটী শোভনাকে ভাল-

বাসে। তাই নন্দনপুর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি চাটার্জ্জীকে চুপি চুপি বলিয়া গেলেন, "যদি সম্ভব হয় তাহলে এই নিশীথ ছেলেটার সঙ্গে আমার ছোট মেয়ে শোভনার বিবাহ দেবেন। ছেলেটী বড় ভাল।"

বাইশ

"নিশীথ ছেলেটী ভারি সুন্দর, না মা সাধনা ?"

"হ্যাঁ পিসীমা, তুমি তো ওকে আজই দেখছ, কিন্তু আমরা অনেক দিন থেকেই জানি, রূপে গুণে, বিদ্যে বুদ্ধিতে নিশীথের মতন ছেলে আজ কালকার দিনে কমই পাওয়া যায়।"

"হ্যাঁ, তাইতো ভাবছি। আচ্ছা মা ! ওর সঙ্গে আমাদের শোভনার বিয়ে দিলে কেমন হয় ? দুটীতে কেমন সুন্দর মানায় না ? তা' হলে তো খুবই ভাল হয় পিসীমা। আমি জানি নিশীথ শোভনাকে যথেষ্ট ভাল বাসে, কিন্তু—

"কিন্তু কি মা ! নিশীথের বাপের পয়সাকড়ি বিশেষ নেই বটে, তবে তিনি লোক অতি ভদ্র, আর ছেলেটীও তেমনি হয়েছে, বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ পুরুষের যেমন হওয়া চাই।"

"না পিসীমা ! আমি সে কথা বলছি না, ঠাকুরদাদা শোভনার জন্যে যে রকম ব্যবস্থা করে গেছেন, তাতে পয়সা অভাবে ও কখনই কষ্ট পাবে না। তবে আমি ভাবছি শোভনার মতামতের কথা। সে কি জানি নিশীথকে বিয়ে করতে রাজি হবে কি না ; যদি সে পচ্ছন্দ করে—"

হরমোহিনী নাসিকাকুঞ্চিত করিয়া তিক্তস্বরে বলিলেন, "এখনকার দিনে ঐ সব পচ্ছন্দ করা করি দেখে আমার যেন গা জ্বলে যায় বাছা ! আমাদের সময়ে এসব উপসর্গ ছিল না তো !"

সাধনা ঈষৎ হাসিয়া বলিল," এটা কি মন্দ পিসিমা ?—দুজনে দুজনকে পচ্ছন্দ করবে ভালবাসতে পারবে, তবেই না সে বিয়েতে সুখ ? যথার্থ প্রাণের মিলন না হবে, সে বিয়ে যে অসিদ্ধ হয় পিসিমা !"

হরমোহিনীর মুখ এবার গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি অপ্রসন্ন-

স্বরে কহিলেন, "কি জানি মা! আমরা অত শত বুঝি না। এসব ভালবাসা বাসি, আজ কালকার স্কুল কলেজে পড়ে শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যেই হয়েছে। আমাদের সেকালে এসব ছিল না। বাপ মা দেখে শুনে যার হাতে সঁপে দিতেন। তাকেই ভালবাসতে হ'ত, ভক্তি শ্রদ্ধা করতে হ'ত।

"এইত আমার স্বামী আমার চেয়ে বয়সে ঢের বড় আর দোজবরে ছিলেন, কিন্তু তার জন্যে আমার মনে তো কোনও অসুখ ছিল না। তোমরা প্রাণের মিলন মনের মিলন কাকে বল জানি না, তবে স্বামীর স্নেহ ভালবাসা আমি পেয়েছিলুম যথেষ্টই। যাক্, শোভনার কথা এখন ছেড়ে দাও, ও ছোট, ওর বিয়ের এখন তাড়াতাড়ি নেই, আমার ভাবনা তোমার জন্যে। তুমি যাকে বিয়ে করবে, সে সর্ব্বাংশে তোমার উপযুক্ত হওয়া চাই। যখন এত বড় রাজ রাজত্ব, এত বড় দায়ীত্ব, এতগুলি প্রজার সুখ দুঃখ সমস্ত তোমার স্বামীর বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করছে, তখন কেবল আত্মসুখের বশীভূত হয়ে নিজের পছন্দ মত যাকে তাকে বিয়ে করা তো তোমার পক্ষে সম্ভব নয় মা!"

"কি সম্ভব নয় পিসিমা? নিখিলকে সহসা বাড়ীর ছেলের মত ঘরে অবাধে ঢুকিতে দেখিয়া পিসিমার মন বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সাধনার অসন্তুষ্টির ভয়ে তিনি মনোভাব গোপন করিয়া বেশ সহজ ভাবেই কহিলেন, "এই আমাদের সাধনার বিয়ের কথা বলছি, আর পাঁচ-জন মেয়েদের মতন সাধনার বিয়ে তো যার তার সঙ্গে দেওয়া চললে না?"

নিখিলেশ গম্ভীর মুখে হরমোহিনীর কথায় সায় দিয়া বলিল, "তা তো বটেই, উনি তো এক জন সাধারণ মেয়ে ন'ন। নন্দনপুরের রাণী!—" কথাটা বলিয়াই সে তাহার চঞ্চল চাটুল নয়নের বক্র কটাক্ষ সাধনার দিকে নিক্ষেপ করিল। দুজনের চোখা চোখি হবা মাত্র সাধনা সসঙ্কোচে

দৃষ্টি অবনামিত করিয়া নামাইল। নিখিল হরমোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল "সম্বন্ধ কোথায় হচ্ছে নাকি ?" "হরমোহিনী বলিলেন, "না, এখনও হয়নি, তবে সম্বন্ধ এইবার করতে হবে বইকি ?" আর কি আইবুড়ো থাকা ভাল দেখায় ?"

সাধনার এ প্রসঙ্গ মোটেই ভাল লাগিতেছিল না, তাই সে কথাটা অন্যদিকে বুঝাইয়া বলিল, "পিসীমা আজ নিশীথের সঙ্গে শোভনার বিয়ের কথা বলছিলেন।" "আঃ সেত খুব ভালই হয়! নিশীথের মতন সুপাত্র আজকালকার বাজারে খুঁজে মেলাই ভার! তাহলে কথাটা শীঘ্রই সেরে ফেলুন পিসিমা! আর দেরি করে কাজ নেই।—কথায় বলে শুভস্য শীঘ্রম্ "কি বল সাধনা দেবী ?"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিখিলেশ রুদ্ধশ্বাসে উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সাধনা কুণ্ঠার সহিত বলিল, "আমিও তাই বলছিলুম, কিন্তু শোভনা যদি রাজি হয় তবেই না ?"

হরমোহিনী একটু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ঐ খানেই তো গোল বাধে বাবা, এখনকার কালে যে আবার মেয়েছেলের মতামত নিয়ে সম্বন্ধ ঠিক করতে হয়। তা ছাড়া বড়কে রেখে ছোটর বিয়ে আগে দেওয়া তো হতে পারে না"

সাধনা ধীরে ধীরে বলিল, "কেন পিসীমা! বড় যদি বিয়ে না-ই করে তাহলে ছোটকেও কি চিরকাল আইবুড়ো থাকতে হবে নাকি ? বড়র অনুমতি নিয়ে ছোটর বিয়ে তো কতই হচ্ছে।"

সেই সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, "দেওয়ানজী আপনাকে এক বার ডাকছেন পিসীমা! "কাকে আমাকে না সাধনাকে ?" "আপনাকে" হরমোহিনী নিখিল ও সাধনাকে একত্র রাখিয়া অনিচ্ছায় উঠিয়া যাইতেই নিখিল তাহার চেয়ার খানা সাধনার দিকে টানিয়া লইয়া ভাল হইয়া বসিল।

চারিদিক্ হইতে বাধা লইয়া নিখিলেশ সাধনাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইবার জন্য বড় উৎকণ্ঠিত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, তাই এ শুভক্ষণে সুযোগ পাইয়া সে সাধনাকে আগ্রহ ভরা মৃদু কোমল স্বরে বলিল, "শোভনা যদি নিশীথকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যায়, তাহলেও কি আমার এ দুরাশা সফল হবার কোনও সম্ভাবনা নেই সাধনা ?"

সাধনা সে কথার উত্তর সহসা দিতে পারিবে না। তাহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইল, কর্ণ মূল আরক্ত হইয়া উঠিল। উদ্বেলিত ব্যাকুল চিত্তে সে মনে মনে বলিল, সেও যে এই দুরাশা বহুদিন হইতে অন্তরে পোষণ করিতেছে; এ স্বপ্ন কি সত্যই কখনও সফল হইবে? তাহার এ দীর্ঘদিনের গোপন ব্যর্থ প্রেম সাধনা কি ভগবান কোনও দিন সত্যই সার্থক করিবেন ?

শোভনার যদি মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইলেও তো নিখিলের সহিত মিলনের পথে আরো অনেকগুলি অন্তরায় আছে, কিন্তু সাধনা তাহা গ্রাহ্য করিবেন না, করিতে পারিবেন না,—নিখিল' যে তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব! তাহার কুমারী চিত্তের প্রথম ভালবাসা সে যে নিখিলের চরণেই নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াছে। সাধনাকে নীরব দেখিয়া নিখিল অধীর আগ্রহে ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "বল সাধনা! আমার কথার উত্তর দেও, একটু খানি আশা না পেলে যে আমার এ ব্যথিত জীবন ক্রমেই অসহ্য দুর্ব্বহ হয়ে উঠছে। তোমাকে আমার বলবার অধিকার কি আমি কোনও দিন পাব না ?"

সাধনা উচ্ছ্বাসিত হৃদয় বেগ সযত্নে দমন করিয়া সঙ্কোচ-ভরা সলজ্জ কণ্ঠে কহিল, শোভনার যদি পরিবর্ত্তন হয়, সে যদি নিশীথকে বিয়ে কর্ত্তে সম্মত হয়, তাহলে আমার কোনই আপত্তি নেই নিখিল।"

"আঃ! বাঁচালে আমাকে! আমার যে কি করেই দিন রাত্রি কাটছে, তা' সেই অন্তর্য্যামিই জানেন সাধনা।" নিখিল আবেগ ভরে

আরও কি বলিতে যাইতেছিল, সেই সময় শোভনা আসিয়া বলিল," দিদি পিসীমা বল্লেন আজ তুমি বেড়াতে যাবে না ? সাধনা কিছু অপ্রতিভ হইয়া অনাগ্রহের ভাবে কহিল, যাব, তোমার কাপড় ছাড়া হয়েছে ? "অনেকক্ষণ, আজ যে নিশীথ তার বাড়িতে আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করে গেছে, তোমার মনে নেই বুঝি ?"

সুসজ্জিতা সুন্দরী শোভনার দিকে বিমুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া নিখিল সহাস্যে বলিল, "নিশীথের কথা এখন তোমার দিদির চেয়ে তোমারই যে বেশী করে মনে থাকা উচিত শোভনা ! কথায় বলে যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত !"

নিখিলের পরিহাস বচনে শোভনা আজ আর অন্যান্য দিনের মত বিরক্তি ভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল না, বরং যেন হাসিমুখে সপ্রতিভ ভাবেই সে উত্তর করিল, "তা তো বটেই। কিন্তু বিধাতা যে সকলের মন একই ধাতে গড়েন নি, এই তো হয়েছে মুস্কিলের কথা !" নিখিল আর কিছু বলিল না। সাধনাকে এখন আর বিরলে পাইবার সম্ভাবনা নাই· দেখিয়া সে অগত্যা বিদায় গ্রহণ করিল। আজ সাধনার কাছে যে টুকু আভাস পাইয়াছে ; তাই যথেষ্ট। এখন পাকে প্রকারে, নিশীথের সহিত শোভনার সংযোগ ঘটাইতে পারিলে তাহার অভিষ্ট সিদ্ধির পথের প্রধান বাধা দূর হয়। তারপর হরমোহিনী, সলিসিটার ওঃ। তখন নিখিল তো তাহাদের গ্রাহ্যই করিবে না।

নিখিল চলিয়া গেলে শোভনা তাহার পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "দিদি তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

শোভনার ভাবভঙ্গীতে কিছু শঙ্কিত হইয়া সাধনা জিজ্ঞাসা করিল, কি কথা ভাই ?" শোভনা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "নিখিল এখন তোমাকে ভালবাসে সেটা আমি বেশ বুঝেছি, কিন্তু তুমি, তুমিও কি তাকে ভালবেসেছ দিদি ?"

সাধানা সঙ্কিত হইয়া উঠিল! শুষ্ক মুখে সে বলিল, "শোভনা! এসব সন্দেহ তোর মনে কেন এলো ভাই?"

"সন্দেহ? না না, তুমি তাকে নিশ্চয় ভালবেসেছ দিদি!—কিন্তু তার জন্মে আমার মনে কোনই আক্ষেপ নেই, আমি নিখিলের ভালবাসা আর চাই না। তবে আমি শুধু তোমাকে সতর্ক করে' দিতে চাই। তুমি ওলোকটার ফাঁদে পড়ে তোমার এমন সুখসৌভাগ্য আর গৌরবেভরা সুদুর্লভ নারীজন্ম ব্যর্থ, লাঞ্ছিত করো না দিদি। তুমি ওকে চেনোনি, কিন্তু আমি খুব চিনেছি আমি জানি ও কত বড় পাষণ্ড—"

বাধা দিয়া সাধনা একটু খানি কাষ্ঠ হাঁসি হাসিয়া বলিল, "তুই পাগল হয়েছিস শোভনা? নিখিল পাষণ্ড হউক, আর দেবতা হউক তাতে আমার কি? আমি যখন চিরজীবন কুমারী থাকাই সাব্যস্ত করেছি—"

"কিন্তু তুমি কেন চিরকুমারী থাকবে? পৃথিবীতে সব পুরুষই তো নিখিল নয় দিদি। এমন লোক আছে যে শুধু ধনলোভে নয়, যথার্থ ভালবাসা দিয়ে তোমায় গ্রহণ করতে পারে, তা' যদি পাও তা'হলে তোমার বিয়ে করতে আপত্তিটা কি?"

"কিছুনা"। সাধনা শোভনাকে আর না ঘাঁটাইয়া ম্লান মুখে বলিল, "কিন্তু সেরকম খাঁটি লোক আমি পাব কোথায় ভাই?

দাদামশাই যে আমার জীবনটাকে বিষম সমস্যায় ফেলে গেছেন।"

শোভনা একটু ভাবিয়া বলিল, "একজন লোক আছে দিদি! সে আমাদের অকপট শুভাকাঙ্খী বন্ধু, যাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতে পারি, সে নিশীথ—"

সাধনা জিভকাটিয়া সসঙ্কোচে বলিল, "ওকথা বলিসনি বোন! নিশীথকে আমি যে ছোটভাইয়ের মত মনে করি সেও আমাকে বড় বোনের মত ভক্তি শ্রদ্ধা করে। তবে ঐছেলেটির উপর আমার অনেক-দিন থেকেই লোভ আছে। যদি তোর অমত না হয়, তাহলে ওকে আমি

এখন যথার্থই আপনার জন করে' নিতে চাই, আজ পিসীমাও একথা বলছিলেন—”

সাধনার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া শোভনার মুখ গম্ভীর হইল, সে বলিল, “এযে উল্টো চাপ দেখছি! আচ্ছা ওসব কথা পরে হবে, তুমি কাপড় ছেড়ে তয়ের হয়ে না'ও দিদি! নিশীথ এখনি এসে পড়বে। আমি যাই পিসীমাকেও ধরে নিয়ে যেতে হবে,” সাধনা কাপড় ছাড়িতে গেল।

পরক্ষণেই নিশীথ পিসীমার সহিত সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাস্য-রঞ্জিত অধরে প্রফুল্লমুখে বলিল, “পিসীমা নিজেই যেতে রাজি হয়েছেন শোভনা! এখন তোমরা শীগগির করে' চলো, আমার ধর্ম্মমা অনেকক্ষণ থেকে পথ চেয়ে বসে আছেন।”

শোভনা নিশীথের হর্ষোৎফুল্ল মুখের পানে একটা কোমল মধুর কটাক্ষ পাত করিয়া স্মিত বদনে কহিল, “তোমার কিন্তু খুব বরাত জোর আছে দেখছি, বিদেশে এসেও কেমন ধর্ম্মমা পেয়ে গেলে, যেন ঘরের ছেলের মত তাঁর আদর যত্ন ভোগ করছ।” তাতো নিশ্চয়ই; বরাত জোর না থাকিলে কি আমি তোমার—” বলিতে বলিতে নিশীথ থামিয়া গেল। “যাই, দিদির কাপড় ছাড়া হ'ল কিনা দেখিগে, দিদিকে আজ রাণীর সাজে সাজিয়ে তোমার ধর্ম্মমার কাছে নিয়ে যেতে হবে।” বলিয়া শোভনা পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি সাধনার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ভেইস

সাধনাদের মোটর গেটের বাহিরে গিয়াছে, তখন সকলেই দেখিতে পাইল গেটের কাছে একটা বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া একজন বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক, নন্দন প্রাসাদের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম আন্দাজ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হইবে। লোকটা বেশ সুপুরুষ। সাহেবী পোষাকে সজ্জিত থাকিলেও তাঁহার মুখ দেখিলেই বুঝা যায় তিনি একজন বাঙ্গালী।

চলন্ত মোটর হইতে ভাল দেখা গেল না, কিন্তু সেইটুকু দেখাতেই হরমোহিনীর মনে হইল এ ব্যক্তি যেন তাঁহার একবারেই অপরিচিত নয়, এ মুখ যেন আগেও কোথায় দেখিয়াছেন। তিনি আগ্রহান্বিত হইয়া নিশীথ কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লোকটা কে নিশীথ?" নিশীথ বলিল, "তা তো আমি বলতে পারি না, পিসিমা! ওকে এখানে এর আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। লোকটা বোধ হয় বিদেশী, আপনাদের নন্দনপুরে বেড়াতে আর নন্দন প্রাসাদ দেখতে অনেক লোকই আসে, এ রকম বিল্ডিং' এদেশে খুব কমই দেখা যায় কি না?" "তা হবে, কিন্তু লোকটা যে বাঙ্গালী, তাতে কোনও সন্দেহ নাই, চেহারা খানা ও যেন চেনা চেনা বলে' মনে হচ্ছে।"

মোটর অবিলম্বে নিশীথের গৃহদ্বারে পঁহুছিল। নিশীথের ধর্ম্মমাতা অন্নপূর্ণা দেবী অতি সমাদরে অভ্যাগতদের নামাইয়া ঘরে লইয়া গেলেন। নিশীথের মুখে সাধনা ও শোভনার অজস্র প্রশংসাবাদ শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার মনে এই মেয়ে দুটীকে দেখিবার জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল। এখন দুটী বোনকে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন নিশীথ তাহাদের অযথা প্রশংসা করে নাই।

শোভনার অনিন্দ্যসুন্দরকান্তি রূপ, সাধনার নিরহঙ্কার মধুর নম্র স্বভাব, আর সমবয়স্কা হরমোহিনীর দ্বিধা সঙ্কোচহীন সুমিষ্ট আলাপে গৃহ কর্ত্রী বাস্তবিক বড় প্রীত হইলেন।

সাধনা ও শোভনা এবং নিশীথকে চা এবং স্বহস্তে প্রস্তুত নানাবিধ সুখাদ্যে তৃপ্ত করিয়া, তিনি যখন হরমোহিনীর সহিত একান্তে গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন, তখন নিশীথ সহাস্যে কহিল, "যাক, পিসীমা আজ অনেকদিন পরে গল্প করবার লোক পেয়েছেন, ওঁকে এখন প্রাণভরে' গল্প করে নিতে দাও। এখানে আমাদের স্থান নেই, চল শোভনা। ততক্ষণ তোমাদের আমার বাগানটা ও দেখিয়ে আনি, যদিও নন্দনপ্রাসাদের যে বাগান আছে তার সঙ্গে এর তুলনা ও হয় না। কোথায় নন্দনপুরের রাণীর রাজ-প্রাসাদ, আর কোথায়, এ গরীবের দীন কুটীর—" বাধা দিয়া শোভনা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আচ্ছা! মশাইয়ের আর বদান্যতা দেখাতে হবে না! আমি তো নন্দনপুরের রাণী নই?"

"রাণীর বোন তো বটে?

সাধনা তাহাদের দিকে সস্নেহে চাহিয়া হর্ষোৎফুল্লমুখে কহিল, "দুটীতে আবার ঝগড়া বাধল বুঝি? যাওনা শোভনা! নিশীথের বাগানটাও দেখে এসো। বাড়ীখানি তো আমার বেশ পছন্দ হয়েছে, ছোট্ট হলেও বেশ শ্রী ছাঁদ আছে। আজ যেন আমাদের সাগরকুটীরের কথা মনে পড়ছে।"

শোভনা বলিল, "হ্যাঁ, বাড়ীখানি অনেকটা সেই ধরণের বটে। বাগান দেখতে তুমিও এসোনা দিদি!" নিশীথও সাগ্রহে বলিল, "হ্যাঁ, আপনি ও চলুন সাধনা দেবী! নইলে আপনার বোনটী আমার সঙ্গে খালি ঝগড়া বাধাবেন।"

কিন্তু সাধনা উঠিল না, তাহাদের দুটীকে একটু নিভৃত আলাপের অবসর দিবার ইচ্ছায় সে স্নেহের হাসি হাঁসিয়া বলিল, "না ভাই!

শোভনাকে আমি বলেদিচ্ছি, সে আর ঝগড়া করবে না। এসময় পিসীমার গল্পটা যেরকম জমেছে, আমার এখান থেকে নড়তে ইচ্ছে করছে না। যাও শোভনা!"

নিশীথের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর উদ্যান দেখিয়া শোভনা বাস্তবিক বড় আনন্দিত হইল। চঞ্চলা কুরঙ্গিনীর মত এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে সে একটা বড় গোলাপ ফুল তুলিয়া আঘ্রাণ লইতে লইতে বলিল, "আঃ! কি সুন্দর ফুলটা! তুমি এখানে বেশ সুখে আছ, না নিশীথ? বেশ ছোট খাট সুন্দর বাড়ীখানি, তোমার একলার পক্ষে এই যথেষ্ট! তোমার ধর্ম্ম-মা বল্লেন এ বাড়ীখানা বিক্রী করে তাঁর ছেলের কাছে যেতে চান, তুমি এবাড়ী কিনে নেও না?"

নিশীথ মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "বাড়ী কিনে কি আর হবে? বাবা আর কদিন আছেন? তারপর আমার একলার জন্যে—" "দোকলা কি কখনও হবে না নাকি?"

"কই আর হচ্ছে?" শোভনা হাসিতে হাসিতে বলিল, "বয়স গেছে বুঝি? আচ্ছা, আমি তোমার বাবাকে লিখে দেব, যে আপনার ছেলেটীর জন্যে শীগ্‌গির একটি রাঙ্গা বউ খুঁজে দিন, নইলে সে মনের দুঃখে বিরাগী হয়ে যাবে।"

নিশীথ শোভনার গোলাপের মতই সুন্দর রক্তাভ মুখখানির দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, "না বিরাগীহতে আপাততঃ আমার ইচ্ছে নেই, তবে ভবিষ্যতে যদি হয় তা' বলতে পারি না। আচ্ছা, তোমার দিদি আমাদের সঙ্গে বাগানে এলেন না কেন, বল দেখি?

শোভনা বিমনা হইয়া বলিল, "তা কি জানি, দিদিকে আমি সকল সময় ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। আর ঐ নিখিল—" "সেও আজ এসেছিল নাকি? হ্যাঁ, এই তুমি যাবার খানিক আগেই সে উঠে গেল। আজকাল ঘন ঘন আসতে আরম্ভ করছে। আজ আমি নিজের কানে

শুনেছি, নিখিল দিদিকে বিয়ের জন্য ভজাচ্ছে। আর দিদিও বোধহয়, বোধহয় কেন নিশ্চয়ই নিখিলকে ভালবাসে।"

"সেতো আমি জানতুম।" গত কল্য অতিথিশালায় যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার পর নিখিল নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির আর কোন উপায় না দেখিয়া সে সাধনাকেই মরিয়া হইয়া আক্রমণ করিবে, এ সন্দেহ, এ আশঙ্কা নিশীথের মনে পূর্ব্বেই জাগিতে ছিল। তাই শোভনার দ্বারায় সাধনাকে সতর্ক করিয়া দিবার অভিপ্রায়েই সে আজ দুইভগিনীকে নিমন্ত্রণের অছিলায় নিজ গৃহে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল। জ্যেষ্ঠা ভগিনীসমা সাধনার কাছে নিজ মুখে এ প্রসঙ্গ তুলিতে নিশীথের বড় সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। তাই সে শোভনার কথা শুনিয়া বিমর্ষ হইয়া বলিল, "এযে বড়ই মুস্কিল হল শোভনা? নিখিল তোমার দিদিকে ভোগা দিয়ে বিয়ে না করে, আর ছাড়ছে না দেখছি।"

শোভনা বিষণ্ণ মুখে বলিল, "কিন্তু নিখিলকে তুমি কি বাস্তবিকই কু-পাত্র মনে করো, নিশীথ?" "কুপাত্র যাকে বলে তা ঠিক নয়, কিন্তু অর্থলোভ ছাড়া সাধনার উপর নিখিলের বাস্তবিক আন্তরিক কোনও টান নেই তা' আমি বেশ জানি! কিন্তু তোমার দিদিকে এখন সেকথা বোঝানই শক্ত। প্রেমে মানুষকে যে অন্ধ করে দেয়, সে কথা যথার্থ। সাধনা দেবী এখন নিখিলের খারাপ দিক্‌টা দেখতেই পাচ্ছেন না। ভালই দেখছেন শুধু। কিন্তু এ ভুল তাঁর শীঘ্রই ভেঙ্গে যাবে।"

"কি করে?"

"একবার ভোগা দিয়ে নিখিল যদি তোমার দিদিকে বিয়ে করতে পারে, তাহলে তখন তাকে পায় কে? এত বড় রাজত্ব হাতে পেলে সেকি আর স্ত্রীকে গ্রাহ্য করবে মনে করেছ?—তার দিকে তার প্রাণের টান একটুও নেই—"

শোভনা অতিমাত্র ব্যাকুল ও শঙ্কিত হইয়া ত্রস্তে বলিয়া উঠিল, "তা

হলে কি হবে নিশীথ? স্বামীর অনাদর যে মেয়েদের পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য! দিদি কি আমার রাজরাণী হয়ে শেষে চিরদুখিনী হবে?"

"গতিক তো সেই রকমই দেখছি।" শোভনা ব্যাকুলতায়, উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া পরম আগ্রহে নিশীথের হাত দুখানি ধরিয়া বিপন্ন, কাতর ভাবে কহিল, "তুমি আমার দিদিকে বাঁচাও নিশীথ! তুমি ভিন্ন আমাদের যথার্থ আপনার বল্‌তে যে এখন আর কেউ নাই!"

শোভনার প্রসারিত কোমল হাত দুখানি আদরে গ্রহণ করিয়া নিশীথ স্নেহসিক্ত কোমল কণ্ঠে কহিল, "সে চেষ্টা আমি তোমার বলবার আগে থাকতেই করছি শোভনা! আমি আজ তোমাকে ছুঁয়ে শপথ করছি, তোমার দিদিকে নিখিলের হাত থেকে রক্ষা করতে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব। কিন্তু তুমি যখন আমাকে আপন বলে স্বীকার করছ, তখন সে অধিকারও আমায় দাও শোভনা! তাহলে আমার দুর্ব্বল মনে আমি অনেক শক্তি পাব—"

শোভনা ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু আমার মন যে এখনো স্থির হয়নি নিশীথ! কোনও দিন যে তা হবে, সে সম্ভাবনাও দেখছি না। তাছাড়া—"শোভনাকে থামিতে দেখিয়া নিশীথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তা ছাড়া কি শোভনা! বল, আমার কাছে তুমি কিছুই গোপন করো না।"

শোভনা সলজ্জ সঙ্কোচে বলিল, "তোমার কাছে আমার কিছুই গোপন নেই নিশীথ! তুমি জানো, নিখিল আমার সঙ্গে কি রকম বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। আমার এ ঘা খাওয়া মন নিয়ে আমি এখন বোধ হয় আর কোনও পুরুষকেই যথার্থ বিশ্বাস করতে পারব না। কাজেই চিরজীবন কুমারী থাকাই আমার অদৃষ্টের লিখন।"

নিশীথ যারপর নাই দুঃখিত হইয়া বলিল, "কিন্তু এটা তোমার ভুল বিশ্বাস শোভনা! জগতে সব পুরুষই নিখিলের মত বিশ্বাস ঘাতক হয়

না। যাক্, আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে চাই না, তবে আমাকে এইটুকু আশা দাও, শুধু ভবিষ্যতে যদি কোনও দিন তোমার এ ভুল ধারণা ভেঙ্গে যায়, তখনো কি তুমি আমাকে গ্রহণ করতে পারবে না? শোভনা! আমি জানি আমি কোনও মতেই তোমার যোগ্য নই, কিন্তু স্বামীর অকপট স্নেহে শ্রদ্ধায় স্ত্রী যদি প্রকৃতই সুখী হতে পারে তা'হলে তুমিও অসুখী হবে না।"

নিশীথ উত্তর প্রত্যাশায় পরম আগ্রহে শোভনার মুখের পানে অনমনে চাহিয়া রহিল।

শোভনা সক্ষোভে একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ভগবান্ যদি তাই করেন, যদিই কখনো আমার মনের পরিবর্ত্তন হয়। তা'হলে আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুত হচ্ছি নিশীথ; তখন আমি তোমারই চরণের ধূলিকণা হয়ে থাকব। কিন্তু যদি তা নাহয় তাহলে—"

"তাহলেই যেমন আছি তেমনি থাক্‌ব। তোমার স্মৃতির আরাধনায় সারাজীবন কাটিয়ে দেব, তবু তোমার মনে যাতে ব্যথা লাগে, এমন কাজ আমি কখনই করব না শোভনা! তুমি আমায় বিশ্বাস করো।"

"তোমার বাগান দেখা হল শোভনা! বাঃ! আমাদের নিশীথের খুব পছন্দ আছে তো!—কেমন সুন্দর জায়গাটী খুঁজে পেতে নিয়েছে!" বলিতে বলিতে সাধনা হাসি ভরা মুখে সেথায় উপস্থিত হইল!

শোভনা সলজ্জসঙ্কোচে নিশীথের হাত হইতে নিজের হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু নিশীথ ছাড়িল না। সে শোভনার হাত ধরিয়াই সাধনার পদধূলি গ্রহণ করিল। বলিল, "সাধনা দিদি! আজ আপনার বোন্ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যদি কখনও ওর মনের পরিবর্ত্তন হয়, তাহলে স্বামীত্বের অধিকার আমাকেই দেবে, আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন দিদি!"

অপ্রত্যাশিত আনন্দে পূর্ণ হইয়া সাধনা দুজনের মাথায় হাত রাখিয়া

পুলকিত গদ গদ কণ্ঠে কহিল, "বাস্তবিক আজ বড় সুখী হলুম ভাই। ভগবান্ তোমার মনের আশা পূর্ণ করুন, তোমাদের দুটীকে চিরসুখী করুন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই কামনাই করছি।—" কিন্তু শোভনার মুখের দিকে চাহিয়া সাধনার পুলকোচ্ছ্বাস মাঝখানেই থামিয়া গেল। সে মুখে হর্ষ বা বিষাদের কোনও কিছুই ছিল না, পাথরের পুতুলের মত ভাবহীন, ভাষাহীন সেই মুখখানি দেখিয়া সাধনার ঠোঁটের হাসি মিলাইয়া গেল। সে ভগিনীকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া মমতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তুমি বড় ভাগ্যবতী শোভনা! নিশীথের মতন স্বামী মেয়েরা কামনা করে পায় না।"

শোভনা কিছুই বলিল না,—তারপর সে বাড়ীতে যতক্ষণ ছিল, নিশীথের সঙ্গেও সে আর একটীও কথা বলিতে পারিল না। কেবল গাড়ীতে উঠিবার সময় নিশীথ যখন তাহাদের নূতন সম্বন্ধটা মনে করাইয়া দিবার জন্য অন্যের অশ্রাব্য স্বরে চুপি চুপি বলিল, "মনে থাকে যেন শোভনা! তুমি এখন আমার বাগ্‌দত্তা!—" তখন শোভনাও মুখ টিপিয়া হাসিয়া সেইরূপ চুপি চুপি উত্তর করিল, "তা থাকবে,—কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, ব্যাপারটা শেষে একটা প্রহসন হয়ে না দাঁড়ায়!"

শোভনাদের নন্দন প্রাসাদে পঁহুছাইয়া দিয়া নিশীথ যখন ফিরিতেছিল, তখন পথের মধ্যে পুনরায় সেই অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিশীথকে দেখিবামাত্র তিনি গতি স্থগিত করিয়া, বিনীত নমস্কার সহ বলিলেন, "মাপ করবেন। আপনার সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় নেই, তবু বিরক্ত করছি এই নন্দনপুর ষ্টেটের জমীদার রাজা ওঙ্কার নাথ তো মারা গেছেন কাগজে দেখলুম, এখন তাঁর উত্তরাধিকারী কে তা' আপনি বলতে পারেন?"

নিশীথ প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিল, পারি বই কি? রাজা ওঙ্কার

-নাথের পৌত্রী, ও ঐ যে মেয়েছটিকে আপনি এখনি আমার সঙ্গে মোটরে যেতে দেখলেন—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু তারা তো দুজন, দুই বোন বুঝি?—ওর মধ্যে কোনটি?—ঐ যে খুব সুন্দর ফুট ফুটে মেয়েটী, যার—" "না, ওর ডান পাশে যিনি বসেছিলেন, যার গায়ে অনেক গহনা ছিল—" "ও!" ভদ্রলোকটী স্তব্ধ হইয়া কি জানি কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নিশীথ বলিল, "যদি আপত্তি না থাকে, তা'হলে আপনি আমার বাড়ীতে বিশ্রাম করতে পারেন। আপনাকে দেখে বোধ হয় এ দেশে আজই নূতন এসেছেন—"

আগন্তুক স্মিত হাস্যে কহিলেন, "ঠিক ধরেছেন, বাংলা দেশে আসা আমার এই প্রথম,—এতখানি বয়স বিদেশে বিদেশেই কেটে গেল।—"

নিশীথ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল, "আপনি এখন কোথেকে আসছেন? —আপনার নাম—"

"আমি এখন সোজা 'নওসেরা' থেকে আসছি,—আমার নাম শ্রীঅম্বুজ নাথ দত্ত।" অম্বুজ নাথ দত্ত!—নিশীথের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, সে মনের আগ্রহ ও কৌতূহল দমনে অসমর্থ হইয়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি রাজা ওঙ্কার নাথের আত্মীয় হন নাকি?"

"তাতো ঠিক বলতে পারি না, তবে বোধ হয় হলে ও হতে পারি।" বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটী আপনার মনেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। নিশীথ তাঁহার সেই কথা ও হাসির অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া সবিনয়ে বলিল, "যাই হ'ক, আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়। চলুন না, আমার বাড়ী খুব কাছে, একটুখানি বিশ্রাম করে তার পর—" "সে আর হচ্ছে না মশাই! ক্লান্ত আমি হয়েছি নিশ্চয়।—সে দেশ কি এখানে? একেবারে মগের

মুলুক ?—কিন্তু উপস্থিত কোনও কারণে বাধ্য হয়েই আমাকে আপনার মত সদাশয় ব্যক্তির আথিতেয়তার প্রলোভন ত্যাগ করতে হচ্ছে। এখন দয়া করে, আপনি যদি আমার একটা উপকার করতে পারেন, তাহলে বড়ই বাধিত হব।" "আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা করুন।"

"রাজা ওঙ্কার নাথের সলিসিটার কোথায় থাকেন ? তার ঠিকানাটা কি জানেন আপনি ? আমাকে আজই তার সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

মিঃ চ্যাটার্জ্জী নিখিলের সংবাদ জানিবার জন্য নিজের ঠিকানা নিশীথকে দিয়া গিয়াছিলেন। সে তৎক্ষণাৎ একটা কাগজে তাঁহার নাম ও আফিসের ঠিকানা লিখিয়া দিল।

কাগজখানা পকেটে রাখিয়া, নিশীথকে পুনরায় নমস্কার করিয়া তিনি সহাস্য বদনে কহিলেন, "আচ্ছা, ধন্যবাদ!—তা'হলে এখন আমি আসি। ট্রেণের আর সময় নেই। ফিরে এসে আপনার বাড়ীতেই উৎপাত করা যাবে।"

ভদ্রলোকটী যেমন হঠাৎ আসিয়াছিলেন, তেমনি হঠাৎ চলিয়া গেলেন। নিশীথ বিস্ময় বিমূঢ়ের মত উহার দিকে চহিয়া রহিল। "ও লোকটা কে হে নিশীথ ?" বলিতে বলিতে নিখিল হঠাৎ যেন ভুঁইফোড়ের মত সেথায় উপস্থিত হইল। নিশীথ উত্তর করিল, "ঠিক বল্‌তে পারি না। তবে বোধ হয় উনি রাজা ওঙ্কারনাথের কেউ আত্মীয়।" নিখিল চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজা ওঙ্কার নাথের আত্মীয় ?—না না, তাহলে উনি এতদিন ছিলেন কোথায় ? ওঁর পরিচয় তুমি ভাল করে জিজ্ঞাসা করলে না কেন ?"

"সময় পেলুম কই ? পশ্চিম 'নওসের' থেকে আসছেন, নাম অমূল্য নাথ দত্ত, এইটুকু বলেই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।"

"কোথায় গেলেন ?" "কলকেতায় ওদের সলিসিটার মিঃ চ্যাটার্জ্জীর কাছে।"

নিখিলের মুখ অপ্রসন্ন হইল। সে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া, "তবেই হয়েছে!—ও সব আত্মীয় টাত্মীয় কোনও কাজের কথা নয়, লোকটা নিশ্চয় জোচ্চোর। পাকা জুয়াচোর, কল্‌কেতা সহরে জালিয়াতের তো অভাব নেই। যাই হ'ক এইবেলা সাধনাদের সাবধান করে দেওয়া উচিত, তুমি এখন সেখানেই যাচ্ছ তো?"

"না, আমি তো ওঁদের এইমাত্র নন্দন প্রাসাদে পৌছেঁ এলুম।—

"ওহো! তোমার বাড়ীতে ওদের আজ চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল না? তারপর—আজকের খবর কি?—কিছু আশার কথা পেলে?" নিশীথ নিখিলের কাছে কথাটা গোপন রাখিবার আবশ্যকতা দেখিল না বরং শোভনা যে তাহার মত নিষ্ঠুর প্রতারকের প্রেম ও করুণার ভিখারিণী নহে, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য সে আরো রং চড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, "আজকের খবর খুব ভাল নিখিলদা! এত ভাল আমি প্রত্যাশা করিনি। শোভনা এখন আমার বাগ্‌দত্তা।"

"আরে! সেকি! তবে তো কেল্লা ফতে হলো! এসো এসো!— একবার ভাল করে সেক্‌হ্যাণ্ড্ করি।—

নিশীথের হাত খানা সজোরে আলোড়ন করিয়া নিখিল বলিল, "সাবাস্ ভাই! তুমি বাহাদুর ছোক্‌রা বটে। আমি তো বলেছিলুম, মেয়ে মানুষের মন ফিরতে দেরী লাগেনা। কিন্তু বিয়েটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলো, ও জাতটাকে বন্ধন না দিয়ে রাখতে নেই বুঝলে কিনা?"

নিখিল কিছু চিন্তান্বিত ভাবে নন্দন প্রাসাদের দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সে ভাবিতেছিল তাহার অভাবিত সৌভাগ্যোদয়ের পথে বিঘ্ন প্রদান করিতে এ আবার নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিল নাকি?

নিশীথ মনে করিল সেও নিখিলের সঙ্গী হয়, কিন্তু এই মাত্র সে সাধনাদের কাছে বিদায় লইয়া আসিয়াছে, আবার এত শীঘ্র সেখানে যাইতে তাহার যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল।

চব্বিশ

বাড়ী ফিরিয়া সাধনা কাপড় না ছাড়িয়া নিজের নিভৃত ঘরটাতে একখানা সোফার উপর অলস ভাবে বসিয়া পড়িল। তাহার চিত্তবৃত্তি তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

তরুণী সাধনার নবজাগ্রত যৌবনের নিস্ফল প্রেমস্বপ্ন যাহা কোনও দিন সফল হইবার কল্পনাও সে মনে করে নাই, সেই ব্যর্থ প্রেম-সাধনা সার্থক হইবার আশু সম্ভাবনায় সে যেন আশাতীত আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

যে আশাকে দারুণ দুরাশা বলিয়া সে এতদিন সযত্নে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল, সেই উপেক্ষিত আশা আজ যেন সুযোগ বুঝিয়া মৃদু মধুর গুঞ্জনে তাহার মরমের নিভৃত প্রদেশে উদ্ভাসিত পুলকে, মিলন রাগিনী গাহিতেছিল।

শোভনা যদি নিশীথের পরিণীতা হয়, তাহা হইলে নিখিল তো এখন তাহারই!—আদরের বোনটীকে ব্যথা দিবার আশঙ্কাতেই তো সাধনা তাহার চিরদিনের বাঞ্ছিতকে মরমের মুক্তদ্বার হইতে বার বার ফিরাইয়া দিয়াছে! নহিলে যে যাই বলুক নিখিলকে সে যে দেবতার আসন দিতে প্রস্তুত। তাহার প্রেমমুগ্ধ বিশ্বস্ত চিত্ত যে নিখিলের দোষ ত্রুটি না দেখিয়া তাহাকে উপাস্য দেবতার মতই অসংশয়ে নিরন্তর আরাধনা করিতেছে। কিন্তু চকিতের মত মনে পড়িল শোভনার সেই ভাব ভাষা-হীন নিরানন্দ মুখখানি। সে যদি নিশীথকে বরণ করিতে সম্মত না হয়, যদি তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে তো তাহাদের মিলনের আশা সুদূর পরাহত। ভগিনীকে অসুখী করিয়া সাধনাতো স্বামী প্রেমে সুখী ও তৃপ্ত হইতে কখনই পারিবে না।

এমনি আশা নিরাশা, কল্পনা জল্পনা ও হর্ষ বিষাদে অভিভূত হইয়া সাধনা যখন একেবারে তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ধীরে ধীরে দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া নিখিল সন্তর্পণে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

তাহার মৃদু পদশব্দে ও চমকিত হইয়া সাধনা বলিল, "কে? শোভনা?"—"না সাধনা আমি"—

উজ্জ্বল তড়িতালোকে নিখিলেশ যে তাহার নির্জ্জন কক্ষে, দেখিতে পাইয়া সাধনা কিছু সন্ত্রস্ত ও বিস্মিত হইয়া বলিল, "একি! তুমি? তুমি এসময় এখানে কেমন করে এলে?—পিসীমা—" "পিসীমা বোধকরি নিজের ঘরে আছেন। আজ আমি এখানে আসবার অধিকার গ্রহণ করতেই এসেছি সাধনা! আমার অবাধ্য মন যে আর কিছুতেই মানা নিষেধ মানে না! তাই নিশীথের মুখে আজকের শুভ সংবাদটা শুনেই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তোমার এ প্রেমের ভিখারীকে আজ আর বিমুখ করোনা সাধনা!—তাকে কৃপা করো, দয়া করো—" বলিতে বলিতে নিখিল অবসন্ন ভাবে সাধনার পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার কম্পিত হাত খানি নিজে মুঠার ভিতর চাপিয়া ধরিল। তাহার অকুণ্ঠিত চঞ্চল নয়নের আবেশ ঘন বিমোহন দৃষ্টি সাধনার উত্তেজনা রক্ত মুখখানির উপর অনিমেষে স্থাপিত হইল। সেই দৃষ্টি, সেই স্পর্শ, মুগ্ধা সাধনাকে যেন মন্ত্র বশীভূতা সর্পিনীর মতই আত্মহারা বিবশা করিয়া তুলিল।

প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সম্বরণ করিয়া সাধনা হাত খানি নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে করিতে দ্বিধাগ্রস্ত সঙ্কুচিত স্বরে বলিল, "কিন্তু, আমাদের মিলনের পথে এখনো যে ঢের বাধা আছে নিখিল!" "না না, আর কোনও বাধা, কোনও বিঘ্নই নেই সাধনা!—এখন তুমি আমার, একান্তই আমার! আমার কাছ থেকে তোমায় আর বিচ্ছিন্ন করতে কেউ পারবে না, পারবে না—" বলিতে বলিতে নিখিল গভীর আবেগে সাধনার এলাইত শিথিল দেহলতা সবলে তাহার বক্ষের মধ্যে টানিয়া

আনিল। সাধনা বাধা দিতে গিয়াও পারিল না। যাদুকর নিখিল যেন তখন সাধনার শরীর ও মনের সমস্ত শক্তিই হরণ করিয়া লইয়াছিল। কি এক অজানা অনাস্বাদিত গভীর সুখে বিহ্বল বিবশা হইয়া সাধনা তখন ভাবিতেছিল, এই মধুময় সুদুর্লভ মুহূর্ত্ত তাহার এই জীবনে যদি আর দ্বিতীয় বার নাই আইসে, যদি তাহার চিরদিনের আকাঙ্খিত এই স্বপ্ন-স্বর্গে সে আর কোনও দিন স্থান না-ই পায়, তাহা হইলে আজি যে টুকু সে পাইল শুধু সেই টুকু সম্বল লইয়া তাহার নিঃসঙ্গ চিরউপবাসী জীবন অনায়াসে কাটাইয়া দিতে পারিবে নাকি? এই যে ক্ষণিকের পাওয়া অমৃতরসের মধুর আস্বাদ, ইহারই স্মৃতিটুকু রত্নদীপের উজ্জল শিখার মত তাহার শূন্য অন্ধকার মনোমন্দিরে আমরণ জাগাইয়া রাখিয়া, তাহার মিলনানন্দে বঞ্চিত অপারতৃপ্ত চিরবিরহী চিত্তকে সান্ত্বনা দান করিতে পারিবে নাকি?

সেই সময়ে দুয়ারে কাহার ছায়া পড়িল। "ওঃ! আবার—আবার সেই অভিনয়! আবার সেই প্রতারণা! ভণ্ড! বিশ্বাস ঘাতক!"

বলিতে বলিতে শোভনা, পদদলিতা ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গ্রীবা উন্নত করিয়া হস্ত ভঙ্গীতে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নিখিল চমকিত হইয়া সাধনাকে ছাড়িয়া দিল। মোহাবিষ্টা সাধনা লজ্জিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া বসিল।

শোভনা লজ্জিতা ভগ্নীর পানে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া উদ্বেগকাতর ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "দিদি! দিদি!—তুমি ও লোকটাকে কেন বিশ্বাস করলে? সব জেনে শুনেও কেন ওর ফাঁদে পা দিলে? ও যে বিষধর! ওর বিষ যে এখনো আমার সারা অঙ্গে মাখান রয়েছে! ওযে একদিন আমাকেও এমনি করে" শোভনার আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। নিখিলের সে দিনের সেই কপট আদর ও সোহাগস্পর্শ স্মরণ হইতেই তাহার সারাচিত্ত ঘৃণায় সঙ্কুচিত, শিহরিয়া উঠিল।

অঞ্চল প্রান্তে আরক্ত মুখখানি বার বার মুছিতে মুছিতে সে ঘৃণাক্ষুব্ধ ব্যাকুল স্বরে বলিতে লাগিল, "আঃ! এ কলঙ্কের ছাপ বুঝি আমার সারা জীবনেও মুছবে না! এ বিষের জ্বালায় বুঝি আমাকে চিরদিন চিরজীবন জ্বলে পুড়ে মরতে হবে!"

সাধনার মুখে বাক্য নাই, নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া সে ক্রুদ্ধা শোভনার দিকে অপলকে চাহিয়া চিত্রার্পিতের মত বসিয়া রহিল।

নিখিল এতক্ষণে আত্মস্থ হইয়া সাধনার দিকে পুনরায় ফিরিয়া বসিল। শ্লেষের তীব্র হাসি হাসিয়া সে বলিল, "তুমি শোনো কেন সাধনা?—ও তো বিষের জ্বালা নয়, হিংসার জ্বালা! আমি তো জানি, আমি তোমাকে ভালবেসেছি বলে ও এখন—"

"চুপ করো!" শোভনা তীব্র অগ্নিময় দৃষ্টিতে নিখিলকে যেন দগ্ধ করিয়া দিয়া তর্জ্জন স্বরে বলিল, "ভালবাসার তুমি জানো কি? আমার সঙ্গে ছলনা করেছিলে শুধু আমার রূপের লালসায়, আবার এখন অর্থ-লোভে আমার দিদির সর্ব্বনাশ করতে বসেছ। ভালবাসার কথা মুখে আনতেও তোমার লজ্জা হয় না একটু? মিথ্যাবাদী! প্রতারক!—"

সেই মর্ম্মভেদী তিরস্কারে নিখিল ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হতবাক্ হইয়া রহিল। তাহার পর একটা সুদীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিয়া সে সাধনাকে সম্বোধন করিয়া সক্ষোভে, সবিষাদে কহিল, "আঃ, তুমি কেন নন্দনপুরের রাণী হলে সাধনা! একজন সামান্য গরীব মেয়ে হলে না কেন? তাহলে তো অর্থপিশাচ প্রবঞ্চক বলে' আজ কেউ আমাকে ভৎর্সনা করতে পারতো না। কিন্তু যে যাই বলুক, যাই মনে করুক, শুধু তুমি আমার ভালবাসায় অবিশ্বাস করো না সাধনা! তোমার কাছে আমার এই মিনতি—"কথাটা বলিয়াই নিখিল ক্ষুণ্নমনে ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সে দৃষ্টিপথের অন্তরাল হইবামাত্র শোভনা ছিন্নকণ্ঠ বিহগীর মত

সাধনার পাশে সোফার উপর লুটাইয়া পড়িল। অবরুদ্ধ রোদনোচ্ছ্বাসে তাহার সর্ব্বশরীর ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। প্রাণাধিকা সহোদরার এই মনঃক্ষোভ, ও ব্যাকুলতা সাধনার স্নেহকোমল অন্তরে বড় বিষম বাজিল। সে লুণ্ঠিতা শোভনাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া ব্যথাবিদ্ধ অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল, "শোভনা! শোভনা! আমায় ক্ষমা করো বোন্! আমি জানতুম না তুমি নিখিলকে এখনো ভালবাস।"

"না না, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ দিদি!"—শোভনা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বাষ্পবিজড়িত আর্দ্রস্বরে কহিল, "ওলোকটার উপর আমার আর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা, ভালবাসা নেই, আছে শুধু ঘৃণা, দারুণ ঘৃণা! কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে ওই আমাদের দুইবোনকেই এক সঙ্গে প্রতারিত করেছে! আমরা কি দুজনেই অন্ধ হয়েছিলুম দিদি?"

সাধনা বিষাদ ভরা ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু তুমি নিখিলকে ঠিক বুঝতে পারোনি বোন্! তার এ ভালবাসা অর্থ লালসা নয়, দেখলে না, সে এই মাত্র বলে গেল আমি রাণী না হয়ে গরীব হলেই সে যেন সুখী হ'ত—"

"মিথ্যা কথা! সর্ব্বৈব মিথ্যা! প্রতারণা আর কাকে বলে দিদি? ওর ভণ্ডামীতে তুমি কখনই বিশ্বাস করো না, ও এখন মিষ্টকথায় ভুলিয়ে ধোকা দিয়ে তোমার সর্ব্বনাশ করবে। তারপর এই অগাধ বিষয় সম্পত্তি যে দিন হাতের মুঠোয় আসবে, সেইদিনই বাসিফুলের মালারমত ও তোমাকে দূরে টেনে ফেলে দেবে। তখন আর তোমার দিকে ফিরেও চাইবে না, এত বুদ্ধিমতী হয়ে তুমি ওর এই পাপ অভিসন্ধি বুঝতে পারলে না দিদি?"

সাধনার মুখখানি বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল। কিন্তু অন্ধপ্রেম তাহাকে তখনও বুঝিতে দিল না, যে তাহার প্রেমাস্পদ নিখিল তাহার সহিত কখনও এতখানি ছলনা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে।

ভগিনীকে নির্ব্বাক দেখিয়া শোভনা তাহাকে দুটী হাতে জড়াইয়া ধরিয়া মিনতি ভরা করুণ স্বরে বলিল, "আঘাতটা তোমার মনে কিরকম

লেগেছে, তা' আমি বেশ বুঝতে পারছি দিদি! আমিও একজন ভুক্ত-ভোগী। কিন্তু তাইবলে একেবারে ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। তুমি এখন শক্ত হও দিদি, আমার মত তুমিও ওকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও, নইলে তোমাকে আজীবনকাল দুঃখ অনুতাপ ভোগ করতে হবে।"

শোভনার বাহুবেষ্টনের মধ্যে এলাইয়া পড়িয়া সাধনা বিপন্ন-কাতর ভাবেকহিল, "শোভনা! আমি যে এখন ভাল-মন্দ কিছুই বুঝতে পারছি না বোন্!—আমার যে সমস্তই স্বপ্ন ব'লে মনে হচ্ছে!"

"এটা স্বপ্নই তো দিদি!—এ ঘটনা একটা ক্ষণিকের দেখা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে রেখো, আর কিছু নয়। চল, এখন মুখ হাত ধুয়ে খাবে চল, পিসীমা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

পঁচিশ

এই আখ্যায়িকায় নবাগত অম্বুজনাথের পরিচয় দিতে হইলে দত্তবংশের পূর্ব্ব ইতিহাসের কিঞ্চিৎ অবতারণা করিতে হয়। অম্বুজনাথের পিতা অবনীনাথ রাজা ওঙ্কারনাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন।

অবনীনাথের যখন মাতৃ-বিয়োগ হয়, তখন তাঁহার পিতার আর বিবাহের বয়স ছিল না, কিন্তু প্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র ও পুত্রবধূ বর্ত্তমান সত্ত্বেও তিনি যে কেন পুনরায় দারান্তর গ্রহণ করিলেন, তাহা সেই মানব-মনের সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাই বলিতে পারেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ অবনীনাথের বিমাতা ঠাকুরাণী প্রথম দৃষ্টিতেই সপত্নী-পুত্র ও পুত্রবধূকে বিষ-নয়নে দেখিয়াছিলেন। যদিচ তাহাদের ব্যবহারে দোষ, ত্রুটী কিছুই পাইতেন না, তথাপি নিরপরাধী পুত্র এবং প্রায় সমবয়স্কা পুত্রবধূকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিতে ছাড়িতেন না।

ওঙ্কারনাথের জন্মের পর তাঁহার সেই বিরাগ ও নির্য্যাতন আরও বর্দ্ধিত হইল। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা হইলে সংসারে সচরাচর যে বিভ্রাট ঘটে, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল।

তরুণী ভার্য্যার একান্ত বশীভূত বৃদ্ধ জমীদার পুত্র এবং পুত্রবধূর প্রতি এই দুর্ব্ব্যবহার এবং অকারণ নিগ্রহ স্বচক্ষে দেখিয়াও পত্নীর অসন্তুষ্টির ভয়ে কোনই প্রতিকার করিতে পারিলেন না। বিমাতার স্পর্দ্ধা ক্রমেই বাড়িয়া গেল, অত্যাচারও সীমা ছাড়াইয়া উঠিল। শেষে সেই ছলনাময়ী নারী সতীন-কাঁটা সমূলে উচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে সপত্নী-পুত্রের প্রতি এমন একটা কুৎসিৎ কলঙ্ক আরোপ করিল, যাহাতে অবনীনাথ আর একদণ্ডও সে বাড়ীতে, সে দেশে তিষ্ঠাইতে পারিলেন না। বালিকা বধূকে মাত্র সঙ্গে লইয়া অসহায় মর্ম্ম-পীড়িত যুবক, মনের বিরাগে, অভিমানে সেই মুহূর্ত্তেই গৃহত্যাগী, দেশত্যাগী হইলেন।

অনুতপ্ত পিতা কিছুতেই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। এই নিদারুণ দুর্ঘটনায় দুঃখে, ক্ষোভে, অনুশোচনায় তাঁহার বৃদ্ধ শরীর একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল, এবং অবনীনাথের দেশত্যাগের কয়েক বৎসর পরেই তিনিও মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন ওঙ্কারনাথ বালক মাত্র। অবনীনাথ পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াও দেশে ফিরিতে পারিলেন না, বিমাতার ঘৃণিত অবৈধ আচরণে তাঁহার মনে ঘৃণা ও বিরাগ একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। নাবালক পুত্রকে লইয়া ওঙ্কারনাথের জননীই নন্দনপুরের রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

অবনীনাথ পত্নীসহ সুদূর পঞ্জাব অঞ্চলে গমন করিয়া নওসেরায় রেজিমেণ্ট্ বিভাগে একটা চাকরী গ্রহণ করিলেন, এবং সেইখানেই বসবাস করিয়া নির্ব্বিবাদে অজ্ঞাত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। অম্বুজনাথ তাঁহার অধিক বয়সের সন্তান।

আত্মীয়-স্বজন বঞ্চিত দম্পতী যখন সন্তানলাভের আশায় একেবারেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন ভগবান্ দয়া করিয়া এই নূতন অতিথিটীকে তাঁহাদের শূন্য সংসারে প্রেরণ করিলেন।

অবনীনাথ কর্ম্মে অবসর গ্রহণ করিয়াও দেশে ফিরিলেন না। সেই সুদূর প্রবাসে থাকিয়াই সঞ্চিত অর্থে একটা লাভজনক ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিলেন। ব্যবসায় লাভও প্রচুর হইতে লাগিল। সেজন্য বিমাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ওঙ্কারনাথ পিতৃপরিত্যক্ত উপাধি সম্মান ও রাজ্-ঐশ্বর্য্য নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতেছে জানিতে পারিয়াও তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন না।

কেবল পুত্রকে পিতা, পিতামহের প্রকৃত পরিচয় জানিতে দেওয়া কর্ত্তব্যবোধেই তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার জীবনের ইতিহাস অম্বুজনাথকে সংক্ষেপে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তুচ্ছ বিষয়-সম্পত্তি লইয়া

খুল্লতাতের সহিত বিবাদ বিরোধ করিতে তিনি বারম্বার নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাই স্বদেশ দর্শনের জন্য মনে একটা প্রবল আগ্রহ ও অভিলাষ থাকিলেও পিতৃভক্ত অম্বুজনাথ সে ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

পিতার পরলোকগমনের পর অম্বুজনাথ তাঁহার বিস্তৃত ব্যবসায়ে স্বয়ং লিপ্ত হইয়া পড়িলেন।

বিধবা জননী পুত্রকে দেশে লইয়া গিয়া বিবাহ দিবেন মনে করিতে-ছিলেন। সেই সময়ে দৈবাৎ তিনিও পতির অনুগামিনী হইলেন। পিতা, মাতা ও অন্য আত্মীয়-স্বজন বঞ্চিত অম্বুজনাথের তখন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল অর্থ উপার্জ্জন। টাকার নেশায় বিভোর হইয়া সমস্ত যৌবনকাল যে কোথা হইতে কাটিয়া গেল, অম্বুজনাথ তাহা জানিতেই পারেন নাই। সম্প্রতি একখানি সংবাদ-পত্রে রাজা ওঙ্কারনাথের পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া তিনি দেশে আসিয়াছেন,—জমীদারির লোভে নয়,—অম্বুজনাথ ঈশ্বর কৃপায় এখন নিজেই প্রচুর ধনের অধিপতি, শুধু একবার স্বদেশ এবং পিতৃ-পিতামহের বাস্তভিটা দর্শনই তাঁহার আগমনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু নন্দনপুরে আসিয়া অম্বুজনাথ যখন শুনিলেন নন্দন-প্রাসাদে তাঁহার দুটী ভ্রাতুষ্পুত্রী ভিন্ন আর পুরুষ অভিভাবক কেহই নাই, তখন সেখানে সহসা আত্মপ্রকাশ করাটা তিনি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না, তাই নিশীথের কাছে ঠিকানা লইয়া প্রথমে সলিসিটার মিঃ চ্যাটার্জ্জীর নিকট গমন করিলেন।

কুমারী সাধনার নূতন জীবনের রহস্যময় ঘটনাগুলি যেন আগাগোড়াই স্বপ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

পিতার মৃত্যু, অপরিচিত পিতামহের আগমন, তাহাকে বিপুল বিত্ত ও সম্মানের অধিকারিণী করিয়া সেই পিতামহেরও অকস্মাৎ পরলোক-যাত্রা,

—নিখিলের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, শোভনার আশ্চর্য্য ব্যবহার, এ সমস্তই সাধনার পক্ষে একান্ত অপ্রত্যাশিত।

গত রাত্রের ঘটনায় সাধনার তরঙ্গায়িত জীবনে আর এক, নূতন হিল্লোল উঠিয়াছিল। সারা রজনী, সমস্ত প্রভাত ভাবিয়া ভাবিয়াও সে তাহার এখনকার কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনের সেই বিক্ষুব্ধ বিপর্য্যস্ত অবস্থায় গিন্নিঝি আসিয়া সংবাদ দিল, সলিসিটার মহাশয় কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, এবং তিনি একবার সাধনার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করেন।

সাধনা বলিল, "তাঁকে এইখানেই ডেকে আনো।"

মিঃ চ্যাটার্জ্জী অবিলম্বে আসিয়া সাধনাকে অভিবাদন ও কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার মুখের ভাব আজ মেঘাচ্ছন্ন। সাধনা তাঁহাকে বসিতে বলিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

মিঃ চ্যাটার্জ্জী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিনয় নম্র বচনে কহিলেন, "আজ আমি আপনাকে একটা নূতন আশ্চর্য্য সংবাদ দিতে এসেছি সাধনাদেবী! সংবাদটা বড়ই অপ্রিয় ও অপ্রত্যাশিত, শুনে আপনি নিশ্চয়ই বড় ব্যথা পাবেন, কিন্তু আমি শুধু আমার কর্ত্তব্যের অনুরোধেই——"

ভূমিকা শুনিয়াই সাধনা বিস্মিত, অধৈর্য্য হইয়া বলিল, "সে সংবাদটা কি মিঃ চ্যাটার্জ্জী?—যা বলতে আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন? ভাল মন্দ যাই হ'ক, আপনি বলুন, আমি সমস্তই সহ্য করতে প্রস্তুত আছি।"

চ্যাটার্জ্জী কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "প্রথমে আপনি বলুন, এই বিপুল বিভবের অধিকারিণী হয়ে আপনি প্রকৃতই সুখী হয়েছেন কি?"

সাধনা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, একটুও না, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, মিঃ চ্যাটার্জ্জী! কিন্তু আমি সত্যি

বলছি, যেদিন থেকে এই ধনৈশ্বর্য্যের বেড়াজালে পা দিয়েছি, সেইদিন থেকে আমার জীবনের সুখ শান্তি স্বাধীনতা সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে। আর সবচেয়ে বড আঁপশোষের বিষয় এই যে, আমরা দুটীবোনে যে এতদিন একবারে অভিন্ন অভেদাত্মা ছিলাম, এই বিষয় বিষ আমাদের দুজনকে ক্রমশঃই পৃথক্ করে দিচ্ছে। কি করি নিরুপায়, আমি আমার স্বর্গীয় দাদা মহাশয়ের অন্তিমকালে যখন তাঁর সুমুখে এ দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছি, তখন—"

বাধা দিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জী কহিলেন, "আচ্ছা মনে করুন এ দায়িত্ব যদি এখন আপনার কাছথেকে আর কেউ নিতে চায়, তা'হলে কি আপনি নির্ব্বিকার মনে দিতে পারেন সাধনাদেবী ?"

"ওঃ! নিশ্চয়ই!—কিন্তু এমন কেউ আছে নাকি মিঃ চ্যাটার্জ্জী ?"

"আছেন একজন, তাঁর বিষয় বলতেই আমি আজ আপনার কাছে এসেছি।—তিনি আপনার—"

সাধনা অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া অধীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কে ? তিনি কোথায় ?"

"তিনি রাজা ওঙ্কারনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, আপনাদের কাকা—"

"কাকা! কিন্তু দাদামশাই তো কই আমাকে তাঁর কথা কিছুই জানান নি।"

"তিনি একথা নিজেই জানতেন না বোধ হয়। আমিও আজই প্রথম তাঁর পরিচয় জানতে পারলুম!"

সলিসিটার নবাগত অম্বুজনাথের পরিচয় যতদূর অবগত হইয়াছিলেন, সাধনার সাক্ষাতে সমস্তই বিবৃত করিয়া বলিলেন, "এ ভদ্রলোকটী আপনার বিষয় সম্পত্তি কিছুরই প্রত্যাশী নন, শুধু একবার পিতৃপিতামহের কীর্ত্তি আর বাস্তুভিটা দেখতেই এদেশে এসেছেন বললেন, কিন্তু যদি তাঁর পরিচয় যথার্থ প্রমাণিত হয়, তাহলে এখন আইনতঃ এ দত্তবংশের তিনিই একমাত্র

উত্তরাধিকারী, তাই এ সংবাদটা আমি একবার আপনাকে জানানো উচিত বিবেচনা করছি।”

বিস্মিতা সাধনা ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আপনি খুব ভাল করেছেন, কথাটা গোপন রাখলে শুধু আইনতঃ কেন ধর্ম্মতঃও আমাদের অপরাধী হতে হ’ত। যাক্ তিনি এখন আছেন কোথায়?”

“এই নন্দনপ্রাসাদে। তাঁকে হলঘরে বসিয়ে রেখেই আমি আপনাকে সংবাদ দিতে এলুম।”

“ওঃ! তাহলে আমাকে এতক্ষণ বলেন নি কেন? চলুন, আমি এখনি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।”

সাধনা শোভনাকে লইয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জীর সহিত যখন হলের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন আগন্তুক অম্বুজনাথ বিশেষ মনোযোগ সহকারে ভিত্তি সংলগ্ন একখানি ক্ষুদ্র আলোকচিত্র দেখিতেছিলেন, ফটোখানি বহুদিনের তোলা, তাই বিবর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জীকে দেখিয়াই অম্বুজনাথ প্রফুল্ল-স্মিত-বদনে কহিলেন, “এই দেখুন মিঃ চ্যাটার্জ্জী! এ ছবি আমার বাবার, তাঁর খুব অল্প বয়সের তোলান দেখছি, নীচে নামও লেখা রয়েছে—শ্রীঅবনীনাথ দত্ত দেখেছেন?” ফটোখানি দেখিয়া চ্যাটার্জ্জীর মনে অম্বুজনাথের সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইয়া গেল। কারণ, প্রৌঢ় বয়স্ক অম্বুজনাথের সহিত সেই প্রতিকৃতির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ছিল।

চ্যাটার্জ্জী সাধনা ও শোভনাকে পরিচিত করিয়া দিয়া কহিলেন, “এই দুটী আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী, ইনি বড়, শ্রীমতী সাধনা দত্ত, স্বর্গীয় রাজাবাহাদুর এঁকেই তাঁর উত্তরাধিকারিণী করে’ গেছেন।”

প্রথমে সাধনা, পরে শোভনা একে একে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। অম্বুজনাথ প্রীত হইয়া দুই ভগিনীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া

বলিলেন, "বেশ বেশ! বড় সুখী হলুম তোমাদের দেখে। পৃথিবীতে আমার কেউ আপনার জন আছে, তা তো এতদিন জানতুম না।" আমি যে বাঙ্গালী, তাও বোধ হয় মনে ছিল না! ভুলেই গিয়েছিলুম! বলিতে বলিতে আপনার মনেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

তাঁহার সেই সরল হাস্যোচ্ছ্বাসে ও কথা বলিবার সহজ মধুর ভঙ্গীতে প্রীত ও আশ্বস্ত হইয়া সাধনা বলিল, "আপনার কথা আমি মিঃ চ্যাটার্জ্জীর মুখে শুনেছি কাকা বাবু! আমার বড় ভাগ্য যে ঠিক এই সময়ে আপনার দর্শনলাভ হল। আপনি এখন আপনার অধিকার—"

"আরে বাপরে!" অমুজনাথ শশব্যস্তে কহিলেন, "ওসব অধিকার টধিকারের কথা আমার কাছে তুলো না বাছা!—ঐ ভয়েতেই আমি এতদিন এদেশে আসতে সাহস করিনি। এখনো কি আসতুম? শুধু বাপ পিতামহের ভিটে মাটী একবার দেখতে বড় ইচ্ছে 'হল, তাই বেরিয়ে পড়েছি।"

সাধনা সবিনয়ে বলিল, "বেশ করেছেন, কিন্তু এসে পড়েছেন যখন, তখন আমরা আর যেতে দিচ্ছি না। আপনি এখন কাকিমা আর ছেলে পিলেদের নিয়ে এইখানেই—"

"এই দেখ! ছেলে পিলে আমি কোথায় পাবরে বাছা?—আর তোমাদের কাকিমা, তিনি বোধ হয় এখনো পৃথিবীতে জন্মগ্রহণও করেন নি।" বলিয়া অমুজনাথ সকৌতুকে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সাধনা ও শোভনাকে অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া তিনি মিষ্ট কোমল-কণ্ঠে কহিলেন, "আমি বিয়ে-থাও কিছুই করিনি মা। এদ্দিন চোখ-কাণ বুজে শুধু টাকাই উপার্জ্জন করেছি।"

সাধনা বলিল, "বেশ তো, তাহলে এইবার একটী বড় সড় মেয়ে দেখে বিয়ে করুন, করে এইখানে—"

"আরে বাপ! তুই বলিস্ কিরে, মা? বিয়ে করবার আর কি

বয়স আছে আমার? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে!—শাস্ত্রে বলে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ—"

সাধনা নিরস্ত হইল না, সেও হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিন্তু সে বয়স তো আপনার এখনও হয়নি কাকাবাবু!"

"হ'তে আর বাকি কি আছে বল? আজকালের দিনে মানুষের পরমায়ুই বা কতটুকু? বছর কয়েকের জন্যে বিয়ে থাওয়া করে মিছে একটা প্রাণীকে বৈধব্যযন্ত্রণা ভুগতে দেওয়া সেইটি কি ভাল বাছা?"

সাধনার মনে এই সরল প্রকৃতি অপরিচিত লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব আরও বর্দ্ধিত হইল। সে দৃঢ়তার সহিত বলিল, "তা যাক্‌গে, বিয়ে থাওয়া আপনি নাই করুন, কিন্তু এই দত্তবংশের উত্তরাধিকার ভগবান্ যখন আপনার হাতেই ন্যস্ত করেছেন, তখন আপনাকে তা' বাধ্য হয়েই গ্রহণ করতে হবে। এই সব বিষয় সম্পত্তি,—জমীদারি—"

"নারে বাপু! সেটী হচ্ছে না। এতদিন তো কেবল টাকা টাকা করে' বৃথাই দিনগুলো কেটে গেছে। এখন শেষ বয়সে কোথায় একটু বিশ্রাম করব, দু'দণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানের নাম করব, তা' নয় —তোমরা আবার আর এক হাঙ্গামা ঘাড়ে চাপাচ্ছ! মিঃ চ্যাটার্জ্জী!—এ শুধু আপনার দোষ, আমি তো বলেছিলুম, আমার আসল পরিচয় মেয়েদের কাছে ভেঙ্গে কাজ নেই, চুপি চুপি সব দেখে শুনে ফিরে যাই,—তা' নয়, ফেল্লেন আব এক নূতন ফ্যাসাদে!"

মিঃ চ্যাটার্জ্জী সহাস্যে কহিলেন, "কিন্তু আপনি আমাকে বৃথাই দোষ দিচ্ছেন মশাই! আমি একজন আইন ব্যবসায়ী হয়ে এমন একটা বে-আইনী কাজ কি করে' করি বলুন? তবে সাধনাদেবী যদি ইচ্ছা করেন—"

বাধা প্রদান করিয়া সাধনা করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিল,—"না না, আমার একটুও ইচ্ছা নেই,—আমি এই অল্প দিনেই হাঁপিয়ে

উঠেছি মিঃ চ্যাটার্জ্জী! তাই ভগবান্ আমার দুঃখে দয়া করেই ওঁকে এ সময় পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাকাবাবু! আপনি যাই বলুন, আমি আপনাকে আর কোনও মতেই ছাড়ছি না, আপনি নিজের অধিকার গ্রহণ করে' আমাকে এখন মুক্তি দিন, এ নাগপাশের বন্ধন আমার যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

"আঃ। এ বেটী যে নাছোড়বান্দা দেখ্‌ছি! আরে পাগলী! আমি এসব বিষয় সম্পত্তির জঞ্জাল নিয়ে এখন করব কি তা' বল দেখি? আমরা বাপ-ব্যাটা মিলে যা রোজকার করেছি, তাই কে ভোগ করে? থাক্‌বার মধ্যে তো এক আমি!"

"আপনার যা' ইচ্ছে তাই করুন। আমার আসবার আগে দাদা-মশাই যেমন দান ধ্যান, সদাব্রতর ব্যবস্থা করেছিলেন, আপনি না হয় এখন আবার তাই করে' দিন, কিন্তু আমাকে দয়া করে নিষ্কৃতি দিন কাকাবাবু! আমি এরি মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

অম্বুজনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুখের পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এই সরল প্রকৃতি মেয়েটীর এই তরুণ বয়সে এরূপ নির্লোভ অনাসক্তির ভাব দেখিয়া তিনি বোধ হয় বড় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। খানিক চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি যখন কিছুতেই ছাড়বে না মা! তখন আমাকে বাধ্য হয়েই এখানে থাকৃতে হবে।—কিন্তু আমি থাক্‌ব শুধু তোমাদের অভিভাবক হয়ে, স্বর্গীয় খুড়োমশাই যে উইল করে গিয়েছেন, সেটা আর পরিবর্ত্তন—"

সেই সময় নিখিল ও নিশীথ একসঙ্গেই সেই হলে প্রবেশ করিল। মিঃ চ্যাটার্জ্জীর সহিত অম্বুজনাথকে সেখানে দেখিয়া এবং সাধনাকে তাঁহার সঙ্গে আত্মীয়ের মত অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়া নিখিলের অন্তরাত্মা চমকিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, 'ইনি কে সাধনা দেবী?"

সাধনা সহাস্যমুখে বলিল, "ইনি আমাদের কাকাবাবু নিখিল! আমাদের আত্মীয় স্বজন কেউ ছিল না বলে' ভগবান্ দয়া করে' ওঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

মিঃ চ্যাটার্জ্জী নিখিলের দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া নিশীথের হাত ধরিয়া বলিলেন, "আসুন নিশীথ বাবু! আমাদের নূতন জমীদারের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। ইনি স্বর্গীয় রাজা ওঙ্কারনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, দত্তবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ দত্ত।"

নিশীথ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

সাধনা বলিল, "এ ছেলেটী—আমাদের পর নয় কাকাবাবু,—এ আমার ভাবী ভগিনীপতি—"

নিশীথের পিঠের উপর হাত রাখিয়া অম্বুজনাথ সানন্দে বলিলেন, "তাই নাকি, বেশ বেশ! দিব্যি ছেলেটী, এর সঙ্গে যে কাল আমার সর্ব্বপ্রথম আলাপ হয়েছিল। আচ্ছা, আমি সেখান থেকে ফিরে' আসি, তারপর বিয়ের সব ঠিক করে' ফেলব,—তোমারও তো বিয়ে থাওয়া হয়নি দেখছি, কোথাও সম্বন্ধ টম্বন্ধ হয়েছে—নাকি?"

সাধনা নিখিলের দিকে একবার অপাঙ্গে চাহিয়া লজ্জানত মুখে বলিল, "আপনি কি আবার সে দেশে যাবেন নাকি?"

"একবারটী যাব না? সেখানে আমার যে অনেক কাজ ছড়ানো রয়েছে মা! সে গুলোর একটা বিলি ব্যবস্থা করতে হবে তো?—তা ছাড়া আমি যে তোমাদের কাকা—তার প্রমাণ পত্র—"

"আর প্রমাণ পত্রের দরকার কি ভাই? এ দত্ত গোষ্ঠীর জাঁদরেল চেহারা কি লুকোবার জো আছে? কাল মোটর থেকে এক পলকের জন্যে দেখেও আমার মনে এমনি একটা সন্দেহ জন্মেছিল।" বলিতে বলিতে হরমোহিনী পর্দ্দার অন্তরাল হইতে অম্বুজনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সাধনা বলিল, "ইনি আমাদের পিসীমা, কাকাবাবু!"

অম্বুজনাথ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। হরমোহিনী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "এ বেশ হ'ল, যার কাজ তাকেই সাজে ভাই, এত বড় একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড সাম্‌লান কি মেয়েমানুষের কাজ?"

নিখিল এতক্ষণ একটীও কথা কহিতে পারে নাই, তাহার মুখের ভাব তখন একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। "উনি তো ঠিক কথাই বলেছেন পিসীমা!—প্রমাণ পত্র কিছু চাই বই কি? আজ-কালকার বাজারে জুয়াচুরী কারসাজির তো অভাব নেই। এক কথায় কাউকে বিশ্বাস করা কি চলে এখন?" বলিতে বলিতে সে বিষণ্ণ বিবর্ণ মুখে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইল।

"দাঁড়াও নিখিল! তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে" বলিয়া সাধনাও তাহার অনুসরণ করিল। কিন্তু ঘরের বাহিরে পদার্পণ করিয়াই নিখিল তাহার গতি এমন দ্রুত করিল যে সাধনা আর কিছু বলিবার কহিবার অবকাশ পাইল না।

বিস্মিতা মর্ম্মাহতা সাধনা হতবুদ্ধি হইয়া নিখিল যে পথে অন্তর্হিত হইয়াছে, সেইদিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ হইতে শুধু একটী অস্ফুট শব্দ বাহির হইল "নিখিল!"

শোভনা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল। কম্পিত কলেবরা বেপথুমতী সাধনাকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া শোভনা ব্যথা ভরা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল "দেখলে দিদি! ও লোকটার নিষ্ঠুর ব্যবহার? ওঃ! কি পাষণ্ড, কি অর্থ পিশাচ ও, যেমন শুনেছে তুমি আর নন্দনপুরের রাণী নও, অমনি তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে সরে পড়্‌ল। এরি ভালবাসায় তুমি বিশ্বাস করেছিলে দিদি?"

"কিন্তু সে পাষণ্ড হ'ক, নিষ্ঠুর হ'ক, আমি যে তাকেই প্রাণ দিয়ে,

ভালবেসেছি শোভনা! আমার এ বুকভরা ভালবাসা পায়ে দলে সে কি আর সত্য সত্যই চিরদিনের জন্য চলে গেল? সে কি আর আস্‌বে না?" রুদ্ধস্বরে ব্যাকুল কণ্ঠে কথা কয়টি বলিতে বলিতে ব্যথিতা সাধনা মূর্চ্ছাতুরের মত ভগিনীর ক্রোড়ে লুটাইয়া পড়িল।

অম্বুজনাথ আর বিলম্ব না করিয়া পরদিনই পশ্চিম যাত্রা করিলেন। কথা রহিল সেখানকার সব কাজকর্ম্ম যত শীঘ্র সম্ভব সারিয়া তিনি পুনরায় ফিরিয়া অসিবেন। আসিয়া এখানকার ব্যবস্থা পত্র সমস্ত ঠিক করিবেন।

যাত্রাকালে সাধনা ও শোভনা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। সাধনা বিনয় নম্র স্বরে বলিল, "আমার একটী মিনতি আছে কাকাবাবু!"

"কিসের মিনতি মা!"

সাধনা সঙ্কুচিত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "আমি এখন পুরীতে থাকাই স্থির করেছি, সেখানে আমার বাবার যে বাড়ী আছে—"

"সে কি কথা মা?" অম্বুজনাথ যারপরনাই দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি আমার ওপর রাগ অভিমান করেই যেতে চাইছ মা? কিন্তু আমি তো বলেছি তোমার এ বিষয় সম্পত্তির দিকে আমার একটুও টান নেই, তোমরা দুটীতে যেমন আছ তেমনি থাকো। আমি—"

"না না, আপনি ভুল বুঝ্‌ছেন কাকাবাবু! আপনি আমাকে এ বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে যে আমার কতদূর উপকার করেছেন তা আমি বলে জানাতে পারি না, আমি আপনার কাছে এ জন্যে চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। আমি আপনার ওপর রাগ অভিমান করে যাচ্ছি না। যাচ্ছি শুধু নিজের আরাম আর শান্তির কামনায়। মানুষ মাত্রেই যে স্বার্থপর কাকাবাবু!—আপনি জানেন না, এ নন্দনপুরে, এসে অবধি আমি এক্‌দিন, একমুহূর্ত্তের জন্যও সুখী হতে পারিনি।"

অম্বুজনাথ স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ওঃ! সেই জন্যে? কিন্তু এখন তো তোমার কোনও রকম ভাবনা চিন্তা থাক্‌বে না মা! এখন

সমস্ত ভার সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর। ফিরে এসেই আমি তোমাদের সব ব্যবস্থা ঠিক করে দেব। তোমাদের দুই বোনের বিয়ে থাওয়া—"

শোভনা বাধা দিয়া ম্লান মুখে বলিল, "দিদি যে বিয়ে থাওয়া করবে না কাকাবাবু! ও নাকি চিরকুমারী হয়ে থাক্‌বে।"

"বলিস কিরে পাগলী!" অম্বুজনাথ এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। লজ্জিতা সাধনার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার দিদি একটী আস্ত পাগল, মা! নইলে এই কচি বয়সে, এই রাজ ঐশ্বর্য্য রাজভোগ ত্যাগ করে' সে কি না তীর্থবাসিনী হতে চায়? কিন্তু আমিও সহজে ছাড়্‌ছি না, সেখানকার পাঠ তুলে একবার ফিরে আসি, তারপর ওবেটী কেমন করে তীর্থবাস করতে যায় তা আমি দেখে নেব! কিন্তু যদ্দিন না আমি ফিরে আসি, ততদিন তোমাকেই ওকে আগ্‌লে রাখতে হবে মা! কেমন—পারবে তো?"

সাধনা তাঁহার সম্মুখে আর কিছুই বলিতে পারিল না, কিন্তু সে এই অভিশপ্ত নন্দনপ্রাসাদ হইতে যথাসম্ভব শীঘ্র বিদায় গ্রহণ করিতে মনে মনে বদ্ধপরিকর হইল।

ছাব্বিশ।

দুই দিন পরের কথা। সাধনা তাহার ঘরে নিজের জিনিষপত্র গুছাইতেছিল। শোভনা আসিয়া বলিল "ও কি করছ দিদি ?" একটু ইতস্ততঃ করিয়া সাধনা বলিল, "আজ কালের মধ্যেই পুরী যেতে হবে কিনা, তাই জিনিষপত্রগুলো সব গোছ করছি ভাই !"

"তাহলে কি তুমি সত্যি সত্যি এখান থেকে চলে যাওয়াই স্থির করলে দিদি ?"

ম্লানমুখে উদাস স্বরে বলিল, "হ্যাঁ ভাই ! যাওয়াই স্থির। ভগবান্ যখন দয়া করেপরিত্রাণ দিয়ে দিয়েছেন, তখন আর বৃথা পড়ে থাকবার দরকার কি ?"

কথাটা শুনিয়া শোভনার মুখ শুকাইয়া গেল। এ ব্যবস্থা তাহার কিছুতেই মনঃপূত হইতেছিল না। তাহার দিদি এই নিশ্চিন্ত সুখের জীবন, অমৃতনাথের মত স্নেহশীল উদারচিত্ত আত্মীয়ের নিরাপদ্ স্নেহের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যে দুঃখ কষ্টকে স্বেচ্ছায় বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে কেন, তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। নিখিলের প্রতি অভিমানই যদি ইহার কারণ হয়, তাহা হইলে এ যে চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়া হইবে। এই ঘটনায় বিশ্বাসঘাতক কঠিন-হৃদয় নিখিলের নিকট হইতে সে তো করুণা বা সহানুভূতি একবিন্দুও পাইবে না—পাইবে কেবল অবজ্ঞা। সে অর্থের প্রত্যাশী, উচ্চ পদাকাঙ্ক্ষী, নারীর-প্রেম সে যে শুধু একটা খেলার সামগ্রী মনে করে।

শোভনা দিদির কাছে বসিয়া শুষ্কস্বরে বলিল, "কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, তুমি যাবার জন্যে কেন এত ব্যস্ত হয়েছ ? অন্ততঃ কাকা-বাবুর ফিরে আসা পর্য্যন্ত—"

"না শোভনা ! কাকাবাবু ফিরে এলে আর আমার যাওয়া হচ্ছে

না। তিনি যে রকম মানুষ, তাঁর মায়াজালে পড়লে আর বেরোনোই মুস্কিল হয়ে পড়বে।"

"তাই বলে' তাঁকে একবার না জানিয়েই চুপি চুপি পালিয়ে যাবে দিদি! সেটাই কি ভাল হবে? এতে কাকাবাবুর মনে কতখানি কষ্ট হবে, তা একবার ভেবে দেখ দেখি।"

সাধনা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সবই তো বুঝছি ভাই! কিন্তু আমার মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানছে না! তুই আমার হয়ে কাকাবাবুর পায়ে ক্ষমা চেয়ে নিস শোভনা! তাঁকে বলিস, এ অপরাধ আমার ইচ্ছাকৃত নয়!" কথাটা বলিবার সময় সাধনার চক্ষুদুটী ছল ছল করিয়া আসিল।

শোভনা ব্যথিত হইয়া আগ্রহ ভরে কহিল, "আচ্ছা দিদি! তুমি আমাকে সত্যি করে বলো,—এখান থেকে তুমি কেন চলে যেতে চাইছ? কাকাবাবুর অধীন হয়ে থাকাটা কি তুমি পছন্দ করছ না? কিন্তু মনে করো আমাদের ঠাকুর্দ্দাই যদি বেঁচে থাকতেন তা'হলে তুমি কি তাঁর—"

"না না, ওকথা বলিসনি শোভনা!—ভগবান্ এ মেয়েজাতটাকে যে অধীনতায় থাকবার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন, আর তাতেই তাদের সুখ। আর কাকাবাবুর মতন অমন দেবতুল্য লোকের অধীনে থাকা সে তো পরম ভাগ্যের কথা।"

"তবে তুমি কেন যাবে ভাই?"

"এ কেনর উত্তর নেই বোন্! আমার মন অশান্তিতে ভরে গিয়েছে, এ অশান্তির উৎপত্তি হয়েছে এখানেই এসে,—তাই মনে হচ্ছে সেখানে ফিরে গেলে আমি আমার মনের নষ্ট শান্তি হয়তো আবার ফিরে পাব।"

ভগিনীর এই ঔদাস্য, এই চিত্তবিকৃতি যে কিসের জন্য, তাহা শোভনা এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহার মনে নিষ্ঠুর নিখিলের প্রতি রাগ ও বিতৃষ্ণার ভাব আরও বদ্ধমূল হইয়া গেল। বিমর্ষ মুখে

শোভনা বলিল, "তা'হলে আমিও আমার জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নিই গে।"

সাধনা বিস্মিত নেত্রে ভগিনীর পানে চাহিয়াত্রস্ত স্বরে কহিল, "তুইও আমার সঙ্গে যাবি নাকি শোভনা?"

শোভনা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ।"

"কেন?"

"এখানে কার কাছে থাকব দিদি? পিসীমাও তো তোমার সঙ্গে যাচ্ছেন, আর থেকেই বা কি করব?"

"কাকাবাবু তো শীগগির ফিরে আসছেন ভাই!—এসেই তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করবেন বলে' গেছেন, শুনেছ তো? ক'দিন তোমায় দেখা শোনা করতে গিন্নিঝি আছে, আর যার সঙ্গে তোমাকে চিরজীবন থাকতে হবে সেই নিশীথও রয়েছে, তবে—"

শোভনা ম্লানমুখে ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিল, "সে আশা তুমি মনেও রেখো না দিদি!—বিয়ে পাওয়া আর এ জীবনে হচ্ছে না,—আমাদের দুই বোনের চিরকুমারী থাকাই বোধ হয় ভাগ্যের লিখন!"

সাধনা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওকথা বলো না বোন্! বেচারা নিশীথ যে কতদিন থেকে আশা করে' বসে' আছে! তোমার পূর্ব্ব-জন্মের তপস্যা-বল ছিল, যে অমন দেবতার মতন স্বামী পাচ্ছ।"

শোভনা ক্ষুব্ধহাস্যে কহিল, "দেবতাই হন, আর গন্ধর্ব্বই হন, ও পুরুষ জাতটাকে আমি বোধ হয় আর কোনও কালেই যথার্থ বিশ্বাস করতে, শ্রদ্ধা করতে পারব না, তবে বৃথা, কেন একটা জীবনকে অসুখী করি বল? তার চেয়ে আমরা দুটী বোনে এদ্দিন যেমন ছিলুম, আবার তাই থাকব।"

"হুঁ।" সাধনা অতিমাত্র বিমর্ষ-উদাস হইয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

তাহার চিন্তিত বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া শোভনা সাগ্রহে কহিল, "আচ্ছা দিদি এ সব সুখ সম্পত্তি ছেড়ে এখান থেকে যেতে কি তোমার মনে একটুও দুঃখ হচ্ছে না ?"

"না ভাই ! একটুও নয়, এ সুখ সম্পত্তিতে আমার বাস্তবিক বড় বিতৃষ্ণা ধরে গেছে, এখান থেকে গিয়ে আমি যেন সত্যিই হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচব।"

"কিন্তু তাহলে তোমার চেহারা এমন বিমর্ষ কেন দিদি ?"

"বিমর্ষ হ'ব না ? আমি যে বড় আশা করেছিলুম শোভনা। তোমাকে নিশীথের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারব, তাতো হ'ল না, এ যে এক মহৎ দুঃখ ! তা ছাড়া আমার শরীরটাও যেন আজ ভাল ঠেকছে না।"

"কই দেখি !" শোভনা শশব্যস্তে দিদির গায়ে হাত দিয়া বলিল, "এ কি, গা যে খুব গরম ! তোমার যে বেশ জ্বর হয়েছে দিদি ! নাও এখন ওঠো, ওসব গোছ গাছ ছেড়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়্‌বে চল।"

সাধনা উঠিল না। "এখন শুলে তো চলবে না—সকালের গাড়ী-তেই বেরুতে হবে যে" বলিয়া সে আরব্ধ কার্য্য তাড়াতাড়ি শেষ করিতে লাগিল।

তাহার অসম্ভব আগ্রহ ও জেদ্ দেখিয়া শোভনা শঙ্কিত চিত্তে কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, "তুমি কি পাগল হলে দিদি ? এই অসুখ শরীর নিয়ে কেমন করে' যাবে ?—সেখানে আমাদের আছেই বা কে ?"

সেই সময় নিশীথ আসিয়া পড়িল। সাধনাকে যাত্রার উদ্যোগ করিতে দেখিয়া সে বিমর্ষভাবে কহিল, "তাহলে আমাদের মায়া সত্যি সত্যি কাটালেন সাধনা দিদি ?"

নিশীথের আগমনে সাহস পাইয়া শোভনা উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, "দেখ না, দিদি কিছুতেই শুনছেন না, জ্বর হয়েছে তবু যাবার জন্যে তদ্বের।"

"জ্বর হয়েছে? তাই তো? মুখখানা যে একেবারে লাল হয়ে উঠেছে!"

সাধনা শুষ্কমুখে একটু হাসিয়া বলিল, "না, জ্বরটা বেশী হয়নি তো, সকাল নাগাৎ আপনিই ছেড়ে যাবে 'খন।"

"তা' তো যাবে, কিন্তু আপনার যাবার এতই কি তাড়াতাড়ি পড়ে গেছে সাধনা দিদি? শরীরটা সুস্থ হ'ক, তারপর আমি নিজেই গিয়ে আপনাকে রেখে আসব, তার জন্যে এত উতলা হচ্ছেন কেন?"

"না ভাই! এখানে আমার আর এক মুহূর্ত্তও মন টিঁকছে না, এখানকার বাতাসটুকুও যেন আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে। আর তুমি আমার সঙ্গে গেলে এখানে শোভনাকে দেখ্‌বে কে? কাকাবাবুর ফিরতে কি জানি কদিন লাগে।"

"আমি তো তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি দিদি?"

শোভনার কথায় নিশীথের বুকের ভিতর ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল। সে চকিত দৃষ্টিতে শোভনার মুখের দিকে চাহিয়া আহত আর্ত্ত-কণ্ঠে কহিল, "তুমিও যাবে শোভনা?"

"হাঁ, এখানে পড়ে' থাকবার আর দরকার কি? এতদিন দুটী বোনে যেমন একত্র ছিলুম, আবার তাই থাকব।"

সাধনা ম্লানমুখে বলিল, "শোভনা কিছুতেই শুনছে না, তুমি ওকে বোঝাও নিশীথ! ও বলে সমস্ত পুরুষ জাতটার ওপরই ওর নাকি অবিশ্বাস জন্মে গেছে, তাই বিয়ে এখন সহজে করতে পারবে না।

নিশীথের বিষণ্ণ মুখে নিবিড় মর্ম্ম-বেদনা ও হতাশার চিহ্ন স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইল। তাহার অন্তঃস্থল কাঁপাইয়া তুলিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল। ব্যথা-ভরা ক্লিষ্ট স্বরে সে কহিল, "আমি কি করতে পারি দিদি! মনের ওপর তো কারুর জোর চলে না! সে ক্ষমতা থাকলে আজ আমার ভাবনা কি ছিল? যাই হক, আপনাদের জোর করে' ধরে' রাখবার শক্তি বা অধিকার আমার তো নেই, তবু

মিনতি করে' বলছি, এই অসুখ শরীর নিয়ে এখন যাবেন না।"

"কিন্তু এই অভিশাপ ঘেরা বাড়ীতে আমি যে আর একটী দিনও তিষ্ঠুতে পারছি না ভাই!"

"তা'হলে আমার বাসায় চলুন না! সেখানে আমার ধর্ম্ম মা আছেন, পিসীমাও যাবেন, যে কদিন শরীর বেশ না সুস্থ হয়, সেইখানেই থাকতে পারেন স্বচ্ছন্দে, কি বলেন? আপনি তো আমাকে পর মনে করেন না সাধনা দিদি!"

শোভনা যেন অকূলে কূল পাইল। সে সাধনার হাত ধরিয়া অধীর আগ্রহে বলিল, "হ্যাঁ, তাই করো, লক্ষ্মী দিদি আমার! এতে আর আপত্তি করো না। যাবার মুখেই বাধা পড়ল যখন, তখন দুটোদিন অপেক্ষা করে' যাওয়াই ভাল।"

সাধনা নিশীথকে যথার্থই ভ্রাতার মত স্নেহের চক্ষে দেখিত, তাই তাহার এ প্রস্তাবে আপত্তি করিতে পারিল না। আপত্তি করিবার শক্তিও বুঝি তখন তাহার ছিল না, একটা গভীর অবসাদে সাধনার দেহ মন দুই যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

নিশীথের বাসায় আসিবার পর সাধনার জ্বর অসম্ভব বাড়িয়া উঠিল, ভয় পাইয়া নিশীথ তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া আনিল।

ডাক্তার দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন জ্বরটা সাধারণ নহে সম্ভবতঃ ব্রেণ-ফিভার। মনে কোনও রূপ অতর্কিত আঘাত লাগায় এই ব্যাধির উৎপত্তি।

শুনিয়া হরমোহিনী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আহা! মনে আঘাত আর লাগবে না?—মেয়েটা এত বড় রাজ-রাজত্ব সব পেয়ে আবার বঞ্চিত হল, একি কম আপশোষের কথা?"

কিন্তু সাধনার ব্যথা যে কোন্‌খানে, তাহা শোভনা বেশ বুঝিয়াছিল। সে জানিত নিখিলের স্নেহ প্রেম লাভ করিলে সাধনা এই রাজ-রাজত্ব

সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিত।

ডাক্তারকে বিদায় দিয়া নিশীথ যখন সাধনার জন্য ঔষধ পত্র লইয়া ফিরিতেছিল, তখন দেখিল একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ি সেই দিকে আসিতেছে। গাড়িখানা কাছাকাছি আসিতেই কে একজন স্ত্রীকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই যে নিশীথ! গাড়োয়ান গাড়ি রাখো!"

গাড়ী থামিলে নিশীথ সবিস্ময়ে দেখিল তাহার আরোহী আর কেহ নহে, স্বয়ং মিসেস্ দত্ত।

মিসেস্ দত্ত হর্ষোদ্ভাসিত কণ্ঠে কহিলেন, "আঃ! ধন্য ভগবান্! আমি এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলুম বাবা! তুমি যে কোথায় আছ, কেমন করেই তোমার দেখা পাব, সেই ভাবনায়——

নিশীথ বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখনো পশ্চিমে যান নি যে?"

"না, শীঘ্রই যাব, তুমি গাড়ীতে উঠে এসো না বাবা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

নিশীথ মিসেস্ দত্তর আগ্রহ ও মিনতি দেখিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, বলিল, "বলুন কি বল্‌তে চান।"

মিসেস্ দত্ত পরম আগ্রহে নিশীথের হাত দু'খানি ধরিয়া মিনতি-ব্যাকুল-কণ্ঠে কহিলেন, "আমি আজ বড় আশা করে' তোমার কাছে এসেছি বাবা!—ভরসা করি তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।"

নিশীথ কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনার কি অভিপ্রায় বলুন, আমার দ্বারায় যতদূর হতে পারে, তা' আমি করতে প্রস্তুত আছি।"

মিসেস্ দত্ত একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাতরভাবে কহিলেন, "আমি দু'একদিনের মধ্যেই কাশী চলে যাচ্ছি, হয়তো এই যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া, কিন্তু যাবার আগে আমার মেয়েদুটীকে একবার দেখে যেতে পাব নাকি বাবা?—শুধু একবারটী চক্ষের দেখা, আর

কিছুই চাই না আমি। তা' যদি তুমি পারো, তা'হলে যতদিন বাঁচব, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করব।"

মিসেস্ দত্ত একজন পতিতা নারী হইলেও জননী-হৃদয়ের সেই কাতরতা ও ব্যাকুলতাটুকু নিশীথের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। সে এক ভাবিয়া বলিল, "আপনার মেয়েদের দেখা আপনি এখন সহজেই পেতে পারেন, কারণ তাঁরা এখন নন্দন-প্রাসাদে নেই, আমার বাসায় আছেন।"

"তোমার বাসায়!—কেন?"

নিশীথ তখন দত্তবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী অম্বুজনাথের আগমন, সাধনার মনঃকষ্ট ও পীড়ার কথা মিসেস্ দত্তকে সংক্ষেপে জানাইল। শোভনার সহিত যে নিশীথের বিবাহের কথা চলিতেছে, কথায় কথায় মিসেস্ দত্ত তাহাও জানিয়া লইলেন। হর্ষ-বিষাদ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তিনি তখন বলিলেন, "যাক্, ভগবান্ যা' করেন তা' মঙ্গলের জন্যেই করেন। এখন আমার মেয়েদুটী যেথানে থাকে যেন মনের সুখে থাকে, আমি শুধু এই কামনাই করি বাবা!—ও জিনিষটা আমি আমার জীবনে কোনও দিনই পাইনি। ছোটটীকে যদি তুমি গ্রহণ করো তা'হলে সে নিশ্চয়ই সুখী হবে, কিন্তু বড় মেয়েটী, তার জন্যেই আমার ভাবনা রইল। তার ভারও এখন তোমাকে নিতে হবে একটী সুপাত্র দেখে শুনে——"

"সে সব তো এর পরে হবে, এখন তাঁর বড় অসুখ, আমি আর দেরী করতে পারছি না।"

মিসেস্ দত্ত শশব্যস্তে বলিলেন, "তা'হলে এই গাড়ীতেই চলনা বাবা তোমার বাসা কতদূর?"

"বেশী দূর নয়, আপনি কি সেখানে যাবেন নাকি?"

"হাঁা বাবা! মেয়েটার অসুখ শুনে আমি আরো অস্থির হচ্ছে

উঠেছি হাজার হ'ক মায়ের প্রাণ তো!"

নিশীথ আর আপত্তি করিতে পারিল না। গাড়োয়ানকে তাহার বাসার ঠিকানায় গাড়ী চালাইতে বলিয়া সে মিসেস্ দত্তকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিল, "কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার পরিচয় মেয়েদের পক্ষে সুবিধার হবে না——"

"না বাবা! মা হ'য়ে সন্তানের যাতে অমঙ্গল হবে এমন কাজ আমি কখনই করব না, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো।"

বাসায় পঁহুছিয়া নিশীথ দেখিল সাধনার জ্বর তখনও কমে নাই, বরং আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। জ্বরের ঘোরে সে ক্রমাগত ভুল বকিতেছিল। শোভনা পীড়িতা ভগিনীর মাথায় বরফের ব্যাগ চাপিয়া বসিয়া আছে, তাহার বিষণ্ণ মুখখানি উদ্বেগ-কাতর।

হরমোহিনী তাড়াতাড়ি এগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওষুধ এনেছ নিশীথ?"

"হ্যাঁ পিসীমা! এক দাগ ওষুধ এখনি খাইয়ে দিতে হবে।"

মিসেস্ দত্ত তখন পলকহারা তৃষিত-নয়নে মেয়েদুটীর পানে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়াছিলেন। কি সুন্দর মেয়েদুটী!—যেন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রতিমা দু'খানি!

এই মমতার পুতলী দু'টী ভগবান্ তাহাকেই অযাচিতে দান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অমূল্য দানের মর্য্যাদা সে তো রাখিতে পারিল না। কি পাপিষ্ঠা, কি মন্দভাগিনী সে!

ক্রোধ, অভিমান ও মোহ এই তিন রিপুর পীড়নে অন্ধ হইয়া, স্বামীর অত্যাচরণের প্রতিশোধ তুলিতে গিয়া সে যে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই সাধন করিয়াছে। অতৃপ্ত জীবনের আকণ্ঠ-তৃষা লইয়া সে সুধা ভ্রমে প্রাণঘাতী তীব্র হলাহল পান করিয়াছে। এ বিষের জ্বালা যে তাহাকে তুষানলের মত আজীবন তিলে তিলে পলে পলে দগ্ধ করিয়া

মারিবে! এ জ্বালার তো নিবৃত্তি নাই,—এ জ্ঞানকৃত পাপের তো প্রায়শ্চিত্ত নাই!

অনুতপ্তা মিসেস্ দত্তর বুকের ভিতর তখন প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার সেই বুকের ধনকে, সেই পিতৃহীনা মাতৃস্নেহে বঞ্চিতা মেয়ে দুটীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া তাঁহাদের একবার প্রাণ ভরিয়া সাধ মিটাইয়া আদর করিয়া, ব্যাকুল মাতৃ হৃদয়ের অপরিতৃপ্ত মমতার ক্ষুধা ক্ষণেকের জন্য নিবারিত করেন। কিন্তু সন্তানের কল্যাণ কামনায় তাঁহার সেই উদ্বেলিত প্রবল বাসনা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইল।

নবাগতা মিসেস্ দত্তর দিকে যুগপৎ সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। শোভনা বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াছিল। হরমোহিনী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি কে নিশীথ?"

নিশীথ কি উত্তর দিবে তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বেই মিসেস্ দত্ত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি একজন 'নার্স'—এই মেয়েটীর অসুখ বুঝি?"

"হ্যাঁ,—কিন্তু নার্স আবার কেন?" হরমোহিনী একটু আশ্চর্য্য হইয়া নিশীথের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন।

নিশীথ মিসেস্ দত্তর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "নার্স রাখার যে বিশেষ দরকার হয়েছে পিসীমা! এ রোগ তো দু এক দিনে সারবার নয়, ভাল হয়ে উঠতে অন্ততঃ আট দশ দিন লাগবে। আর ডাক্তার বল্লেন এ রোগে ওষুধের চেয়ে সেবাশুশ্রূষাই বেশী দরকার, তাই আমি এঁকে নিয়ে এলুম।"

"কিন্তু সেবাশুশ্রূষা করবার জন্যে আমরা তো রয়েছি।"

"'আমরা' কেন, আপনিই তো শুধু আছেন পিসীমা!—শোভনা এরি মধ্যে যে রকম কাতর হয়ে পড়েছে, ওর দ্বারায় যে বেশী কিছু সাহায্য

পাবেন তা তো বোধ হয় না। ধর্ম্ম-মা সংসার নিয়ে সর্ব্বক্ষণই ব্যস্ত, আপনি একলা মানুষ, দিন রাত কি করে পেরে উঠবেন বলুন ?"

হরমোহিনী আর কিছু বলিলেন না, কথাটা তাঁহার সমীচীন বোধ হইল।

মিসেস্ দত্ত নিশীথের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া আনীত ঔষধপত্র টেবিলের উপর গুছাইয়া রাখিলেন এবং সাধনাকে এক দাগ ঔষধ পান করাইয়া শোভনার হাত হইতে বরফের ব্যাগ লইয়া বলিলেন, "যাও মা, আমি এসে গেছি, এখন তোমার ছুটী।"

মিসেস্ দত্ত পীড়িতার সেবাশুশ্রূষা ও পর্য্যবেক্ষণের ভার সমস্তই স্বেচ্ছায় স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও প্রাণপাত অক্লান্ত পরিচর্য্যা দেখিয়া নিশীথ ভিন্ন বাড়ীর আর সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কারণ মিসেস্ দত্ত কে, সাধনার এত যত্ন ও সেবা করিতেছেন তিনি কিসের টানে, তাহা এক নিশীথই জানিত। জননীর হস্তে সন্তানের সেবার ভার দিয়া সে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিল। তাই মিসেস্ দত্তর ইচ্ছায় সে বাধা দিতে পারিল না।

তিনি যে কোন্ শ্রেণীর স্ত্রীলোক, তাঁহাকে ঘরে থাকিতে দেওয়া উচিত কি অনুচিত হইয়াছে, সে বিষয় ভাবিবার চিন্তিবার তখন আর সময় ছিল না। সাধনার অসুখ লইয়া সকলেই উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত ছিল।

মিসেস্ দত্তকে দেখিয়া সব চেয়ে আশ্চর্য্য হইয়াছিল শোভনা। এই অপরিচিতা স্ত্রীলোকটীর আকৃতি ও প্রকৃতি তাহাকে নিতান্তই চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল।

ন্যার্সরূপিনী মিসেস্ দত্ত সারারাত্রি বিনিদ্র নয়নে সাধনার রোগ শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া যখন উদ্বেগাকুল অনিমেষ দৃষ্টিতে পীড়িতার বিবর্ণ কাতর মুখখানির পানে চাহিয়া থাকিতেন, রোগযন্ত্রণায় অধীরা সাধনাকে সান্ত্বনা দান ছলে তিনি যখন ক্ষুব্ধ মাতৃহৃদয়ের স্নেহমমতা ঢালিয়া দিয়া

মেয়েটীকে আদর করিতেন, এবং দিদির এই কঠিন পীড়ায় চিন্তাকুলা কাতরা শোভনাকে প্রবোধ দিবার জন্য উদ্বেলিত গাঢ় মমতায় বক্ষে টানিয়া লইতেন তখন সরলা শোভনা বিস্ময়ে আকুল হইয়া ভাবিত ইনি কি যথার্থই নার্স ? নার্সের মন কি এত কোমল, এমন মমতা প্রবণ হওয়া সম্ভবপর ?

তিন দিন, তিন রাত্রি একই ভাবে কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিন জ্বরের প্রকোপ কমিল। পাঁচ দিন পরে সাধনা স্বাভাবিক ভাবে চক্ষু মেলিয়া চাহিল! দেখিয়া সকলের মনেই আশার সঞ্চার হইল।

ডাক্তার বলিলেন আরও ছুই দিন কাটিলে রোগীর জীবনের আশা করা যায়। ঈশ্বরেচ্ছায় সে ছুটী দিনও নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। সাত দিন পরে সাধনার সম্পূর্ণ জ্বর ত্যাগ হইল। চিকিৎসক প্রসন্ন মনে বলিয়া গেলেন রোগীর জীবন এখন নিরাপদ।

সাতাশ

মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়া যাইতে মিসেস্ দত্তর যেন কিছুতেই মন চাহিতেছিল না, কিন্তু তাহাদের মঙ্গলার্থে এখন তাঁহাকে যাইতেই হইবে আর অধিক দিন থাকিয়া এমন ভাবে মায়া বাড়াইলে শেষে আত্ম-গোপন করা দুষ্কর হইয়া পড়িবে. তাই বন্যার জীবন নিরাপদ হইতেই মিসেস্ দত্ত সেই দুটী দিনের পাওয়া স্নেহ-স্বর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

গুরু বেদনা ভারাক্রান্ত চিত্তে মিসেস্ দত্ত কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় শোভনা আসিয়া বলিল, "আপনি আজই যাওয়া স্থির করলেন নাকি মিস্ রায় ?"

মিসেস্ দত্ত তাঁহার প্রকৃত পরিচয় গোপন করিবার উদ্দেশ্যে এখানে মিস্ রায় নামে পরিচিতা হইয়াছিলেন। তিনি শোভনার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "হ্যাঁ মা ! আর তো আমার থাকার দরকার নেই, তোমার দিদি ঈশ্বর কৃপায় এখন আরোগ্য লাভ করেছেন, ভগবান্ আমার মুখ রক্ষা করেছেন। এখন আমি যেখান থেকে এসেছি, সেইখানেই ফিরে যাই আবার।"

কথাটা বলিবার সময় তাঁহার চক্ষু দুটী সজল হইয়া উঠিল। এ অল্প দিন আত্মজা দুটীর নিরবচ্ছিন্ন মমতাময় সঙ্গ লাভ করিয়া, স্নেহ সংস্পর্শ হীন শুষ্ক মরুময় হৃদয়ে মাতৃত্বের মধুর আস্বাদ পাইয়া অভাগিনী মিসেস্ দত্তর যেন নূতন জীবন লাভ হইয়াছিল।

তিনি অনুতাপ দগ্ধ ক্ষুব্ধ অন্তরে তখন কেবলই ভাবিতেছিলেন, এই মেয়ে দুটীর মুখ চাহিয়া, স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিয়া যদি তাঁহারই আশ্রয়ে পড়িয়া থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই মাতৃত্বের বিমল আনন্দ ও অধিকার হইতে তাঁহাকে তো কেহই বঞ্চিত করিতে পারিত

না। তিনি সব বুঝিয়াও কেন এমন নির্ব্বোধের মত কাজ করিলেন? স্বামীর উপর প্রতিশোধ তুলিতে গিয়া কেন নিজের ইহকাল পরকাল সমস্তই বিসর্জ্জন দিলেন?

মিসেস্ দত্তর মেঘাচ্ছন্ন কাতর মুখের পানে চাহিয়া শোভনারও চক্ষু দুটী ছল ছল করিয়া আসিল।

সে বুঝিতে পারিতেছিল না এই স্বল্প পরিচিতা নারী এই কয়েক দিনের মধ্যেই কেমন করিয়া কোন্ কুহক মন্ত্রবলে তাহাদের দুটী বোন্‌কে এমন অচ্ছেদ্য মায়া পাশে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

এই মিস্ রায়ের সহিত কি তাহাদের জন্মান্তরের কোনও সম্বন্ধ আছে? কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আর্দ্র কণ্ঠে সে বলিল, "আমার দিদি তো শুধু আপনার চেষ্টায় আপনার যত্নেই এ যাত্রা বেঁচে গেছেন মিস্ রায়! ডাক্তার আজ সেই কথাই বলছিলেন। সত্যি, একজন 'পর' যে এমন ভাবে প্রাণ মন দিয়ে সেবা করতে পারে, সেটা আমাদের ধারণাই ছিল না।"

পর?—হায় রে অদৃষ্ট! পৃথিবীতে যাহার তুলনাই হয় না, সেই পবিত্র নিঃস্বার্থ মাতৃস্নেহকে একজন নিষ্পরের করুণা মাত্র মনে করিয়া ইহারা সব বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়াছে!

মিসেস্ দত্তর মনে তখন প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল, সেই সজল-নয়না মমতাময়ী মেয়েটীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া একবার মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া বলেন,—"মাগো আমার! আমি তো তোদের পর নই,—আমি যে তোদের হতভাগিনী গর্ভধারিণী মা!"

অতি কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া তিনি যুক্তকরে গাঢ় গদ গদ কণ্ঠে কহিলেন, "সকলই সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা মা! তাঁর ইচ্ছা না হ'লে মানুষে কি করতে পারে? তাদের করবার শক্তিই বা কতটুকু? তবে করেছেন বটে ঐ নিশীথ,—আহা! কি চমৎকার ঐ ছেলেটী?—যেমন রূপ, তেমনি কি গুণ! তোমার বুঝি ওঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে মা?"

শোভনা একটু লজ্জিত হইয়া সঙ্কোচের সহিত বলিল, "হাঁ, তা' হয়েছিল বটে, কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কি মা? অমন স্বামী পাওয়া যে সব মেয়েরাই ভাগ্যের কথা মনে করে। তোমার জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যবল ছিল, যে অমন দেবতার মত স্বামী লাভ করছ। এ সুযোগ তুমি কখনই হেলায় হারিয়ো না মা!"

শোভনা নত নয়নে চুপ করিয়া রহিল। নিশীথের এই প্রশংসা-বাণীতে তাহার সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল, হৃদয়খানি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শোভনা নিশীথের সহিত বিবাহ বন্ধনে অস্বীকৃত হইলেও সেই একনিষ্ঠ ভক্ত পূজারীর আকাঙ্ক্ষাহীন নিষ্কাম নীরব পূজায় তাহার বিমুখ অন্তর, দিনে দিনে, ধীরে ধীরে সিক্ত নম্র ও ভক্তিপ্রেমে অবনত হইয়া পড়িতেছিল।

মিসেস্ দত্ত কন্যার লাজ-নম্র সুন্দর মুখখানির পানে স্নেহ-মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "নিশীথকে বিয়ে করতে তুমি অমত করো না মা,—আমার এই উপদেশ মনে রেখো,—আর তোমার দিদির—"

"বাহবা! মায়ে ঝিয়ে আলাপটা তো বেশ জমেছে!" বলিতে বলিতে নিখিল একটা দমকা হাওয়ার মতই সেখানে সহসা উপস্থিত হইল।

তাহার এই অতর্কিত আগমনে মিসেস্ দত্ত ও শোভনা দুই জনেই চমকিয়া উঠিল। নিখিলের মুখের কথা কয়টা শুনিয়া দুই জনেই ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হতবাক্ হইয়া রহিল। তাহার পর শোভনা নিখিলের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রুক্ষ স্বরে বলিল, "তোমার কি মস্তিভ্রম হয়েছে নাকি? কাকে কি বলছ?—ইনি যে মিস্ রায়—ন্যার্স——"

"ন্যার্স?" নিখিল ক্রুর হাসি হাসিয়া শ্লেষ জড়িত বিদ্রূপের সুরে বলিতে লাগিল, "বাবা! এরকম স্ত্রীলোকের দুটীপায়ে নমস্কার! এরি

মধ্যে আবার ভোল বদলান হয়েছে বুঝি? মিসেস্ দত্ত থেকে এবার মিস্ রায়!—অভিনেত্রী থেকে একেবারে নার্স? তা' নার্স হ'ন আর অভিনেত্রীই হ'ন, উনি তোমাদের পূজনীয়া মা ঠাকরুণ তো বটে? যাক্ ভালই হ'ল মাতৃহীনা তোমরা, এতদিনে আবার মা'র কোল পেলে।"

নিখিলের সেই আশ্চর্য্য কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বেচারি শোভনা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মিসেস্ দত্তর দিকে চাহিয়া রহিল। মিসেস্ দত্ত এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া নিখিলকে সম্বোধন করিয়া সরোষে কহিলেন, "কে গা তুমি? ভদ্রলোকের বাড়ীতে চোরের মতন ঢুকে এসে খামোখা উপদ্রব বাধিয়েছ?"

"ওঃ। আমাকে আপনি একটুও চেনেন না বুঝি? তা' এখন আর চিনবেন কেন?—যখন দরকার ছিল, তখন ছুটে ছুটে এসেছিলেন, এখন দুই দুই সোণার চাঁদ মেয়ে পেয়েছেন আর ভাবনা কি? ওদেরও কি এবার 'ষ্টেজে' নিয়ে যাবেন নাকি?"

নিখিলের সেই জঘন্য বিদ্রূপের উত্তরে শোভনা ক্রোধে অধীর হইয়া কি একটা শক্ত কথা বলিতে যাইতেছিল, সেই সময়ে সে দেখিতে পাইল, পাশের ঘরের দরজার কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে ম্লানমুখী সাধনা। নিখিলের সাড়া পাইয়া সে কোন্ সময় উঠিয়া আসিয়াছে, তাহা এতক্ষণ কেহই লক্ষ্য করে নাই।

সদ্য রোগমুক্তা সাধনার শক্তিহীন দুর্ব্বল দেহখানি বায়ু-তাড়িত বেতস পত্রের মত থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার দীর্ঘায়ত নির্নিমেষ নয়নের মর্ম্মভেদী আকুল দৃষ্টি নিখিলের মুখের উপর নিবদ্ধ। শোভনা তখন "ওমা দিদি যে! তুমি কেন উঠে এলে দিদি?" বলিতে বলিতে শশব্যস্তে সাধনার কম্পিত অবসন্ন দেহখানি ধরিয়া ফেলিল।

সাধনার সেই শক্তিহীন অসহায় অবস্থা, রোগ পাণ্ডুর কাতর মুখখানি দেখিয়া নিখিল তড়িৎস্পৃষ্টের মত চকিত হইয়া বলিল, "একি?

সাধনার এমন দশা হ'ল কেন ?"

"কেন আর ?—তোমার অনুগ্রহ !" রোষ দীপ্ত তীব্র দৃষ্টিতেনিখিলকে যেন বিদ্ধ করিয়া শোভনা রুদ্ধ আক্রোশে দন্তে অধর চাপিয়া সাধনাকে তাহার শয্যায় লইয়া গেল।

মর্ম্মাহত মিসেস্ দত্ত নিখিলকে তিরস্কার করিবার অভিপ্রায়ে ফিরিয়া দেখিলেন নিখিল সেখানে আর নাই।

সাধনাকে শয়ন করাইয়া আসিয়া শোভনা মিসেস্ দত্তকে বলিল, "দিদি আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

মিসেস্ দত্তর তখন বিবেক বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ ছিল না, তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া যন্ত্র-চালিতের মত ধীরে ধীরে গিয়া সাধনার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

সাধনা একান্ত আগ্রহে পার্শ্বোপবিষ্টা মিসেস্ দত্তর হাতখানি ধারণ করিয়া মিনতি করুণ কণ্ঠে কহিল, "আমাকে ঠিক করে বলুন— আপনি কে ? ঐ লোকটা এইমাত্র যা বলে গেল, তা' কি সত্যি ? সত্যিই কি আপনি আমাদের মা ?"

মিসেস্ দত্ত এবার মহা সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। দুঃখে অনু-শোচনায় তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। হায় ! অপত্যস্নেহের বশীভূত হইয়া মেয়েদুটীকে দেখিতে তিনি ছদ্মবেশে কেন আসিয়াছিলেন ? তাঁহার ঘৃণিত জীবনের কলঙ্ক কালিমা মাখাইয়া এই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র পবিত্র ফুল দুটীকে কেন মলিন করিতে আসিয়াছিলেন ?

মনে মনে নিজের দুর্ব্বুদ্ধিকে শত ধিকার দান করিয়া মিসেস্ দত্ত বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে বলিলেন, "আমি আগে একজন অভিনেত্রী ছিলুম, একথা সত্যি,—কিন্তু তাছাড়া আর যাহাই শুনলে সব মিথ্যে—নিছক মিথ্যে কথা। ও লোকটার সঙ্গে বোধ হয় তোমাদের কোনও রকম শত্রুতা আছে, তাই সময় বুঝে অপদস্থ করতে

এসেছিল। দেখলে না, মিথ্যে কথা ধরা পড়বার ভয়ে কেমন তাড়াতাড়ি চোরের মতন পালিয়ে গেল।"

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সাধনা একটা গভীর ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা হ'তে পারে, কিন্তু আমি যখন অসুখের সময় অঘোর হয়ে পড়ে থাকতুম, তখন ঠিক যেন মনে হ'ত, আমার শিয়রে বসে মা তাঁর জলভরা অনিমেষ চোখদুটী মেলে শুধু আমার মুখের পানেই চেয়ে আছেন। তাঁর সেই মমতা-মাখা-নরম হাতখানির স্নেহস্পর্শ যেন এখনও আমার সারা অঙ্গে মাখানো রয়েছে,—তিনি—"

বাধা দিয়া শোভনা বলিয়া উঠিল, "তিনি আর কেউ নয় দিদি—এই মিস্ রায়। ইনি তোমার অসুখের সময়ে যা করেছেন তা মা ভিন্ন বোধ হয় আর কেউ করতে পারে না। সেজন্যে আজ নিখিলের কথায়, আমার মনেও সন্দেহ হচ্ছে,—কিন্তু বাবার কাছে যে কতবার শুনেছি, আমরা খুব ছোট বয়সে মাতৃহীনা—মা'র মুখ, মা'র চেহারা আমার তো একটুও মনে নেই, তোমার কি কিছু মনে পড়ে দিদি ?"

সাধনা মাথা নাড়িয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "কিছু না। কি করেই বা মনে থাকবে ? শুনেছি আমার বয়সও তখন দু' বছরের বেশী হয় নি, অত অল্প বয়সের কথা কি মানুষের মনে থাকে ? কিন্তু একটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় দেখেছি শোভনা! মিস্ রায়ের সঙ্গে তোমার এমন চেহারার মিল হ'ল কেমন করে ? পিসীমাও সেদিন এই কথা বলছিলেন।"

"ঠিক বলেছ দিদি! ইনি নিশ্চয়ই আমাদের কাছে আত্ম গোপন করছেন। এঁর সঙ্গে আমাদের নিশ্চয়ই কোনও সম্বন্ধ আছে।"

মিসেস্ দত্ত শোভনাকে কোলের কাছে টানিয়া ছল ছল চক্ষে মমতার্দ্র গাঢ় কণ্ঠে কহিলেন, "সম্বন্ধ কিছুই নাই থাক্ মা, আমাকে

তোমরা মা বলেই মনে করো। সন্তানের মমতা কি তা আমি জানি না, কিন্তু তোমাদের দেখে পর্য্যন্তই এমন একটা মায়া জন্মে গেছে, যে তোমাদের ছেড়ে, যেতে আমার বাস্তবিকই বড় কষ্ট, হচ্ছে। এ জন্মে না হোক, গত জন্মে তোমরা নিশ্চয়ই আমার মেয়ে ছিলে মা!"

"জন্ম জন্মান্তরের কি সব কথা হচ্ছে আপনাদের?" নিশীথ হাস্য রঞ্জিত বদনে ঘরে ঢুকিল। তাহার হাতে একখানা চিঠি।

সাধনা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কার চিঠি নিশীথ?—তোমার বাবা লিখেছেন নাকি?"

"না,—পিসীমা কোথায় শোভনা?"

"পিসীমা তাঁর কি একটা জিনিস আনতে নন্দন প্রাসাদে গিয়েছেন, এখনি আসবেন।"

নিশীথ পত্রখানি সাধনাকে পড়িতে দিয়া বলিল, "সলিসিটার মশাই লিখেছেন আপনাদের কাকাবাবু নওসেরা থেকে শীঘ্রই ফিরছেন। দিন ঠিক করে এখনো লেখেন নি। তবে সেখান থেকে প্রমাণ পত্র যা পাঠিয়েছেন, তা' একেবারে অকাট্য। তিনি যে রাজা ওঙ্কার নাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

সাধনা বলিল "সন্দেহ তাঁকে আমি কখনই করিনি, অমন অমায়িক উদার চিত্ত লোক কি প্রতারণা করতে পারে?—তা'হলে এইবার আমাদের পুরী যাবার ব্যবস্থা করে দাও নিশীথ! কোন্‌দিন কাকাবাবু ঝপ্ করে এসে পড়বেন। আর আমার যাওয়া হবে না।"

নিশীথ ম্লান মুখে ক্ষুব্ধ হাস্যে কহিল "আপনার এ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কি কখনই টল্‌বে না সাধনা দিদি?"

"না ভাই! আমি আমার জীবন যাত্রার পথ ঠিক করেই নিয়েছি তবে আমার ভাবনা এই শোভনার জন্যে।"

একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া সাধনা ব্যথাভরা মৃদুকণ্ঠে কহিল, "নিশীথ! তুমি আমাদের জন্যে এত কষ্ট করলে, তার প্রতিদানে কিছুই দিতে পারলুম না, আমার মনে এই বড় দুঃখ রইল ভাই!"

নিশীথ ব্যথিত হইয়া বলিল, "কেন সাধনা দিদি! প্রতিদানে আমি আপনার স্নেহ পেয়েছি তো,—আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট।"

মিসেস্ দত্ত একটী সহানুভূতির নিশ্বাসত্যাগ করিয়া সাগ্রহে সাধনাকে বলিলেন, "তোমার বোন্‌টীকে এঁর হাতে সঁপে দাও না মা!—এমন সুপাত্র তুমি সহজে পাচ্ছ না। আমি এই কদিন দেখেই বুঝেছি।"

বাধা দিয়া নিশীথ বলিল, "সে আর হয় না মিস্ রায়! আমি বেশ করে ভেবে দেখলুম আমাদের মতন অবস্থার লোকের ও সব হাঙ্গামায় না যাওয়াই ভাল। এখনো নিজে উপার্জ্জনক্ষম হইনি, ঐ এক বুড়ো বাপের ভরসা—" নিশীথ কথাটা শেষ করিতে পারিল না, তাহার দৃষ্টি যুগপৎ শোভনার দিকে আকৃষ্ট হইল।

সেই আনত সুন্দর মুখখানি যেন কি এক অতর্কিত গুরু বেদনায় শীতের হিম সঙ্কুচিত গোলাপের মত ম্লান বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে নিশীথের অযাচিতে পাওয়া প্রেম অনুরাগ শোভনা এতদিন শুধু প্রত্যাখ্যান করিয়াই আসিয়াছে, সেই নিশীথের আজিকার এই অনাসক্তি ও অনাগ্রহের ভাব তাহাকে অন্তরে অন্তরে ব্যথিত ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরের গোপন প্রেম উৎস, বিরাগ বিরক্তির ক্ষুদ্র ব্যবধানটুকু সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া, পাষাণ বক্ষ-বিদারী স্নিগ্ধ নির্ঝরিণী ধারার মত উৎসারিত হইয়া উঠিল।

মিসেস্ দত্ত নিশীথের কথায় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "সে কি কথা বাবা? তোমার মতন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ছেলের জীবনে উন্নতি করতে কতক্ষণ? আমি বল্‌ছি, তুমি সংসারে একজন মানুষের মত মানুষ হবে।"

নিশীথ ক্ষুব্ধহাস্যে কহিল, "আপনি আমাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেছেন তাই একথা বলছেন, কিন্তু সবাই তো তা দেখ্‌বে না? যাক্‌, এখন ও সব বাজে কথা থাক। দেখুন সাধনা দেবী!"

"না ভাই! দিদি বল, তোমার মুখের ঐ সম্বোধনটুকু আমার বড়ই মিষ্টি লেগেছে। গত জন্মে তুমি নিশ্চয়ই আমার মায়ের পেটের ভাই ছিলে, কিন্তু এ জন্মে তোমাকে আপনার বলে পেয়েও পেলুম না এই বড় আপশোষ রইল।" বলিতে বলিতে সাধনার দীর্ঘায়ত আঁখি দুটি অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া উঠিল।

নিশীথ এবং মিসেস্ দত্তর চক্ষুও তখন নিতান্ত শুষ্ক রহিল না। শোভনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া টেবিলের উপরকার ঔষধের শিশিগুলি অনর্থক নাড়া চাড়া করিতেছিল, সেজন্য তাহার মুখের ভাব দেখিতে পাওয়া গেল না।

কিয়ৎক্ষণের জন্য সকলেই নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নিশীথ কহিল, "সাধনা দিদি! আমি আপনার সঙ্গেই যাব মনে করেছি, অনেক দিন এসেছি, বাবা উতলা হয়েছেন। আর এখানে আমার পড়ে' থাকবার তো কোনও দরকার দেখি না এখন। তার চেয়ে আপনার সঙ্গে গেলে সেখানে আপনাদের সব বন্দোবস্ত করে' দিতে পারব, তা ছাড়া সেখানে নিখিলদা—"

শোভনা এতক্ষণ পরে কথা কহিল, বলিল "সে যে এখানেই এসেছিল।"

নিশীথ চমকিত হইয়া বলিল, "এখানে? কখন্?"

"এইমাত্র।"

মিসেস দত্ত বলিলেন, "হাঁ৷ বাবা! সে লোকটা কে তা' জানি না, এইমাত্র বাড়ী চড়াও হয়ে এসে মহা হাঙ্গামা বাধিয়ে গেছে। বলে কিনা আমি এ মেয়ে দুটীর গর্ভধারিণী! ওর সঙ্গে বুঝি তোমাদের কোনও শত্রুতা আছে?" মিসেস্ দত্ত সঙ্গে সঙ্গে শোভনা ও সাধনার

অলক্ষিতে চক্ষু টিপিলেন।

সেই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া নিশীথ বলিল, "হ্যাঁ, ও লোকটা আমাদের জ্বালাতন করে' মেরেছে মিস্ রায়! ওর হাত থেকে যে কি করে' নিষ্কৃতি পাব তা' বলতে পারি না।"

মিসেস্ দত্ত আর কাল বিলম্ব না করিয়া সেই দিনই বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ভয় হইতেছিল, হতভাগা নিখিল আবার কোন্ সময়ে আসিয়া অনর্থ বাধাইয়া তুলিবে। যাইবার সময় মেয়ে দুটীকে তিনি বিস্তর আদর ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। নিশীথকে হাতে ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিয়া গেলেন সে যেন শোভনাকে গ্রহণ করে, এবং সাধনাকেও উপযুক্ত সৎপাত্রে সমর্পণ করিতে চেষ্টা করে।

আটাশ

নিশীথ মনে করিয়াছিল, শোভনার এখনকার অভিভাবক রাজা অম্বুজনাথ ফিরিয়া আসিলেই সে পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া শোভনার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে, অন্ততঃ কথাটা পাকাপাকি করিয়া রাখিবে। কিন্তু শোভনার হাব ভাব বাক্যে আচরণে এ পর্য্যন্ত আশার আভাস মাত্র না পাইয়া তাহার হতাশ ক্ষুব্ধ প্রেম কোমল চিত্ত ক্রমশঃ বিমুখ, কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে মনে স্থির করিল, এবার পুরীতে গিয়া কেবল সাধনার স্নেহানুরোধেই বন্ধুভাবে তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবে, তদ্ভিন্ন আর কোনও প্রত্যাশা, কোনই সংশ্রব সে রাখিবে না।

নিশীথের আন্তরিক যত্নে চেষ্টায় সাধনা শীঘ্রই একটু সবল হইয়া উঠিল এবং তাহাদের পুরী গমনের উদ্যোগ আয়োজন হইতে লাগিল। সাধনার এই অনির্দ্দেশ যাত্রা, এই সাধ করিয়া হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া যাওয়াটা হরমোহিনীর একটুও মনঃপূত হয় নাই। ব্যাপারটা তিনি অন্য রকম বুঝিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেছিলেন নন্দনপুরের সর্ব্বেশ্বরী হইতে না পারার দুঃখই সাধনার এই বিরাগের প্রধান কারণ। তিনি সাধনাকে নিরস্ত করিবার জন্য বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি না বুঝে বড় ভুল করছ মা! তোমার কাকার কাছে তুমি কখনই অযত্ন পাবে না। আর এ বয়স তো তোমাদের তীর্থধর্ম্ম করবার নয়,—কত রকম বিপদ্-আপদ্ আছে, নিখিলের বাড়ীও সেইখানে—"

নিখিলের নামে সাধনার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে উত্তেজিত স্বরে কহিল, "আমি আর কাউকে ভয় করি না পিসিমা!—নিজে শক্ত থাকলে কেউ কিছু করতে পারে না, এই নতুন আশ্রয় না পেলে আমাদের এতদিন সেইখানেই থাকতে হ'ত তো?—তবে তুমি যদি না যেতে চাও—"

"মহাভারত! তা'ও কি হয়? আমি যে তোমাদের জন্যেই এখানে এসেছিলুম মা!—এখন তোমাদের বিয়ে খাওয়া না দিয়ে তো ছাড়তে পারবনা।" বাস্তবিক নিঃসন্তান হরমোহিনীর এই মেয়ে দুটীর উপর একটা মমতা বসিয়া গিয়াছিল। তিনি সাধনাদের সঙ্গে যাওয়াই স্থির করিয়াছিলেন।

সাধনার শরীর তখনও দুর্ব্বল, তাই যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন সমস্তই করিতেছিল শোভনা। তাহার কাজের ব্যস্ততার মধ্যে এক সময় ফাঁক পাইয়া নিশীথ রহস্যচ্ছলে বলিল, "দিদির সঙ্গে পালিয়ে তো যাচ্ছ, কিন্তু তোমার কর্ম্মভোগ যে এখনো ফুরোয় নি শোভনা!"

শোভনা তখন একটা বড় ট্র্যাঙ্কে কাপড় গুছাইয়া রাখিতেছিল। নিশীথের কথায় সে একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে আবার কি?"

"আমি যে তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।"

"তাতে কি হয়েছে?"

"কিছু হয়নি?" শোভনার মুখের দিকে সাগ্রহ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া নিশীথ বলিল, "আচ্ছা শোভনা! তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি, আমার এই উপযাচক হয়ে তোমাদের সঙ্গে 'নেজুড়' হয়ে যাওয়ার জন্যে তুমি আমাকে মনে মনে অভিসম্পাত করছ নাকি? কিন্তু আমি তোমাকে অভয় দিচ্ছি শোভনা! আর বেশী দিন তোমাকে জ্বালাতন করব না।"

উত্তরে শোভনা কিছুই বলিল না। সে তখন হাঁটু পাতিয়া বসিয়া আকণ্ঠ পরিপূর্ণ ট্রাঙ্কের ঢাকনাটা সজোরে চাপিয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। নিশীথ বলিল "উহুঁ, ও তোমার কাজ নয়, সরো, আমি বন্ধ করে' দিই।"

শোভনা সরিল না, ট্রাঙ্ক ছাড়িয়া হাত গুটাইয়া সেইখানে বসিয়া রহিল। নিশীথ তাহার পাশে বসিয়া ট্রাঙ্কের উপর সজোরে চাপ দিতেই ট্রাঙ্ক বন্ধ হইয়া গেল। দুজনে তখন এত কাছাকাছি যে শোভনার

আলুলায়িত কুঞ্চিত অলকদাম নিশীথের বাহুমূল স্পর্শ করিতেছিল। তাহার অতি কোমল মৃদু নিশ্বাসটুকু পুষ্প সুরভির মত নিশীথের অঙ্গে আসিয়া লাগিতেছিল। একটা উচ্ছ্বসিত মর্ম্মভেদী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিশীথ স্পন্দিত বক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "ভয় নেই শোভনা! আমি তোমাদের সাগর কুটীরে পৌঁছে দিয়ে, সেখানকার সব বন্দোবস্ত করে দিয়েই এবার ছুটী নেব!" তাহার কণ্ঠস্বরে ব্যথা ও অভিমান যেন উথলিয়া উঠিতেছিল।

শোভনা তখন হেঁট হইয়া ট্রাঙ্কে কুলুপ আঁটিতেছিল। সে মুখ না তুলিয়াই ধরা গলায় মৃদুস্বরে বলিল, "কোথায় যাবে?"

"যেখানে নিয়তি নিয়ে যায়!"

"কিন্তু আমি যদি তোমাকে না যেতে দিই, আমি যদি তোমাকে ধরে রাখি, তাহলে—"

শোভনার সেই কথায় ও কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া নিশীথ রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "তুমি আমাকে ধরে' রাখবে শোভনা? কিন্তু কি অধিকারে?"

শোভনা আরও কাছে সরিয়া আসিল। তাহার পর অশ্রুপ্লাবিত করুণ মুখখানি নিশীথের মুখের দিকে তুলিয়া সে করযোড়ে কম্পিত আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "সেই অধিকারটুকু তুমি দাও আমাকে,—আমি আমার দেবতাকে এতদিন চিনতে পারিনি, তাই পূজা না করে' শুধু অবহেলাই করেছি। কিন্তু এখন আমার এ অজ্ঞানকৃত অপরাধ তুমি ক্ষমা করবে নাকি?"

সেদিন শান্তিকুঞ্জে আনন্দের স্রোত বহিল। সাধনা নিশীথ ও শোভনার বিবাহ পর্য্যন্ত যাত্রা স্থগিত রাখিল। অমূল্যনাথ যথা সময়ে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই শোভনার বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল প্রথমে জ্যেষ্ঠা সাধনার বিবাহ

হয়, কিন্তু সাধনা তাহাতে সম্মত হইল না। অগত্যা জ্যেষ্ঠার অনুমতি লইয়া কনিষ্ঠা শোভনার বিবাহ হইয়া গেল।

ভগিনীর বিবাহের পর সাধনাকে আর কিছুতেই নন্দনপ্রাসাদে ধরিয়া রাখা গেল না। সে পিতৃব্যের চরণে ধরিয়া কাকুতি মিনতি করিয়া পুরীধামে সাগরকুটীরে ফিরিয়া গেল। সেখানে আসিয়া সে এবার একটা নূতন আশ্চর্য্য বস্তুর আবিষ্কার করিল। সে তাহার মৃত পিতার পুরাতন ডায়েরীর ছেঁড়া কয়খানি পাতা।

তাহা পাঠ করিয়া সাধনা তাহার পিতার পূর্ব্ব জীবনের অপ্রকাশিত গোপন ইতিহাস অধিকাংশই জানিতে পারিল। তাহাদের জননী যে তখনও জীবিতা, আর, তিনিই যে মিস্ রায়ের ছদ্ম নামে দেখা দিতে আসিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সাধনার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সেই দুর্ভাগিনী লাঞ্ছিতা নারী, যিনি ছদ্মবেশে চুপি চুপি আসিয়া, মাতৃহৃদয়ের গোপন স্নেহ মমতা ও নীরব সেবা যত্ন অযাচিতে দান করিয়া, সাধনাকে তার জীবন-সঙ্কটে বাঁচাইয়া তুলিয়া গোপনেই চলিয়া গিয়াছেন, সেই পতিপরিত্যক্তা চির অভাগিনী জননীর প্রতি সমবেদনা ও কৃতজ্ঞতায় সাধনার অন্তর পরিপূর্ণ, নয়ন অশ্রু-বারিতে সিক্ত হইয়া উঠিল। শোভনার প্রতি বিরাগের প্রকৃত কারণও সে এখন জানিতে পারিল। কারণ ডায়েরীর একাংশে লেখা ছিল—"ভুল! ভুল! ভুল! আমার জীবনটা আগাগোড়াই ভুল! ভুল ভ্রান্তি মানুষ মাত্রেরই পদে পদে হয় বটে, কিন্তু আমার মতন জীবন ভরা ভুল বোধ হয়, এ সংসারে কেউ কখনো করেনি!

"শৈশবে মাতৃহীন, স্নেহের কাঙাল আমি,—পিতার কাছে মায়ের আদর মমতা পাবার প্রত্যাশা করেছিলুম,—সেটা একটা ভুল নয় কি?—মা,—ক্ষমাময়ী,—মমতাময়ী সর্ব্বংসহা জননী!—তার সঙ্গে কি পিতৃস্নেহের তুলনা হয়? তার পর তরুণ বয়সে উন্মাদ যৌবনের

আকণ্ঠ অদম্য বাসনার তৃষা নিয়ে অলীক মৃগ তৃষ্ণিকার উদ্দেশ্যে ছুটোছুটি করে' নিজেকে ধ্বংশের মুখে টেনে নিয়ে যাওয়া, সুখ সম্পদ ভরা গৌরবের জীবন, সৌভাগ্যের অত্যুচ্চ শিখর হতে জোর করে' টেনে ফেলে পথের ধূলায় লুটিয়ে দেওয়া, এত বড় বিষম ভুল এ জগতে ক'জন করতে পারে?—যা কেউ করতে পারে না, আমি তাই করেছি। তারপর আবার একটা ভুল,—বিবাহ। আমার ছন্ন-ছাড়া হতভাগ্য জীবনের মাঝখানে টেনে এনে আর এক সুখের পিয়াসী তরুণীর আশা আকাজ্ক্ষা ভরা তরুণ জীবন এভাবে নষ্ট ব্যর্থ করে দেবার আমার কি অধিকার ছিল?—ভ্রান্তি! ভ্রান্তি!—আমার জীবনে আছে শুধু ভ্রান্তি!—আর কিছু নয়!—

"আঃ! সব ভুলের চূড়ান্ত ভুলও এবার হয়ে গেল! অশান্ত জীবনে শান্তি পাবার আশায় যাকে একদিন ফুলের মালার মত যত্ন করে, আদর করে কণ্ঠে ধারণ করেছিলুম, যে আমাকে তা'র রূপ যৌবন, প্রেম ভালবাসা নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে, আন্তরিক সেবা যত্ন ও ঐকান্তিক মঙ্গল কামনা দিয়ে আমাকে নিরন্তর সুখে, নিরাপদে রাখতে চেষ্টা পাচ্ছিল। তাকেই আমি কিনা শেষে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনের মত দারুণ অবজ্ঞায় হতাদরে দূরে টেনে ফেলে দিলুম!—নিরপরাধিনীকে কঠিন শাস্তি দিয়ে,—ক্ষমা প্রার্থিনীকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের অপরাধের বোঝা গুরুতর করে' তুললুম!—কেন?—

"রাজা রামচন্দ্র পতিব্রতা গর্ভবতী ভার্যাকে ত্যাগ করেছিলেন প্রজারঞ্জনার্থে,—কিন্তু আমি আমার সন্তানের জননী অন্তঃসত্ত্বা অনুরক্তা পত্নীকে বিসর্জ্জন দিলুম কেন?—শুধু একটা ভুলের ঝোঁকে!

"সে যখন তার শিশিরঝরা ফুলের মতন সুন্দর অশ্রুভরা মুখখানি আমার পায়ের উপর রেখে ক্ষমা চেয়ে কাতর করুণ সুরে বললে,—"ওগো! আমাকে তুমি ক্ষমা করো, আমাকে তুমি যদি এখন ক্ষমা ন

দাও, তুমি যদি পায়ে ঠেলো, তা হ'লে এ জগতে আমার আর স্থান কোথায়?" তখন সেই বুকফাটা কাতর প্রার্থনায় আমি কেন কর্ণপাত করলুম না? আমার বুকের ধনকে পায়ে না ঠেলে কেন তখনি বুকে তুলে নিলুম না!—আঃ! এমন সাংঘাতিক ভুলও কি মানুষে করে?

"তারপর তার শেষ দান—শোভনা।—আহা! দেবতার নির্ম্মাল্যের মত নিষ্পাপ পবিত্র সুন্দর শোভনা!—স্ত্রীর উপর রাগ করে', তার চরিত্রে সন্দিহান হ'য়ে নিজের ঔরসজাত সন্তানের প্রতি অবিচার করলুম কেন?—শুধু একটা ভুল সন্দেহ, ঘৃণিত সন্দেহের বশীভূত হ'য়ে, আর কিছুই নয়! অভাগী নির্দ্দোষী বালিকা তার বাপের কাছে পেয়েছে শুধু ঘৃণা আর অবহেলা, তা ছাড়া আর কিছুই সে পায়নি তো! আহা!—মাতৃস্নেহে বঞ্চিতা মেয়ে দুটী যখন বাপের আদর পাবার প্রত্যাশায় আমার কাছে এক সঙ্গে ছুটে আসে, তখন বেচারি শোভনা,—শুক্‌নো ম্লান মুখখানি নিয়ে নিরাশ হ'য়ে ফিরে যায়!—আমার কাছে অকারণে তিরস্কৃত হয়ে সে শুধু ছল ছল চোখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে —জানে না তার পাষণ্ড পিতা সব জেনে বুঝে সন্তানের উপর অবিচার করছে, শুধু একটা অলীক ভ্রান্তির বশে।

"হে ভগবান্! তুমি তো অন্তর্য্যামী তুমি তো জানো, অনুতাপের তুষানলে নিশিদিন কি অন্তর্দাহ ভোগ করছি আমি,—কিন্তু আমার জীবন-ভরা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত এখনও হয়নি কি?—এখনও কি—"

নিখিল সেই হইতে নিরুদ্দেশ। পুরীতে আসিয়াও নিশীথ তাহার সন্ধান পাইল না।

অখিলনাথ নন্দনপুরে ফিরিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী দুটীকে দেখিতে না পাইয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলেন এবং তাহাদের ফিরাইবার জন্য সাগর কুটীরে স্বয়ং উপনীত হইলেন, কিন্তু সাধনা কিছুতেই সম্মত হইল না। অগত্যা

শোভনার শুভ পরিণয় কার্য্য অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া অম্বুজনাথ তাঁহার মনঃক্ষোভ নিবারিত করিলেন। বিবাহের পর শোভনা কখনও পুরীতে, কখনও নন্দন প্রাসাদে বাস করিয়া স্বামীসহ মনের সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিল। অম্বুজনাথ দত্তবংশের উপাধি ও সম্পত্তি রক্ষার ভার অনিচ্ছায় গ্রহণ করিলেও নিজের জন্য জমিদারীর আয় হইতে এক কপর্দ্দকও লইতেন না, শোভনা ও সাধনাকে দিয়া যাহা উদ্‌বৃত্ত থাকিত সমস্তই সৎকার্য্যে ব্যয়িত করিতেন।

তাঁহার মত সদাশয় ন্যায়বান জমীদারের অধীনে থাকিয়া প্রজারা নন্দনপুরে রামরাজ্যের মত সুখে বসবাস করিতে লাগিল।

দীন দুঃখী আতুর অভাবগ্রস্থ নিত্য হাত তুলিয়া তাহাদের পরম দয়ালু দীনবান্ধব রাজা অম্বুজনাথকে আশীর্ব্বাদ করিত।

কুমারী সাধনা পিতৃ সঞ্চিত অর্থে ও পিতৃব্যের সাহায্যে পুরীতে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করিল।

এতদ্ভিন্ন লাঞ্ছিতা, নির্য্যাতিতা নারীদের জন্য একটি আশ্রমও সে প্রতিষ্ঠা করিতেছিল।

মিসেস দত্ত রাজা অম্বুজনাথ প্রদত্ত অর্থে পুণ্যস্থান কাশীধামে তাঁহার শেষ জীবন নিশ্চিন্তে ও শান্তিতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কাশীশ্বর বিশ্বনাথ দয়া করিয়া তাঁহাকে শীঘ্রই মুক্তিদান করিলেন। একদিন মিঃ চ্যাটার্জ্জীর প্রেরিত ইন্‌সিওর রেজেষ্ট্রী মিসেস দত্তর মৃত্যু সংবাদ লইয়া ফেরত আসিল। মিঃ চ্যাটার্জ্জী এ সংবাদ সাধনা ও শোভনার কাছে গোপন রাখা সমীচীন বোধ করিলেন না। দুই ভগিনী তাহাদের দুটীদিনের পরিচিতা দুর্ভাগিনী জননীর জন্য নিভৃতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল।

ঊনত্রিংশ

দুই বৎসর কালের প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সংসারে অনেকের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শোভনা এখন সন্তানের জননী, তাহার ছয় মাসের শিশু সরোজ নাথই এখন নন্দনপুর ষ্টেটের ভাবী জমিদার। পিতামহ অম্বুজনাথের সে যেন কণ্ঠহার, নয়নের পুতলী হইয়া উঠিয়াছে; সেজন্য শোভনা ও নিশীথকে বেশীর ভাগ নন্দন প্রাসাদেই বাস করিতে হইত। নিশীথের পিতা উমাকান্তবাবুর সহিত রাজা অম্বুজনাথের বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল, বেহাইয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁহার পুরীবাস এখন প্রায় ঘটিয়াই উঠিত না। কিন্তু নিখিলের আর কোনই উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। সাধনার মনেরও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। সে চির কৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং পিতৃব্যের সৎকার্য্যের সহকারিণী হইয়াই অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে সংকল্প করিয়াছে। সে সংকল্প হরমোহিনী, অম্বুজনাথ কেহই বিচলিত করিতে পারিলেন না। তাহার সংসার ধর্ম্মে এই বীতরাগের প্রকৃত কারণ জানিত শুধু শোভনা ও নিশীথ। সাধনা প্রতারক নিখিলেশকে তখনও ভুলিতে পারে নাই, বুঝি এ জীবনে কখনো পারিবেও না। অক্লান্ত, অভ্রান্তভাবে কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া সাধনা তাহার মনকে নিখিলের চিন্তা হইতে বিরত রাখিতে সর্ব্বদা প্রয়াস পাইত, চিত্তবৃত্তি শান্ত সংযত করিবার জন্য বিধবা হরমোহিনীর সহিত সেও বৈধব্যের আচার নিয়ম পালন করিতেছিল, কিন্তু তথাপি তাহার সকল যত্ন, সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল। দিনের পর দিন নিখিলের চিন্তা,—নিখিলের স্মৃতি, সাধনার নিঃসঙ্গ জীবনের সহিত যেন আরও নিবিড়তর হইয়া একেবারে ওতোপ্রোত ভাবে জড়াইয়া ধরিতেছিল।

সারাদিন নানাকাজে ব্যস্ত ব্যাপৃত থাকিলেও রজনীর নিভৃত অবসরে, যখন সমগ্র বিশ্ব চরাচর অবিচ্ছিন্ন গাঢ় সুপ্তিঘোরে নিমগ্ন হইয়া গভীর নীরবতায় স্তব্ধ হইয়া পড়িত, তখন নিখিলের ধ্যানে বিভোরা বিনিদ্রা সাধনা যেন নিখিলকেই জাগিয়া স্বপন দেখিত।

নিখিলের কথা, নিখিলের স্বর, নিখিলের রূপ, তখন যেন সারা নিখিলময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। সেই অনাগতের আসার আশায় ব্যাকুল উন্মুখ হইয়া গভীর নিশীথ রাত্রিতে সাধনা কতবার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিত। চকিত উৎকর্ণ হইয়া সে কতবার শিয়রের দিক্‌কার বাতায়নটী উন্মুক্ত করিয়া যে পথ দিয়া পূর্ব্বে নিখিল সদা সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। সেই পথের পানে অপলকে চাহিয়া অধীর আগ্রহে তাহারই প্রতীক্ষা করিত। নির্জ্জন পথের উপর বৃক্ষান্তরাল হইতে পতিত শুভ্র জ্যোৎস্না রেখা দেখিয়া সাধনার কতবার ভ্রম হইত যেন সে আসিতেছে! শুষ্ক বৃক্ষপত্র পতনের মৃদু শব্দটুকুকে তাহারই সতর্ক পদধ্বনি মনে করিয়া সাধনা কতবার শিহরিয়া চমকিয়া উঠিত। শব্দহীন নিস্তব্ধ রাত্রে, অশ্রান্ত সাগর সঙ্গীতের গভীর মধুর রাগিণীতে সে যেন তাহার ধ্যানের দেবতা নিখিলেরই আহ্বান-ধ্বনি শুনিতে পাইত।

এমনি করিয়া নিষ্ঠুর শঠ নিখিলের ব্যথাভরা স্মৃতি লইয়াই সাধনার এখন দিন কাটিতেছিল। হরমোহিনী মেয়েটিকে এই যৌবনে যোগিনী-বেশ ধারণ করিতে দেখিয়া আন্তরিক দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু বুঝাইয়া পড়াইয়া কিছুতেই তিনি সাধনার মনের গতি ফিরাইতে পারিতে-ছিলেন না। তথাপি সাধনাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক রাখিতে তিনি সাধ্যমত প্রয়াস পাইতেন।

সাধনা সাগরবক্ষে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিতে বড় ভালবাসিত। তাই সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর অপরাহ্নের সময়ে সে প্রায় নিত্যই হর-মোহিনীর সহিত সমুদ্রতীরে বেড়াইতে আসিত

সেদিন সারা দিনমানই আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না। মেঘের পর মেঘ আসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। হরমোহিনী আসন্ন ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া সাধনাকে বলিলেন "চল মা! আমরা এই বেলা বাড়ী ফিরে যাই, ঝড় বৃষ্টি এলো বলে।'

সাধনা তখন সেই ঘনায়মান মেঘ ছায়ায় বিবর্ণ বিমলিন বারিধির গাঢ় নীল স্ফীত বক্ষের পানে অনিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতেছিল তাহার জীবন্ আরাধ্য নিখিলের কথা। তাহার প্রাণের নিখিল, নিষ্ঠুর নিখিল সে কি সত্যই আর ফিরিবে না! এত দিন, এই সুদীর্ঘ দুই বৎসর কাল সে যে কোথায় আছে, কেমন আছে, সাধনা যে তার কিছুই জানিতে পারে নাই। কি জানি সে এখনও বাঁচিয়া আছে কি না! শেষের কথাটী মনে করিতেই সাধনার সাগরের মত নীল প্রশান্ত নয়ন দুটী অশ্রু জলে ভরিয়া উঠিল।

হায় প্রেম! ধন্য তোমার শক্তি! ধন্য তোমার মহিমা! যাহার হৃদয়হীন নিষ্ঠুরাচরণে সাধনা তাহার ঐহিক সুখে জন্মের মত বঞ্চিত হইয়াছে, সেই প্রবঞ্চক অপ্রেমিক নিখিলের জন্য তাহার প্রাণে এখনও এত ব্যথা এত ব্যাকুলতা জাগিয়া আছে? হরমোহিনী অন্যমনা সাধনাব গায়ে হাত দিয়া পুনরায় বলিলেন "উঠ মা! আর দেরি করোনা, ঐ দেখ, দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে গেল।" সাধনা তখন চমক ভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া পড়িল। ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কায় তাহারা সাধ্যমত দ্রুত পদে চলিতে ছিল, চলিতে চলিতে একস্থানে সাধনা কি জানি কি দেখিয়া সহসা চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল পার্শ্ববর্ত্তী তালতরুর অন্তরালে দাঁড়াইয়া কে একজন পুরুষ, তাহারই দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে সে মূর্ত্তি ভাল দেখা গেল না, কিন্তু যতটুকু দেখা গেল, তাহাই যথেষ্ট। সে লোক আর কেহ নহে, সাধনার চির পরিচিত, আরাধনার ধন, নিখিলেশ! কিন্তু কি শীর্ণ বিবর্ণ ম্লান মুখশ্রী

তাহার, নিষ্প্রভ আর্ত্ত নয়ন দুটীতে কি করুণ মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টি! এ কি সেই নিখিল? না তাহারই প্রেতাত্মা? সাধনা আর চলিতে পারিল না, বজ্রাহতের মত সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে একবার ডাকিতে চেষ্টা করিল 'নিখিল'! কিন্তু কথাটা মুখ হইতে বাহির হইল না, শুধু একটা কাতর অস্ফুট শব্দ বাহির হইল মাত্র। হরমোহিনী সাধনার দ্রুত গতির অনুসরণ করিতে না পারিয়া একটু পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। এখন সাধনাকে তদবস্থায় দেখিয়া তিনি "কি হয়েছে মা?—ভয় পেলে নাকি?" বলিয়া সেখানে শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিলেন। ততক্ষণ নিখিলের সেই ক্ষণদৃষ্ট মূর্ত্তি বাস্তবিক কোন্ অশরীরী আত্মার মত কি জানি কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, সাধনা আর দ্বিতীয়বার তাহাকে দেখিতে পাইল না। হরমোহিনী অবসন্ন কম্পিত কলেবরা সাধনাকে লইয়া অতিকষ্টে ঘরে ফিরিলেন। সাধনা নিখিলের কথা পিসীমাকে বলিল না। সেদিন নিখিলের আগমন প্রতীক্ষায় সে সারানিশি ব্যগ্র ব্যাকুল আগ্রহে উৎকর্ণ হইয়া জাগিয়া রহিল। কিন্তু কোথায় নিখিল? শুধু ঝড় বৃষ্টি ও উন্মাদ অশান্ত সাগরের অশ্রান্ত হু হু গর্জ্জন ভিন্ন আর যে কিছুই শোনা যায় না! রজনী শেষ হইয়া আসিল। মোহাবিষ্টা সাধনা তখন হতাশ হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত কাতর চিত্তে "তবে কি তুমি আর সত্যই এ পৃথিবীতে নেই? শুধু একবার চোখের দেখা দিতেই এসেছিলে?"—বলিতে বলিতে গভীর অবসাদে মূর্চ্ছাহতার মত শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িল।

সেই ঘটনার পর সাধনা যেন আরো উদাস ও উন্মনা হইয়া উঠিল, তাহার আর কোনও কাজেই আগ্রহ বা উৎসাহ দেখা যাইত না। মনের সহিত শরীরও যেন দিনদিন ক্ষীণ শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছিল। শোভনা তখন নন্দনপুরে। হরমোহিনী সাধনার ভাব গতিক দেখিয়া শঙ্কিত-চিত্তে কহিলেন, "এখানে থেকে আর কাজ নেই মা!—চল তোমাকে

তোমার কাকার কাছে নিয়ে যাই, দিনের দিন তোমার যে দশা হচ্ছে, আমার তো ভয়ে প্রাণ উড়ে যাচ্ছে।"

কিন্তু সাধনা তাঁহার সে প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিল, বলিল "তোমার ভয় নেই পিসিমা! আমি এখনি মরছি না, তবে যতদিন বেঁচে আছি, আমাকে এইখানেই থাকতে দাও। আর কোথাও আমি যেতে পারব না।" সাধনা এখন বুকভরা আশা ও আগ্রহ লইয়া সব কাজ ফেলিয়া সন্ধ্যার অনেক আগেই সমুদ্র সৈকতে উপস্থিত হইত, এবং যেখানে সেদিন নিখিলকে দেখিতে পাইয়াছিল সেইখানটিতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তৃষিত ব্যাকুল নয়নে তাহার আশাপথ চাহিয়া থাকিত, কিন্তু কই,—নিখিলের দেখা আর তো এক নিমেষের তরেও মিলিল না!—তবে কি সাধনা সেদিন যাহাকে দেখিয়াছে সে নিখিল নয়?—তাহারই অপরিতৃপ্ত অদেহী আত্মা?—অথবা সাধনারই দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়াছিল? সাধনা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না, সে দিনে দিনে অধীর হতাশাস হইয়া পড়িয়াছিল।

শুক্ল পক্ষের সন্ধ্যা, আকাশে মেঘের লেশমাত্র ছিল না। নির্ম্মল গগনের এক প্রান্ত হইতে সপ্তমীর বাঁকা চাঁদখানি ধীরে ধীরে উঁকি মারিতেছিল। সেই মৃদু স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে সন্ধ্যায় ধীর সমীর সঞ্চারিত প্রশান্ত জলধি, এক অপরূপ, অভিনব শোভা ধারণ করিয়াছে। পিসি-মার শরীর সেদিন ভাল ছিল না, তাই সাধনা একাই আসিয়াছিল। নির্জ্জনে সাগর সৈকতে অল্পক্ষণ বেড়াইয়াই সাধনা তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিতেছিল। এমন সময় কিসের একটা শব্দ শুনিয়া সে থমকিয়া গতি স্থগিত করিল। পরিচিত প্রিয়কণ্ঠে কে যেন ডাকিল "সাধনা।" সাধনা চকিতে ফিরিয়া দেখিল নিখিলেশ! এবার ভ্রম নয়, স্বপ্ন নয়, স্ফুট জ্যোৎস্নালোকে সাধনা স্পষ্ট দেখিতে পাইল নিখিল তাহার কাছেই দাঁড়া-ইয়া আছে। সাধনার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সে "নিখিল তুমি"! সত্যই,

কি তুমি ?” বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া সেইখানে পড়িয়া যাইতে-ছিল; নিখিল তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিল। সাধনার সংজ্ঞাহারা শিথিল দেহলতা সযত্নে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া অনুতপ্ত হতভাগ্য নিখিল সেই বালুকাময় নির্জ্জন সাগর সৈকতে বসিয়া পড়িয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সেই প্রেমময়ী, আনন্দময়ী সাধনার সে আজ এ কি দশা করিয়াছে ?

নিখিলেশ নন্দনপুরের জমীদার হইবার আশায় হতাশ হইয়া, এবং প্রেম প্রতিমা সাধনাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় যখন নিস্ফল আক্রোশে মরণাহত বিষধরের মত শেষ ছোবল দিতে আসিয়াছিল, তখন সে জানিত না, যে তাহার দেওয়া সেই নির্ম্মম আঘাতটা সাধনার পক্ষে কিরূপ মর্ম্মান্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে !

সাধনার প্রভাত শশধরের মত সেই ব্যথাবিবর্ণ পাণ্ডুর মুখশ্রী, আর সেই বেদনার্ত্ত করুণ নয়ন ছুটির ব্যাকুল মর্ম্মভেদী দৃষ্টি, নিখিলের বিষয় বাসনা লুব্ধ লালসাময় চিত্তে যেন তীব্র কশাঘাত করিয়া তাহার সুপ্ত বিবেক বুদ্ধিকে নিমেষে সচেতন উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিল। অনুতপ্ত নিখি-লের ইচ্ছা হইল, সেই মুহূর্ত্তে সাধনার পদতলে পতিত হইয়া স্বীয় দুষ্কৃতির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া লয়, কিন্তু এই লজ্জাজনক ঘটনার পর সাধনা বা শোভনার কাছে তাহার আর মুখ দেখাইতে প্রবৃত্তি হইল না। প্রাণের ভিতর বৃশ্চিক দংশনের মত একটা ভীষণ যাতনা লইয়া নিখিল সেই দণ্ডে নন্দনপুর ত্যাগ করিয়া পুরীতে চলিয়া গেল। কিন্তু সেখানেও সে তিষ্ঠিতে পারিল না। সাধনার বিপন্ন কাতর মুখখানি, আকুল আর্ত্ত নয়ন ছুটী তাহাকে অহরহ ব্যথিত দগ্ধ করিতে লাগিল। নিখিল এতদিনে বুঝিতে পারিল, মিথ্যা প্রেমের ছলনা করিতে গিয়া সে সাধনাকে যথার্থই কি গভীর ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে সাধনাকে ছাড়িয়া সে যে এখন স্বর্গে গেলেও শান্তি পাইবে না ! কিন্তু এখন আর সে ফিরিবে কোন

মুখ লইয়া? সে যে তার প্রেমের দেবীকে স্বেচ্ছায় নির্ম্মল হৃদয়ে পায়ে ঠেলিয়া আসিয়াছে, এখন সেই বিমুখ দেবীর প্রসন্নতা লাভ করিবে সে আর কোন কঠোর আরাধনায়?

সাধনাকে ভুলিবার এবং স্বীয় কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নিখিলেশ শেষে দেশত্যাগী হইল। তারপর এই দীর্ঘ দুইবৎসর কাল সে কত তীর্থে, কত দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু সাধনাকে তবু এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারে নাই। সাধনার একনিষ্ঠ পবিত্র প্রেম তাহাকে কোনও স্থানেই সুস্থির হইতে দিতেছিল না, কেবলই অবিরাম ভাবে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। সে আকর্ষণের বেগে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে না পারিয়া নিখিল এতকাল পরে পুনরায় পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিখিল মনে করিয়াছিল সাধনা এতদিন অন্যের পরিণীতা হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেছে, তাহাকে একবার গোপনে চক্ষের দেখা দেখিয়াই সে আবার ফিরিয়া যাইবে, কিন্তু যখন সে জানিতে পারিল সাধনা তখনও অনূঢ়া, সংসার সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সে যৌবনে যোগিনী ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তখন সে আর আত্ম প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না।

সাধনা সাগরবারি স্পৃষ্ট স্নিগ্ধ বাতাসে অচিরেই চেতনা পাইয়া চক্ষু উন্মীলন করিল। দেখিল নিভৃত সাগরতটে, তাহার চিরবাঞ্ছিতের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া সে শয়ন করিয়া আছে। একি স্বপ্ন নয়? একটা অননুভূতপূর্ব্ব সুগভীর সুখে আত্মহারা বিহ্বল হইয়া সাধনা পুনরায় নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিল।

কিন্তু পরক্ষণেই বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধনার মনে পড়িয়া গেল আর একদিনের কথা। সেদিনের সেই ছলনাময় আদর সোহাগ মনে পড়িতেই সাধনা তড়িৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া বসিল। নিখিলেশ ব্যথিত স্বরে অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, "আমাকে তুমি ক্ষমা করো সাধনা!

তোমার কাছে ক্ষমা পাবার জন্যে আমি আজ বড় আশা করে এসেছি, আমাকে তুমি বিমুখ করো না।"

সাধনার প্রাণের ভিতর. তখন বিষম তুফান উঠিয়াছিল, তাহার কিপর্য্যন্ত দেহ মন তখন ক্ষমা প্রার্থীর চরণ তলে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, কিন্তু সে দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় না দিয়া সাধনা নীরবে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। নিখিল তাহার কাছে গিয়া সাধনার পায়ের কাছে জানু পাতিয়া বসিয়া ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল "বলো সাধনা! বলো, এ হতভাগাকে দয়া কি করবে না তুমি? এজীবনে আমি তোমার ক্ষমা কি সত্যিই পাব না?" সাধনার মুখে এতক্ষণে কথা ফুটিল। সে কম্পিত রুদ্ধপ্রায় স্বরে বলিল "আমি তোমাকে ক্ষমা করবার কে নিখিল?"

"তুমি আমার সর্ব্বস্ব! তুমি আমার ইষ্ট দেবী! তোমাকে আমি না বুঝে এতদিন যে দুঃখ ব্যথা দিয়েছি, তার শত গুণ দুঃখ আমি নিজেও পেয়েছি, আমার বুকের মধ্যে দিনরাত রাবণের অনির্ব্বাণ চিতা জ্বলছে, আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে সাধনা! এখন তুমি আর আমাকে পাপী বলে ঘৃণা করো না,—আমাকে গ্রহণ করো, নইলে এ জগতে আমার বেঁচে থাকাই ভার হবে, দেখছ না, আমার কি দশা হয়েছে?"

নিখিলের শীর্ণ হতশ্রী মূর্ত্তির পানে চাহিয়া সাধনা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছিল, কষ্টে তাহা সম্বরণ করিয়া গাঢ় আর্দ্র কণ্ঠে কহিল, "আমার কাছে তুমি এখন কিসের প্রত্যাশা করো নিখিল? আমিতো এখন আর নন্দনপুরের রাণী নই?"

"আমাকে আর লজ্জা দিও না সাধনা!—তোমার হৃদয়-রাজ্যের তুলনায় নন্দনপুর অতি তুচ্ছ।"

"কিন্তু আমি যে রূপ-হীনা—"

"রূপহীনা? না না, তোমার রূপ যে নীল সাগরের মত অসীম